

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত) প্রকল্প



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		iii
Acronyms		v
শব্দকোষ (Glossary)		vi
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১
১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
১.৪	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/ বৃদ্ধি	২
১.৫	প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৭	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৮	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বছর-ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক পরিকল্পনা	৪
১.৯	প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা	৫
১.১০	প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা	৬
১.১১	প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনা	৬
১.১২	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম	৭
১.১৩	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা		
২.১	ভূমিকা	৮
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য	৮
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (ToR)	৮
২.৪	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি	৯
২.৫	সমীক্ষা পদ্ধতি	১০
২.৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিষ্ট	১০
২.৭	মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ	১১
২.৮	সেকেন্ডারি তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ	১৪
২.৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (Project Management Issue)	১৪
২.১০	প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	১৪
২.১১	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	১৪
২.১২	প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিলের সময়	১৫
২.১৩	কর্ম-পরিকল্পনা	১৬
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অর্থ বৎসর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি'র সংস্থান, অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়	১৮
৩.২	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি	১৯
৩.৩	প্রকল্পের অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা	২০
৩.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি	২০
৩.৫	প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি	২২
৩.৬	লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও outputপর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৮
৩.৭	ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা	৩০
৩.৮	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা	৩১
৩.৯	মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ	৪১
৩.১০	মন্দির সংস্কার/উন্নয়নের ফলে সুফলভোগীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল	৫১

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩.১১	কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ	৫৬
৩.১২	দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠান ও ফলাফল	৫৯
৩.১৩	আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠানের ফলাফলসমূহ	৬৩
৩.১৪	প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৬৪
চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)		৬৫
পঞ্চম অধ্যায়ঃ সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যবেক্ষণ	৬৮
৫.২	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ	৬৮
৫.৩	অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ	৬৮
৫.৪	প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ	৬৮
৫.৫	ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ	৬৮
৫.৬	প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন পর্যবেক্ষণ	৬৯
৫.৭	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ	৭০
৫.৮	সরেজমিনে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ	৭০
৫.৯	মন্দির সংস্কার হওয়ার ফলে সুফলভোগীদের উপকারসমূহ	৭০
৫.১০	সংস্কারকৃত মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের সুযোগ	৭০
৫.১১	মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ে KII হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ	৭১
৫.১২	প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ	৭১
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সুপারিশ ও উপসংহার		
৬.১	সুপারিশসমূহ	৭২
৬.২	উপসংহার	৭৩
	রেফারেন্সসমূহ	৭৪
সংযুক্তি-১	নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে মন্দিরের নাম	৭৫

সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী-১	হিন্দু ধর্ম অনুসারী সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	৭৭
সংযোজনী-২	কেআইআই গাইডলাইন	৭৯
সংযোজনী-৩	এফজিডি গাইডলাইন	৮১
সংযোজনী-৪	ভৌত পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট	৮২
সংযোজনী-৫	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	৮৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

''সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য যথা-সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমগ্র দেশের ১৮১৫ টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২২৮৬৯.০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ০১.০৩.২০১৯ হতে ৩১.১২.২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫.০৩.২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

মন্দিরের তালিকায় কিছু ভুল/ত্রুটি, অবস্থানের ভিন্নতা ও দ্বৈততা এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আপত্তি থাকায় ৫২টি মন্দিরের তালিকা সংশোধনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের মাঝে এ প্রকল্পের ব্যাপক চাহিদা থাকায় পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ক্রমে আরও ৫৩৬টি মন্দির বৃদ্ধি করে মূল ডিপিপি'টি সংশোধন করা হয় (১ম সংশোধন)। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে মোট ২৩৫১টি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য ২৬২৯৫.০ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ৩১/ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্পের মেয়াদ ১২ মাস বা ৩৫.২৯% এবং ব্যয় ৩৪২৬.০ লক্ষ টাকা বা ১৪.৯৮% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের মতামত জরিপ (৬৪০ জন), ৬৪টি কেআইআই, ৮টি এফজিডি, ১টি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সরেজমিনে ৬৪টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের গুণগত মান যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া, সেকেন্ডারি তথ্যের মধ্যে, ডিপিপি/আরডিপিপি, বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় ইত্যাদি তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে প্রতিফলন করা হয়েছে।

প্রকল্পটির আরডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬,২৯৫.০ লক্ষ টাকার মধ্যে মে /২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬,৯৯৮.১২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৪.৬৪%। প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে ২৩৫১টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার করা। মে/২০২২ পর্যন্ত সমগ্র দেশে মোট ২৩৫১টি মন্দিরের মধ্যে ১৩৪২টি মন্দিরের (৫৭.০৮%) শতভাগ কাজ শেষ হয়েছে, ৩৪৫টি (১৪.৬৭%) মন্দিরের উন্নয়ন কাজ ৫০% এর অধিক এবং ৬৫০টি (২৭.৬৪%) মন্দিরের কাজ ৫০% এর নিম্নে অর্জিত হয়েছে, ১০ টি (৫.০১%) মন্দির সংস্কারের জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে এবং জরিপ চলমান ও দরপত্র না হওয়া মন্দিরের সংখ্যা ০৪টি (০.০১%)।

আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে ৪টি গাড়ী (২টি জীপ ও ২টি পিক-আপ) সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ) এবং কম্পিউটার, আসবাবপত্র স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। কার্য ক্রয় (মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন) পর্যালোচনার জন্য দৈব চয়নের ভিত্তিতে ৬টি প্যাকেজের বিস্তারিত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিটি প্যাকেজ ৫.০% নিম্ন দরে ক্রয় করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য ৮ হতে ৪১টি বৈধ দরপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী ১৮১৫টি মন্দিরের জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইন ও প্রাক্কলনের জন্য ৩৮০.৩৬ লক্ষ টাকায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ১৯ মাসের জন্য "সৃজনি উপদেষ্টা লিঃ" কে নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনীতে ৫৩৬টি মন্দির বৃদ্ধি করা হয়। পুনরায় ৫৩৬টি মন্দির নতুন করে জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইনসহ প্রাক্কলন করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-ক্রমে "সৃজনি উপদেষ্টা লিঃ" এর সাথে ১৫% ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আগষ্ট/২০২২ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগীদের মতামত জরীপে শতভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, মন্দির সংস্কার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পূজা অর্চনায় পূর্বের তুলনায় লোকসমাগম অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের (উপকারভোগী) বহুবিধ উপকার হচ্ছে যথা-নিরাপত্তা বৃদ্ধি, স্থায়ী প্রার্থনার ব্যবস্থা এবং সবাই এক সাথে প্রার্থনা করতে পারছেন। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে তারা জ্ঞান লাভ করছেন। ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় সরেজমিনে ৬৪টি মন্দির সংস্কার /উন্নয়ন কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে এবং ড্রইং এ যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রয়েছে। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত

মালামালের ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে। সকল ল্যাব টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, অনেক মন্দিরে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। তাই ভবিষ্যৎ প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের সাথে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ০৭.০৮.২০১৯ তারিখে প্রেষণে পূর্ণ দায়িত্বে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছিল। অতঃপর, ২৩.১২.২০২১ তারিখে ১ম জনের বদলি জনিত কারণে প্রেষণে পূর্ণ দায়িত্বে ২য় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট ৩২ জন জনবল নিয়োগ করার সংস্থান থাকলেও বাস্তবে ৩০ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ২ জন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। এছাড়া উক্ত ৩০ জন জনবলের মধ্যে মাত্র ১৪ জন কারিগরি জনবল যা সারা দেশে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য অপ্রতুল প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রকল্পটির সবলদিকসমূহের মধ্যে ডিপিপি/আরডিপিপির গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়ন, লগ-ফ্রেমে প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিফলন, নিয়মিত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। অপরদিকে দুর্বল দিকসমূহের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি জনবলের অপ্রতুলতা এবং মন্দির ভিত্তিক Need base প্রাক্কলন প্রস্তুত না করে থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা। প্রকল্পের সুযোগসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, মন্দিরভিত্তিক সুলভে ও সাশ্রয়ী মূল্যে শিশু শিক্ষা লাভের সুযোগ ইত্যাদি। বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে ১০টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। যথা-মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি; প্রকল্পের আওতায় যে ০৪টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান উক্ত ০৪টি মন্দিরের জরিপ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দরপত্র আহবান; যে সমস্ত মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে সে সমস্ত মন্দির টেকসই করার জন্য মন্দির কমিটি কর্তৃক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে জরীপ করে মন্দির ভিত্তিক/Need base প্রাক্কলন প্রস্তুত করে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ হাতে নেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকল্পের নির্ধারিত বাজেট অনুযায়ী সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শেষ হলেও যে সকল মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সুফলভোগীদের চাহিদা/প্রত্যাশা অনুযায়ী সংস্কার ও উন্নয়ন করার ফলে কিছু কাজ অসম্পূর্ণ আছে সে সকল ক্ষেত্রে সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি/হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারিগরি জনবলের অপ্রতুলতায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সংস্কার কাজ তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক কারিগরি জনবল নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি হলেও বাস্তবে এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের অধীনে সংস্কার/উন্নয়নকৃত মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; অনেক মন্দিরে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের সাথে টয়লেট ও ড্রেনেজ উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। প্রকল্পের অধীনে ৪টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। প্রকল্প অফিস কর্তৃক অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

Acronyms

ADP	Annual Development Programme
BoQ	Bill of Quantity
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DPP	Development Project Proposal
DoFP	Delegation of Financial Power
EIA	Environmental Impact Assessment
EOI	Expression of Interest
FGD	Focus Group Discussion
FM	Fineness Modules
GoB	Government of Bangladesh
IA	Implementing Agency
KII	Key Informant Interview
PD	Project Director
PIC	Project Implementation Committee
PPA	Public Procurement Act-2006
PPR	Public Procurement Rules-2008
PMIS	Project Management Information System
PMU	Project Monitoring Unit
PSC	Project Steering Committee
RDPP	Revised Development Project Proforma
RFP	Request for Proposal
SPSS	Statistical Package for Social Science
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	Terms of Reference

শব্দকোষ (Glossary)

আখড়া: সভা/ধর্মীয় স্থান

নাট মন্দির (Central Plazza of a Temple): মূল মন্দিরের সামনে ছাদ দেয়া কিন্তু চারদিক খোলা জায়গা যেখানে ভক্ত/পূজারীগণ সমবেত হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন।

নাম সংকীর্তন: সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য তার নাম স্মরণ করে যে গান-বাজনা করা হয়।

ধর্ম সভা: হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের ধর্মীয় আলোচনার জন্য যে সমস্ত সভা/সমাবেশ করা হয়। এ সকল সভা সমাবেশকে ধর্ম সভা বলা হয়।

পার্বণ: পার্বণ শব্দের অর্থ পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। অর্থাৎ পার্বণ বলতে বোঝায় যে সব পর্ব বা পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে। যেমনঃ প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন ইত্যাদি।

অন্ন প্রাশন: শিশুদের প্রথম ভাত খাওয়ার অনুষ্ঠান।

জন্ম-অষ্টমী: শ্রী-কৃষ্ণের জন্মতিথি/দিন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বর্ষে প্রাচীন ভারতে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের পালন কর্তা শ্রী শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। এ দিনকে জন্ম-অষ্টমী তিথি বলা হয়।

নিত্য পূজা: হিন্দু ধর্ম অনুসারীগণ প্রতিদিন তাদের গৃহ/মন্দিরে যে সকল পূজা করে থাকে সেসকল পূজা/প্রার্থনাকে নিত্য পূজা বলা হয়।

পুরোহিত: পুরোহিত বলতে পূজা-অর্চনা কার্যাদি সম্পাদনকারকে বোঝানো হয় এবং যিনি পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে অবস্থান করেন। সাধারণভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পূজার সময় সকলের অগ্রভাগে থাকেন, তাকে পুরোহিত বলে।

গীতা: হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতাকে সারমর্ম-ধর্ম গ্রন্থ (Summary book) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের জীবন যাপন ও ধর্ম পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ/নির্দেশনা শ্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেছেন। তাই গীতাকে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের গাইড বই বলা হয়।

বালির FM: বালির আকার পরিমাপের একক হচ্ছে FM বা Fineness Modulus. কংক্রিটের শক্তি অনেকটা নির্ভর করে বালির FM এর উপর।

হানিকম্বঃ ভবনের ছাদ, বীম ও কলাম ঢালাই পরবর্তীতে ছোট ছোট গর্ত সৃষ্টি হওয়াকে হানিকম্ব বলে। হানিকম্ব কংক্রিটকে ভঙ্গুর ও দুর্বল করে তোলে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ৫ শতাংশ হানিকম্বের উপস্থিতি কংক্রিটের শক্তিকে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এছাড়া, হানিকম্বের কারণে রডে মরিচা সৃষ্টি হয়। ফলে রড থেকে কংক্রিট আলাদা হয়ে পরে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ সরকারের ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় জন সংখ্যা ১,২৩,০০,৯৩৮ জন (এককোটি তেইশ লক্ষ নয়শত আটত্রিশ) এবং ধর্ম ভিত্তিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম (মোট জন সংখ্যার ৭.৩৩%)। দেশের হিন্দু জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট মঠ/মন্দির/আশ্রম/ তীর্থস্থান/ শ্মশানের সংস্কার/উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ২১ কোটি টাকার লভ্যাংশ (প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ টাকা) বাংলাদেশের ৪০,৪৩৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (মঠ/মন্দির/আশ্রম/তীর্থস্থান/শ্মশান) উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রাচীন মন্দির ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সংস্কারের অভাবে অবলুপ্তির পথে। এ সকল মন্দির ও প্রতিষ্ঠানকে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের আওতায় আনা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কারের জন্য বর্তমানে যে অনুদান প্রদান করা হয় তা অত্যন্ত অপ্রতুল। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন সর্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের কিছু মন্দির সংস্কার ও মেরামতের কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত মন্দির ছাড়াও অসংখ্য মন্দির রয়েছে যার সংস্কার ও মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রকল্পের সুফল সকল হিন্দু জনগোষ্ঠীকে প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায় ২,০৬১টি, জেলা পর্যায়ে ২০৭টি এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ৮৩টি সহ সর্বমোট ২,৩৫১টি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.২.১ প্রকল্পের নাম : “সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)”

১.২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.২.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১.২.৪ বাস্তবায়নকাল : ০১মার্চ ২০১৯ হতে ৩১ডিসেম্বর ২০২২

১.২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভাগ, জেলা এবং উপজেলার নাম নিম্নের সারণি-১.১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-১.১: বিভাগ, জেলা, উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল, ফরিদপুর, নরসিংদী, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গোপালগঞ্জ জেলার ০১ টি উপজেলা (মুকসুদপুর) ব্যতীত বিভাগের সকল উপজেলা এবং ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালি, ও ভোলা।	বরিশাল বিভাগের সকল উপজেলা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা, যশোর, নড়াইল, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর।	খুলনা বিভাগের সকল উপজেলা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
রাজশাহী	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।	রাজশাহী বিভাগের সকল উপজেলা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা
রংপুর	রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়।	রংপুর বিভাগের সকল উপজেলা এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
সিলেট	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।	হবিগঞ্জ জেলার ০৩ টি উপজেলা (লাখাই, মাধবপুর, বানিয়াচং) ব্যতীত সিলেট বিভাগের অন্যান্য সকল উপজেলা এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা ও জামালপুর।	ময়মনসিংহ বিভাগের সকল উপজেলা এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, বি-বাড়ীয়া ও চাঁদপুর।	চট্টগ্রাম জেলার ১৩ টি উপজেলা (মীরসরাই, সীতাকুন্ড, সন্দীপ, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, বোয়ালখালী, বাঁশখালী, লোহাগাড়া, কর্ণফুলী) ব্যতীত বিভাগের অন্যান্য সকল উপজেলা এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকা।

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

মূল প্রকল্পটি বিগত ০৫.০৩.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ২২৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ মার্চ ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি ১৩/০৯/২০২১ তারিখে ২৬২৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপির বাস্তবায়ন ব্যয় ৩,৪২৬.০ লক্ষ টাকা বা ১৪.৯৮% এবং সময় ১২ মাস বা মূল ডিপিপির ৩৫.২৯% বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থের সংস্থান নিচের সারণি ১.২ এ দেয়া হলো।

সারণি-১.২: প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা **(লক্ষ টাকায়)**

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়নকাল	মোট সময়	অনুমোদনের তারিখ	হ্রাস/বৃদ্ধি	
	মোট	জিওবি	প্র: সা	অন্যান্য				ব্যয় বৃদ্ধি (%)	সময় বৃদ্ধি (%)
মূল	২২৮৬৯.০০	২২৮৬৯.০০	-	-	০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	৩৪ মাস	০৫/০৩/২০১৯	-	-
সংশোধিত (১ম)	২৬২৯৫.০০	২৬২৯৫.০০	-	-	০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২	৪৬ মাস	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	১৪.৯৮ % বৃদ্ধি	১২ মাস (৩৫.২৯%) বৃদ্ধি

প্র. সা= প্রকল্প সাহায্য উৎসঃ আরডিপিপি

১.৫ প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ

১. **প্যাকেজ সংখ্যা বর্ধিতকরণ**: মূল ডিপিপি'তে ৫০০টি প্যাকেজ ছিল। সংশোধিত ডিপিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৭৬০টি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. **তালিকা সংশোধন:** মূল ডিপিপি'তে ১৮১৫টি মন্দিরে তালিকায় কিছু মন্দিরের ত্রুটি, অবস্থানের ভিন্নতা, দ্বৈততা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর এর আপত্তি ইত্যাদি কারণে ৫২টি মন্দির সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

৩. **তালিকা সংযোজন:** মাঠ পর্যায়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে এ প্রকল্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে প্রকল্পের তালিকা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চাহিদার ভিত্তিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী মূল ডিপিপির অতিরিক্ত ৫৩৬টি মন্দির বৃদ্ধি করা হয়।

৪. **মেয়াদ বৃদ্ধি:** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আগস্ট মাসে প্রকল্প পরিচালক এবং জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলীসহ রাজস্ব খাতের কর্মকর্তাদের পদায়ন ও প্রকল্পের জনবল নিয়োগে বিলম্ব, তালিকা সংশোধন এবং কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পের কাজ কিছু দিন বন্ধ থাকায় মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

৫. **আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের জন্য অর্থনৈতিক কোড পরিবর্তন:** প্রকল্পের শুরুতে আউটসোর্সিংয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ ছিল না। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে হায়ারিং চার্জ (৯৩২১১১০৭) হতে আউটসোর্সিং জনবল এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। পরবর্তীতে হায়ারিং চার্জ (কোড-৩২১১১০৭) এর স্থলে আউটসোর্সিং, কোড-৩২১১১৩১ ব্যয় খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

১। সমগ্র দেশে ২,৩৫১টি মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ করা;
২। মটরগাড়ী ক্রয়;
৩। পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ; এবং
৪। আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ।

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পটির রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১২২১.৭৪ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪.৬৫% এবং মূলধন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ২৫০৭৩.২৬ বা ৯৫.৩৫%। প্রকল্পের অঙ্গ-ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণি ১.৩ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১.৩ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি

আর্থিক কোড	অঙ্গের নাম	পরিমাণ ও একক	জিওবি	মোট
১	২	৩	৪	৫
(ক) রাজস্ব ব্যয়				
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৩২	১০০.৫৮	১০০.৫৮
৩১১১২০১	মূল বেতন	৩২	৩.০০	৩.০০
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	৩২	১.৫০	১.৫০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩২	১.০০	১.০০
৩১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩২	১.৬৭	১.৬৭
৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩২	৪৬.৯৪	৪৬.৯৪
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩২	৩.৪০	৩.৪০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩২	১.০০	১.০০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩২	২.০০	২.০০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩২	১৯.৭৩	১৯.৭৩
৩১১১৩২৬	ভ্রমন ভাতা	৩২	২.০২	২.০২
৩১১১৩২৭	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৩২	০.৫০	০.৫০
৩১১১৩২৮	বিশ্রাম ও বিনোদন ভাতা	৩২	৫.৪৫	৫.৪৫
৩১১১৩৩২	সম্মানী	৩২	৬.০০	৬.০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩২	২.০৪	২.০৪
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩২	২৪.৩৭	২৪.৩৭
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	২.৮১	২.৮১
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	--	০.০০	০.০০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	--	২৭৪.৮৪	২৭৪.৮৪

আর্থিক কোড	অঙ্গের নাম	পরিমাণ ও একক	জিওবি	মোট
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	--	৪.০৫	৪.০৫
৩২১১১৯	পোস্ট	--	০.৬৩	০.৬৩
৩২১১১২০	টেলিফোন	--	২.৩৪	২.৩৪
৩২১১১১৫	পানি	--	০.০০	০.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	--	৫.৯১	৫.৯১
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	--	৪৬.৫৬	৪৬.৫৬
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	--	৪৬.৪৫	৪৬.৪৫
৩২১১১১১	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	--	৮.৪০	৮.৪০
৩২৪৪১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	--	৪.৯৩	৪.৯৩
৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যয়	--	৩.০০	৩.০০
৩২৪৩১০১	গ্যাস	--	০.০০	০.০০
৩২৪৩১০২	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	--	২১.৪০	২১.৪০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি	--	১১.৬৪	১১.৬৪
৩২৫৫১০১	মুদ্রণ ও বাঁধাই	--	১২.০৪	১২.০৪
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	--	০.৮৪	০.৮৪
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য স্ট্যাশনারী	--	১৬.৪৩	১৬.৪৩
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	--	২৪.৪০	২৪.৪০
৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	--	৭.০০	৭.০০
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি (নকশা, পরিদর্শন, প্রাক্কলন)	--	৪৭০.৭৬	৪৭০.৭৬
৩২৫৭১০৪	জরিপ (সার্ভে)	--	৬.৯৫	৬.৯৫
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য ব্যয়	--	০.০০	০.০০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	--	২১.৯৭	২১.৯৭
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	--	০.০০	০.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	--	১.৭৫	১.৭৫
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	--	৩.৪০	৩.৪০
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	--	২.০০	২.০০
৩৬৩১১৯৯	বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ	--	০.০৫	০.০৫
উপমোট- ক(রাজস্ব ব্যয়)				১২২১.৭৪
(খ) মূলধন ব্যয়				
৭১১২১০১	মোটরযান (জীপ)	৪	১৯৮.২৭	১৯৮.২৭
৭১১২২০২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	১৪	১৩.৬১	১৩.৬১
৭১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০০	২০.৬৮	২০.৬৮
৭১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০০	৯.৯৬	৯.৯৬
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন (মন্দির)	২৩৫১	২৪৮৩০.৭৫	২৪৮৩০.৭৫
উপমোট- খ. মূলধন ব্যয়				**২৫০৭৩.২৬**
	গ. ভৌত কন্টিনজেন্সি		০.০০	০.০০
	ঘ. মূল্য কন্টিনজেন্সি		০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+দ+ঘ)		**২৬২৯৫.০০**	**২৬২৯৫.০০**

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বছর ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক পরিকল্পনা

প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে সর্বমোট ২,৩৫১টি মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়ন করা। সে অনুযায়ী বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের মন্দিরের সংখ্যা এবং বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা আরডিপিপি'তে প্রদান করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান কাজ সম্পাদনের কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে সারণি ১.৪ এ দেওয়া হলো-

সারণি ১.৪ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের বছরভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক পরিকল্পনা

ইকনমিক সাব-কোড ভিত্তিক অংশের বর্ণনা	পরিমাণ	মোট খরচ	%	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২০১৯-২০		২০২০-২১			২০২১-২২			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	২০২২-২৩	
					% আইটেমের	% প্রকল্পের	আর্থিক পরিমাণ	% আইটেমের	% প্রকল্পের	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	% আইটেমে	% প্রকল্পের		% আইটেমের	% প্রকল্পের
৩	৬	৭	৮	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৪১২১২০১ উপজেলা পর্যায়ে মন্দির/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার ৪৭২টি	২০৬১	১৯৮৪৯.০০	০.৭৫	৫২.০০	০.২১	০.২০	৬০২৮.৪০	৩০.৩৭	২২.৯৩	১১৬১৪.৪১	৫৮.৭৭	৪৪.২১	২১৭০.৬৯	১০.৮০	৮.১৫
৪১১১২০১ জেলা/ পৌরসভা পর্যায়ে মন্দির/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	২০৭	২৯৭৬.৭৫	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৯.১২	১২.৭৪	১.৪৪	২২৭২.৬৩	৭৬.৩৫	৮.৬৪	৩২৪.৩৭	১০.১২	১.২৪
৪১১১২০১ বিভাগ/ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে মন্দির/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	৮৩	২০০০.০০	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৪২	৩.৮১	০.২৯	১৩৩৬.৭০	৬৬.৬৭	৫.৮	৫৯১.৮৮	২৯.৭২	২.১৫
মোট	**২৩৫১**	**২৪৮৩০.৭৫**	**০.৯৪**	**৫২.০০**	**০.২১**	**০.২০**	**৬৪৮৩.৯৪**	**২৬.১১**	**২৪.৬৬**	**১৫২৩৪.৩২**	**৬১.৩৫**	**৫৭.৯৭**	**৩০৬০.৪৯**	**১২.৩৩**	**১১.৬৪**

উৎসঃ আরডিপিপি

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্পের অধীনে ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা এবং পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা সমীক্ষাকালে ক্রয় সংক্রান্ত দলিল/কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য ডিপিপি/আরডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নের সারণি ১.৫ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-১.৫ ডিপিপি অনুয়ায়ী প্রকল্পের যানবাহন ও পণ্য ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি (DPP) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ *	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য তারিখ	
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জিডি-০১	(জীপ গাড়ি)	সংখ্যা	--	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৮.৪১	০৯/০৯/১৯	২০/২/২০
জিডি -০২	(পিক-আপ)	সংখ্যা	--	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৯.৮৬	০৯/০৯/১৯	২০/২/২০
জিডি -০৩	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	--	কোটেশন	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৩৪৫	০৫/০৩/২০	১২/০৩/২০
জিডি -০৪	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	--	ঐ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৭১	০২/০৪/২০	১৪/০৪/২০
জিডি -০৫	কম্পিউটার	সংখ্যা	--	ঐ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.২৫৯	২২/০১/২০	০৪/০২/২০
জিডি -০৬	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	--	ঐ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৪৩		
জিডি -০৭	আসবাবপত্র	থোক	--	ঐ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯.৯৫৮	২/৪/২০	১৪/৪/২০
পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্যঃ							**২৪৬.৯৭২**		

উৎসঃ আরডিপিপি

***উল্লেখ্য যে, পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ আরডিপিপি'তে সন্নিবেশন করা হয়নি (আরডিপিপি পৃষ্ঠা- ১০১)।**

১.১০ প্রকল্পের কার্য ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্য ক্রয় (Works) পরিকল্পনা নিম্নের সারণি ১.৬ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-১.৬: কার্য ক্রয় পরিকল্পনা **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকেজ নং	ডিপিপি (DPP) অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা কার্য ক্রয়	পরিমাণ (সংখ্যা)	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৬৪২	উপজেলা পর্যায়ে মন্দির / ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (৪৭২টি)	২০৬১	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৮৪৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১/১০/২০২১	৩০/১১/২১	৩০/০৬/২২
৭০	জেলা/পৌরসভা পর্যায়ে মন্দির / ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	২০৭	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৯৭৬.৭৫	-	১/১০/২০২১	৩০/১১/২১	৩০/০৬/২২
৪৮	বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে মন্দির / ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার	৮৩	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০৫.০০	-	১/১০/২০২১	৩০/১১/২১	৩০/০৬/২২
		২৩৫১				২৪৮৩০.৭৫	-	-	-	-
কার্য ক্রয়ের মোট মূল্যঃ						২৪৮৩০.৭৫				

উৎসঃ আরডিপিপি

কার্য ক্রয়ের বিস্তারিত অগ্রগতি তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

১.১১ প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনা

ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সেবা ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নের সারণি ১.৭ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-১.৭: সেবা ক্রয় পরিকল্পনা **(লক্ষ টাকায়)**

প্যাকেজ নং	ডিপিপি (DPP) ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা ক্রয়	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (নমুনা)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা আহবান	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এস-০১	নকশা,প্রাক্কলন, পরিদর্শন	জনমাস	৪৯৫	কিউসিবিএস	DoFP	জিওবি	৪৪০.০০	২৩/০১/২০	৩১/১২/২২	৩১/১২/২২	৩১/১২/২২
এস-০২	নকশা,প্রাক্কলন, পরিদর্শন	জনমাস	১০০	সিঙ্গেল সোর্স সিলেকসন	DoFP	জিওবি	৩০.৭৬	প্রযোজ্য নয়	৩১/১২/২১	৫/১২/২০	৩১/১২/২২
সেবা ক্রয়ের মোট মূল্যঃ							৪৭০.৭৬				

উৎসঃ আরডিপিপি

সেবা ক্রয়ের অগ্রগতি ও পর্যবেক্ষণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে।

১.১২ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লগ-ফ্রেম

বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator)	যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
১	২	৩	৪
লক্ষ্য(Goal): সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধন	প্রকল্প শেষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ও সন্মানিত ট্রাস্টিগণের মতামত	
উদ্দেশ্য (Purpose/Out Come) মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন।	প্রকল্প শেষে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বৃদ্ধি ।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমইডির মনিটরিং প্রতিবেদন।	সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার বলবত থাকা; সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ থাকা;
আউটপুট (Output) • উপজেলা পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন • জেলা পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন • সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন।	প্রকল্প শেষেঃ ৪৭২ টি উপজেলায় ২,০৬১ টি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন; প্রকল্পের মেয়াদ শেষেঃ ৫৩টি জেলা সদরে অবস্থিত ২০৭ টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার; প্রকল্প শেষেঃ ১১টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৮৩টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমএডির মনিটরিং প্রতিবেদন।	সময়মত ডিপিপি অনুমোদন; এডিপিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা; নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল থাকা
ইনপুট (Input) • বাজেট; • জনবল; • নির্মাণ সামগ্রী; • যানবাহন ও অফিস; • যন্ত্রপাতি	প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬২.৯৫ কোটি টাকা। জনবলঃ ৩২ জন নির্মাণ সামগ্রী পরিমাণ মত। যানবাহন ৪টি যন্ত্রপাতি পরিমাণমত	অগ্রগতি প্রতিবেদন; অডিট রিপোর্ট; প্রকল্প পরিচালকের রিপোর্ট।	সময়মত ডিপিপি অনুমোদন; এডিপিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা

উৎসঃ আরডিপিপি

প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা বিস্তারিতভাবে প্রদান করা হয়েছে।

১.১৩ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাধি টেকসই করার জন্য মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং মন্দিরগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে আরডিপিপিতে উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সুষম ও টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ডিপিপি (Development Project Proposal) প্রণয়ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একনেক সভায় ডিপিপি অনুমোদনের পর বাস্তবায়ন করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা, প্রকল্পের কাজ টেকসই করার পরিকল্পনা যাচাই ও সমস্যাসমূহ উত্তরণের উপায় নির্ধারণ এবং সরকার ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/বিভাগসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। এ উদ্দেশ্যে আইএমইডি, সেক্টর-৭ এর মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস'কে নির্বাচিত ও নিয়োজিত করেছে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

- অনুমোদিত DPP/RDPP অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পর্যালোচনা ও যাচাই করা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হবে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সরকারের আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ইত্যাদি) অনুসরণে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা; এবং
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সুপারিশ প্রদান করা ইত্যাদি।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (ToR)

২.৩.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

২.৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয় তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২৩.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

২.৩.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

২.৩.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

২.৩.১৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.১৪ নির্মাণকাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যাচাই করা (প্রয়োজনে টেস্টের মাধ্যমে) এবং নির্মিত স্থাপনার গুণগতমান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২.৩.১৫ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট আপত্তি সংক্রান্ত);

২.৩.১৬ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং

২.৩.১৭ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি

২.৪.১ কৌশলগত পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধির আলোকে ৪ (চার) ধরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। যথাঃ

১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ (সেকেন্ডারী উৎসের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ);
২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা হতে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ;
৩) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ; এবং
৪) আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান।

২.৪.২ বিশ্লেষণগত কাঠামো

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel ডাটাবেইজ এর সাহায্যে এন্ট্রি করে SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.৪.৩ সমীক্ষার ধারণা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। সমীক্ষা কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগোপৎভাবে সম্পাদিত করা হয়েছে তার বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রথম ধাপ: এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, প্রকল্প এলাকার নমুনা নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ: এ ধাপে মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ও ছকের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রশ্নাবলী ও ছক চূড়ান্তকরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রাহক প্রেরণ করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ: এ ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী প্রশ্নমালা ব্যবহার করে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। পরামর্শক ও সমীক্ষা টিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে।

চতুর্থ ধাপ: মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত সংশোধনের পর সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করে কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপ: এ ধাপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনার জন্য আইএমইডি'র মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরে দাখিল করা হবে। খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হবে।

২.৫ সমীক্ষা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি সম্পাদনের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire)/চেকলিষ্ট, নিবিড় আলোচনা (KII) ও এফজিডি (FGD) গাইডলাইন এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।। প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন (Physical Verfication/ Observation) করে পরামর্শক টিম প্রকল্পের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্যাদি ও মন্দির উন্নয়ন/সংস্কার কাজের গুণগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সমীক্ষা কাজ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিভিন্ন কাজের বর্ণনা ও সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সূচি নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ উক্ত পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রশ্নমালা ও ছক/চেকলিষ্ট

প্রকল্পের কার্যক্রম, নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশক এর উপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নিম্ন লিখিত প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযোজনি ১-৫)।

- ✓ উপকারভোগীদের (Beneficiary) মতামত জরিপ প্রশ্নমালা (সংযোজনি-১);
- ✓ নিবিড় আলোচনার প্রশ্নমালা (KII) প্রশ্নমালা (সংযোজনি-২);
- ✓ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইড লাইন (সংযোজনি-৩);
- ✓ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ ছক/চেকলিষ্ট (সংযোজনি-৪); এবং
- ✓ ভৌত পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ চেকলিষ্ট (সংযোজনী-৫)

২.৭ মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ

২.৭.১ সংখ্যাগত সমীক্ষা

যেকোন সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত জরিপের মাধ্যমে অভিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকার জনগণের ধর্মীয় আলোকে সামাজিক চেতনার বিকাশ, আয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে/হচ্ছে তা নির্ণয় করা হয়েছে। সংখ্যাগত জরিপ সংযুক্ত প্রশ্নমালা-১ এবং ফলাফল ৩.১০ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে।

২.৭.২ সংখ্যাগত জরিপের নমুনার আকার (Sample Size)

মন্দির মেরামত ও সংস্কারের প্রধান সুবিধাভোগী হচ্ছে মন্দিরের আশেপাশের জনগণ বিশেষভাবে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়। এছাড়াও, পূজার সময় সাধারণত সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষ পূজাস্থলে সমবেত হয় এবং এলাকায় এক ধরনের উৎসব বিরাজ করে। অনেক স্থানে স্থানীয়/গ্রামীণ মেলার আয়োজন করা হয় এবং অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিভিন্ন হস্তশিল্প, খেলনা এবং পোশাকসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে। এ প্রেক্ষাপটে, প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধাভোগীর সংখ্যা অজানা। অজানা সুবিধাভোগীদের (Beneficiary) সংখ্যা নির্বাচনের জন্যে একটি বহু-পর্যায়ী স্তরিত নমুনায়ন (Multi-Stage Cluster Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগৃহীতব্য নমুনার আকার নিম্নবর্ণিত ফরমূলাটি ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয়েছে:

$$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times d^{eff};$$

যেখানে,

n = সংগৃহিতব্য নমুনার সংখ্যা,
z = নরম্যাল ভারিয়েট, ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং কনফিডেন্স ইন্টারভেলেন্সে - ১.৯৬;
p = অনুমিত অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রকল্প এলাকার ৫০% সুফলভোগী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন বা পাবেন। এ ক্ষেত্রে p = ০.৫০;
q = ১ – p = ০.৫০।
e = ভুলের সীমা রেখা (margin of error), যার মান ৫% ধরা হয়েছে অর্থাৎ e =০.০৫;
d^{eff} = Design effect। সমীক্ষার প্রয়োজনে ক্লাস্টার/স্তর ভিত্তিক র‍্যানডম নমুনা সংগ্রহের মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারে ভুলের সম্ভাবনা থাকায় ডিজাইন ইফেক্ট এর মান ১.৫% ধরা হয়েছে।

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2} \times 1.5$$

= ৫৭৬ সর্বমোট সংগৃহীতব্য নমুনার সংখ্যা।

চলমান মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের উপকারভোগীগণ মন্দিরের আশে পাশেই বসবাস করেন, তাই উত্তরদাতাদের প্রায় সকলেই তথ্য সংগ্রহকারীর সাথে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ এবং নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করেছেন। অতএব, গণনাকৃত n=৫৭৬ জন। তবে জেলা ভিত্তিক সুষম বন্টনের জন্য সর্বমোট ৬৪০ জন কে জরীপ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৭.৩ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ

প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগ হতে ২টি জেলা এবং প্রতি জেলা হতে ২টি করে উপজেলা/পৌরসভা নির্বাচন করে প্রতি উপজেলা/পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন প্রতিটি মন্দির হতে ১০ জন উপকারভোগীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য উত্তরদাতাদের বিস্তারিত নমুনার আকার নিম্নের সারণি-২.১-এ এবং মন্দিরের নাম সংযোজনী-৬ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-২.১: নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা/পৌরসভা ও উত্তরদাতার সংখ্যা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা	মন্দিরের সংখ্যা	প্রতি মন্দির থেকে উত্তরদাতার সংখ্যা	সর্বমোট উত্তরদাতার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ঢাকা	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ	২	১০	২০
		সাভার	২	১০	২০
	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	২	১০	২০
		হরিরামপুর	২	১০	২০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	২	১০	২০
		নান্দাইল	২	১০	২০
	নেত্রকোণা	কেন্দুয়া	২	১০	২০
		দুর্গাপুর	২	১০	২০
চট্রগ্রাম	খাগড়াছড়ি	রামগড়	২	১০	২০
		মানিকছড়ি	২	১০	২০
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	২	১০	২০
		দাউদকান্দি	২	১০	২০
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	২	১০	২০
		বিয়ানীবাজার	২	১০	২০
	মৌলভীবাজার	শ্রী-মঙ্গল	২	১০	২০
		বড়লেখা	২	১০	২০
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	২	১০	২০
		মিঠাপুকুর	২	১০	২০
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	২	১০	২০
		উলিপুর	২	১০	২০
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর	২	১০	২০
		লালপুর	২	১০	২০
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজঞ্জ সদর	২	১০	২০
		রায়গঞ্জ	২	১০	২০
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা	২	১০	২০
		ডুমুরিয়া	২	১০	২০
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	২	১০	২০
		মোল্লাহাট	২	১০	২০
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	২	১০	২০
		মেহেন্দীগঞ্জ	২	১০	২০
	পটুয়াখালি	পটুয়াখালি সদর	২	১০	২০
		কলাপাড়া	২	১০	২০
মোট	**১৬**	**৩২**	**৬৪**		**৬৪০**

সংখ্যাগত জরীপের ফলাফল অনুচ্ছেদ-৩.১০ এ প্রদান করা হয়েছে।

২.৭.৪ গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কেআইআই, এফজিডি, সংস্কারকৃত মন্দিরসমূহ ভৌত পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

১) কেআইআই (Key Informent Interview)

মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি, গুণগতমান, সমস্যা, ঝুঁকি, দুর্বলতা এবং সম্ভাবনা, জনবল নিয়োগ ইত্যাদি গুণগত তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সেক্রেটারীর সাথে মোট ৪৮টি কেআইআই করা হয়েছে। নিবিড় আলোচনার ফলাফল ৩.১১ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। নিবিড় আলোচনার উত্তরদাতা/স্টেকহোল্ডারদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	উত্তরদাতা/স্টেকহোল্ডার	সংখ্যা
১	প্রকল্প পরিচালক	১
২	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (নির্বাহী প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষক)	৩
৩	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১২
৪	মন্দির পরিচালনা কমিটি (সভাপতি/সেক্রেটারি)	৩২
	মোট	**৪৮**

২) এফজিডি (Focus Group Discussion)

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, মন্দিরের পুরোহিত, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে প্রতিটি বিভাগ হতে ১টি করে মোট ৮টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রতি এফজিডিতে ১২ থেকে ১৫ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। প্রতি টিমে ১ জন সঞ্চালক এবং ১ জন রেপোটিয়ারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এফজিডি হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.১২ এ দেয়া হয়েছে।

৩) ভৌত পর্যবেক্ষণ/পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাকালীন মন্দিরগুলোর উন্নয়ন এবং সংস্কার কাজের বর্তমান অবস্থা বিভাগ, জেলা/পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ে ৬৪টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। মন্দির পরিদর্শনের ফলাফল ৩.৯ অনুচ্ছেদে এবং তথ্য সংগ্রহের চেক লিস্ট সংযুক্তি-৫ এ দেয়া হয়েছে।

৪) স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্যদের ব্যবসা/বাণিজ্যে আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে প্রকল্পের আওতায় গত ১৩ এপ্রিল, সাভার উপজেলা সদরে শ্রী শ্রী গোপাল আখড়া, ঘোষ পাড়ায় ১টি স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় আইএমইডি প্রতিনিধি, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সুবিধাভোগী, প্রধান পুরোহিত, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ৫০ জন (পুরুষ/মহিলা) সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ৩.১৩ অনুচ্ছেদে দেয়া হয়েছে।

৫) সর্বমোট সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের জন্য সর্বমোট সংগৃহীত নমুনার সংখ্যা নিম্নের সারণি-২.২ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-২.২: সর্বমোট তথ্যদাতার সংখ্যা, স্থান ও তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

ক) সংখ্যাগত তথ্যসংগ্রহের উৎস এবং সংখ্যা				
ক্রঃ নং	**উপকরণ**	**তথ্যসংগ্রহের স্থান**	**তথ্যদাতা**	**তথ্যদাতার** সংখ্যা
০১	সুফলভোগীদের মতামত জরিপের প্রশ্নপত্র	প্রকল্প এলাকা	প্রকল্পের উপকারভোগী	৬৪০ জন
(খ) গুণগত তথ্যসংগ্রহের উৎস এবং সংখ্যা				
ক্রঃ নং	চেকলিস্ট/ কাঠামোগত প্রশ্নপত্র	**তথ্যদাতা**		**তথ্যদাতার সংখ্যা**
০২	KII চেকলিস্ট	প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সেক্রেটারী		৪৮ জন
০৩	এফজিডি চেকলিস্ট/ গাইড লাইন	সরাসরি উপকারভোগী, ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ৮টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডিতে ১০/১২ জন আলোচক উপস্থিত ছিলেন।		৮টি X ১২ = ৯৬ জন
০৪	নির্মাণ কাজে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন	৮ বিভাগের ৬৪টি মন্দির		৬৪
০৫	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	আইএমইডি'র প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য এবং প্রকল্পের উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে।		১টি (৫০জন)
০৬	জাতীয় সেমিনারে সমীক্ষার চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ	পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা সম্বনয়ে সেমিনার করা হবে।		১টি (৮০ জন)
		সর্বমোট		**৯০৪ জন**

২.৮ সেকেন্ডারি তথ্য /উপাত্ত সংগ্রহ

প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকল্প অফিস এবং আইএমইডি থেকে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (Project Management Issue)

প্রকল্পটি প্রণয়নের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, বছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় ইত্যাদি কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনা করে সংগ্রহ করা হয়েছে। একই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জনবল নিয়োগ, অর্থায়ন, ক্রয় কার্যক্রম এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

২.১০ প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

প্রকল্প মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনায় যে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের প্রস্তাব করা হয়েছে সে সকল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং SWOT Matrix অনুসরণপূর্বক বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির সবল ও দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ সনাক্তকরণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.১১.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের পর ৬৪০ জন উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১৬ জন তথ্যসংগ্রহকারী এবং তথ্যসংগ্রহকারীদেরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ০৪ জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়। মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজরগণকে

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্প সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারগণকে প্রকল্প এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ০১ জন তথ্য সংগ্রহকারী এ ধরনের সমীক্ষায় দৈনিক গড়ে ০৫ জনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এ হিসেবে ৬৪০ জন উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মোট ১০ দিন সময় দেয়া হয়েছে। এছাড়া একইসময়ে সুপারভাইজরগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের follow-up করেন এবং KII ও FGD পরিচালনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

২.১১.২ মাঠপর্যায়ে প্রশ্নপত্র যাচাই (Field Test)

তথ্য সংগ্রহকারীগণ উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করেন। এ ক্ষেত্রে খসড়া প্রশ্নপত্রের ভুল-ত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল সংশোধন করতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্ন পত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করে এবং সংশোধিত প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২.১১.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্যসংগ্রহকারীগণ উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থীর চিত্র সংগ্রহ ও নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য সংযুক্ত চেকলিস্ট/গাইড লাইন-১-৫ অনুসরণ করা হয়েছে।

২.১১.৪ সংগ্রহীত তথ্য-উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজারগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করেছেন কিনা তা দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% পূরণকৃত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পূরণে কোন প্রকার ভুল/ত্রুটি দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়াও টিম লিডার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়মিত মনিটরিং করেছেন।

২.১১.৫ তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত পরিশুদ্ধ করে কম্পিউটারে এন্ট্রির মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়েছে। উপাত্ত প্রক্রিয়ার জন্য SPSS version 20 এবং ক্ষেত্র বিশেষে Microsoft Access ও Microsoft Excel 2010 ব্যবহার করা হয়েছে। যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, গ্রাফ ও চার্ট আকারে তৈরি এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.১২ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও দাখিলের সময়

সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণপূর্বক সহজ ভাষায় প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ এবং স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য ৪০ কপি প্রস্তুত এবং ২য় খসড়া প্রতিবেদনের কপি জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য ৮০ কপি দাখিল করা হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের মন্তব্য/সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পুনরায় টেকনিক্যাল কমিটির মতামত ও অনুমোদনের জন্য আইএমইডিতে ১৫ কপি পেশ করা হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য আইএমইডি'তে প্রেরণ করা এবং অনুমোদিত চূড়ান্ত প্রতিবেদন এর প্রিন্ট কপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেক্টর-৭ এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে (বাংলা-৪০ কপি ও ইংরেজি-২০ কপি) মহাপরিচালক, সেক্টর-৭, আইএমইডি বরাবর দাখিল করা হবে।

২.১৩ কর্ম-পরিকল্পনা

গত ০৬/০২/২০২২ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ, সেক্টর-৭ এর মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব) মহোদয়ের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামি ০৭/০৬/২০২২ তারিখের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নের সারণি-২.৩ এবং বারচার্ট ২.১ এ দেয়া হয়েছে।

সারণি-২.৩: সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	সময়
১)	চুক্তি স্বাক্ষর	০৬/ ০২/২০২২
২)	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল এবং খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	০৭/০২/২০২২-২০/০২/২০২২
৩)	স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	২১/০২/২০২২-০৮/০৩/২০২২
৪)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য দাখিল	০৯/০২/২০২২-১১/০৩/২০২২
৫)	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ/তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন	১২/০৩/২০২২- ২১/০৩/২০২২
৬)	সরেজমিনে পরিদর্শন/মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	২২/০৩/২০২২- ৩১/০৩/২০২২
৭)	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা এনালাইসিস ও রিপোর্টিং	০১/০৪/২০২২- ১৫/০৪/২০২২
৮)	টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য ১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল ও সভা	২৭/০৪/২০২২
৯)	১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল	২৮/০৪/২০২২-১৭/০৫/২০২২
১০)	সংশোধিত ১ম খসড়া প্রতিবেদন ২য় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন	১৮/০৫/২০২২
১১)	২য় স্টিয়ারিং কমিটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১৯/০৫/২০২২-১৪/০৬/২০২২
১২)	২য় খসড়া প্রতিবেদন জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন	১৫/০৬/২০২২
১৩)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১৬/০৬/২০২২- ১৭/০৬/২০২২
১৪)	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর ৩য় টেকনিক্যাল কমিটি সভা	১৮/০৬/২০২২
১৫)	৩য় টেকনিক্যাল কমিটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ, দাখিল ও অনুমোদন	১৯/০৬/২০২২-২৫/০৬/২০২২
১৬)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্ট ও দাখিল	২৬/০৬/২০২২-৩০/০৬/২০২২

বারচার্ট ২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

কাজের বিবরণ	কার্যক্রম আরম্ভের দিন হতে																			
	ফেব্রুয়ারী ২০২২				মার্চ ২০২২				এপ্রিল ২০২২				মে ২০২২				জুন-২০২২			
	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
চুক্তি স্বাক্ষর																				
আইএমইডি-র সাথে মিটিং																				
ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ																				
কার্ম-পরিকল্পনা তৈরি																				
পরামর্শক নিয়োগ																				
প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান																				
প্রশ্নমালা প্রণয়ন																				
প্রশ্নমালার প্রাক যাচাইকরণ																				
প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ																				
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি ও দাখিল																				
নমুনা পরিকল্পনাসহ জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন																				
টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টে সুপারিশ প্রদান																				
ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইসসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																				
উপাত্ত সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ																				
মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনা																				
উপাত্ত সংগ্রহ																				
উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকী																				
এফজিডি পরিচালনা করা																				
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																				
সংগ্রহীত উপাত্তকে পরিচ্ছন্নকরণ																				
খসড়া আউটপুট সারণি প্রস্তুতকরণ																				
খসড়া আউটপুট সারণি আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদন																				
উপাক্ত সাজানো																				
ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																				
ডাটা প্রসেসিং																				
ডাটা বিশ্লেষণ																				
১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																				
১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																				
টেকনিক্যাল কমিটির পর্যালোচনা সভায় ১ম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																				
১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও স্টেয়ারিং কমিটির জন্য দাখিল ও পর্যালোচনা																				
ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা কর্তৃক সংশোধন, অনুমোদন ও ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																				
২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালার মতামত																				
জাতীয় কর্মশালার মতামত অনুযায়ী চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন তৈরী																				
চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত																				
খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ																				
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																				

সংকেতঃ

সম্পন্নঃ

চলছেঃ

করতে হবেঃ

প্রতিবেদন দাখিল

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অর্থ বৎসর ভিত্তিক এডিপি/আরএডিপি'র সংস্থান, অর্থ-বরাদ্দ, ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পটির অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬২৯৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের এডিপি'তে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ-ছাড় ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও পর্যালাচনায় দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরডিপিপি'তে অর্থের সংস্থান রাখা হয়নি (সারণি-৩.১)।

সারণি ৩.১ এডিপি/আরএডিপি'তে অর্থ বরাদ্দ, ছাড় এবং প্রকৃত বৃয়য় ও অগ্রগতি (মে-২০২২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	ডিপিপির সংস্থান	আরডিপিপি সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের মোট ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৮-১৯	২২৮৬.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০১৯-২০	৮২৩২.৮৪	৩৭৪.৫৭৫	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	৩৭৪.৫৮ (৯৯.৮৮)	১.৪২
২০২০-২১	৮২৩২.৮৪	৬৯০৯.৯৮	৭৫০০.০০	৬৯৯৯.৭৫	৬৯০৯.৯৮ (৯২.১৩)	২৬.২৮
২০২১-২২	৪১১৬.৪২	১৫৬৬৮.০০	১৪৬৬৮.০০	১১৫৬১.০০	৯৭১৩.৫৬ (৬৬.২২)	৩৬.৯৪
২০২২-২০২৩	০.০	৩৩৪২.৪৪	---	--	--	--
মোট	**২২৮৬৯.০**	**২৬২৯৫.০০**	**২২৫৪৩.০০**	**১৮৯৩৫.৭৫**	**১৬,৯৯৮.১২ (৭৫.৪০)**	**৬৪.৬৪**

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

বিগত ২০১৯/২০ আর্থিক সালে আরডিপিপির সংস্থান ৩৭৪.৫৭৫ লক্ষ টাকা বিপরীতে এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা। এ বৎসর খরচ হয়েছে ৩৭৪.৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় অনুযায়ী খরচের অগ্রগতি ৯৯.৮৮% এবং প্রকল্পের বরাদ্দ অনুযায়ী খরচের অগ্রগতি ১.৪২%।

অনুরূপভাবে ২০২০/২১ আর্থিক সালে আরডিপিপির বরাদ্দ ছিল ৬৯০৯.৯৮ লক্ষ টাকা এবং এডিপির বরাদ্দ ছিলো ৭৫০০.০ লক্ষ টাকা, অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৬৯৯৯.৭৫ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ৬৯০৯ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ অনুযায়ী খরচের অগ্রগতি ৯২.১৩% এবং প্রকল্পের বরাদ্দ অনুযায়ী ২৬.২৮%।

চলতি ২০২১/২২ আর্থিক সালে আরডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫৬৬৮.০ লক্ষ টাকা এবং এডিপির বরাদ্দ ১৪,৬৬৮.০ লক্ষ টাকা। মে-২২ পর্যন্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে ১১,৫৬১.০ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ৯,৭১৩.৫৬ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ অনুযায়ী খরচের অগ্রগতি ৬৬.২২% এবং প্রকল্পের মোট বরাদ্দ অনুযায়ী ৩৬.৯৪%। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মে-২০২২ পর্যন্ত ৬৪.৬৪%।

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৩.২ এ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭২৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হচ্ছে ২৭.৭০%। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ১৪৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ৫৫.৭৮% নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মে-২০২২ পর্যন্ত চলতি অর্থ-বছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭১৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.৯৪%। মে-২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬৯৯৮.১২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৪.৬৪%। প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণি ৩.২ এ দেয়া হলো।

সারণি ৩.২ প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা **এবং** অগ্রগতি লক্ষ টাকায়

আর্থিক কোড	পিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক কাজ	পরিমাণ ও একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অর্জন জুন/২০২১পর্যন্ত		চলতি ২০২১-২০২২অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ-বছর মে/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত	
				আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৩২	১০০.৫৮	৪৮.৫৮	৩০	৩৯.৮১	৩০	২৯.২৫	৩০	৭৭.৮৩	৩০
৩১১১২০১	মূল বেতন	৩২	৩.০০	০০	৩০	০.০০	৩০	১.৪৫	৩০	১.৪৫	৩০
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	৩২	১.৫০	০০	৩০	০.০০	৩০	--	৩০	০০	৩০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩২	১.০০	০০	৩০	০.০৫	৩০	০.০৩	৩০	০.০৩	৩০
৩১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩২	১.৬৭	০.৭৭	৩০	০.৬০	৩০	০.৩৫	৩০	১.১২	৩০
১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩২	৪৬.৯৪	২৪.৪৪	৩০	২০.০০	৩০	১৪.২৬	৩০	৩৮.৭	৩০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩২	৩.৪০	১.৩৯	৩০	১.২০	৩০	০.৮১	৩০	২.১১	৩০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩২	১.০০	০০	৩০	০.০২	৩০	০.০২	৩০	০.০২	৩০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩২	২.০০	০০	৩০	০.০০	৩০	--	৩০	০০	৩০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩২	১৯.৭৩	৬.২৩	৩০	৫.১২	৩০	৫.১২	৩০	১১.৩৫	৩০
৩১১১৩২৬	ভ্রমন ভাতা	৩২	২.০২	০.০২	৩০	০.০০	৩০	০.২১	৩০	০.২৩	৩০
৩১১১৩২৭	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৩২	০.৫০	০০	৩০	০.০০	৩০	--	৩০	০.০০	৩০
৩১১১৩২৮	বিশ্রাম ও বিনোদন ভাতা	৩২	৫.৪৫	১.১৫	৩০	১.০০	৩০	০.৮৬	৩০	২.০১	৩০
৩১১১৩৩২	সন্মানী	৩২	৬.০০	০০	৩০	০.০০	৩০	--	৩০	০.০০	৩০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩২	২.০৪	১.০৪	৩০	০.৮০	৩০	০.৬৪	৩০	১.৬৮	৩০
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩২	২৪.৩৭	১৩.৩৬	৩০	১০.০০	৩০	৪.৭৪	৩০	১৮.০১	৩০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	০০	২.৮১	০.৮১	২৮.৮২	১.০০		০.৫১		১.২৭	৪৭.২২
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ	০০	০.০০	১৭.২৩		০.০০		--		১৭.২৩	
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	০০	২৭৪.৮৪	৯২.৮৩	৩৩.৭৭	১১০.০০		৭৩.১২		১৬৫.৯৫	৬০.৩৮
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	০০	৪.০৫	১.৮৫	৪৫.৬৭	১.৫০		০.৭২		২.৫৭	৬৯.৬৭
৩২১১১৯	ডাক	০০	০.৬৩	০.১৯	৩০.১৫	০.৪০		০.০২		০.২১	৩১.১৫
৩২১১১২০	টেলিফোন	০০	২.৩৪	০.৭৪	৩১.৬২	১.৬০		০.৮৮		১.৩২	৬০.৬২
৩২১১১১৫	পানি	০০	০.০০	০০	০০	০.০০		--		০০	০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	০০	৫.৯১	১.৯১	৩২.৩১	৩.০০		১.৫৩		২.৯৩	৪৬.৮৮
৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ব্যয়	০০	৪৬.৫৬	২৮.০৬	৬০.২৬	১০.০০		১১.৮৪		৩৯.৯	৮৫.৬৯
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০০	৪৬.৪৫	২২.৪৫	৪৮.৩১	১৭.০০		১৪.৪৬		৩৬.৯১	৭৯.৪৬
৩২১১১১১	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	০০	৮.৪০	২.৪০	২৮.৫৭	৩.০০		০.৫৩		২.৯৩	৩১.৩৭
৩২৪৪১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	০০	৪.৯৩	২.৯৮	৬০.৪৪	৩.০০		০.৬৭		৩.৬৫	৭১.৪২

আর্থিক কোড	পিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক কাজ	পরিমাণ ও একক	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অর্জন জুন/২০২১পর্যন্ত		চলতি ২০২১-২০২২অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ-বছর মে/২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি মে/২০২২ পর্যন্ত	
				আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩২৪১১০২	অভ্যন্তরীণ বদলি ব্যয়	০০	৩.০০	০০	০০	১.০০		--		০০	০০
৩২৪৩১০১	গ্যাস	০০	০.০০	০০	০০	০.০০		--		০০	০০
৩২৪৩১০২	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	০০	২১.৪০	৬.৪০	২৯.৯০	১০.০০		৫.৬০		১১.২	৫২.৩৩
৩২৫৫১০১	অফিস স্টেশনারী	০০	১১.৬৪	২.৬৪	২২.৬৮	৩.০০		৩.২২		৫.৭৩	৪৯.২২
৩২৫৫১০১	মুদ্রণ ও বাঁধাই	০০	১২.০৪	৬.০৪	৫০.১৬	৫.০০		৪.১৩		১০.১৭	৮৪.৪৬
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	০০	০.৮৪	০.২৪	২৮.৫৭	০.৫০		০.০৩		০.২৪	২৮.৫৭
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য স্ট্যাশনারী	০০	১৬.৪৩	৪.৪৩	২৬.৯৬	১০.০০		৩.৭৫		৭.৪২	৪৪.৫৪
৩২৫৭২০৬	সম্মানী	০০	২৪.৪০	১৩.৪০	৫৪.৫১	৫.০০		৪.২৩		১৪.৬৫	৭২.৩৬
৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	০০	৭.০০	৪.০৫	৫৭.৮৫	২.৯০		০.৪১		৪.২৮	৬৩.০১
৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি (নকশা, পরিদর্শন, প্রাক্কলন)	০০	৪৭০.৭৬	১৮০.৭৬	৩৮.৩৯	২৫০.০০		১৬৪.৮৮		৩৪৫.৬৪	৭৩.৪২
৩২৫৭১০৪	জরিপ (সার্ভে)	০০	৬.৯৫	৬.৯৫	১০০	০.০০		--		৬.৯৫	১০০
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য ব্যয়	০০	০.০০	০০	০০	০.০০		--		০০	০০
৩২৫৮১০১	মোটরযান	০০	২১.৯৭	১৩.২৮	৬০.৪৪	৭.৫০		২.৮২		১৫.৭৭	৭১.৭৭
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	০০	০.০০	০০	০০	০.০০		--		০০	০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	০০	১.৭৫	০.২৫	১৪.২৮	১.০০		০.২৫		০.৫০	১৬.৯১
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০০	৩.৪০	১.১৫	৩৩.৮২	১.০০		--		১.১৫	৩৩.৮২
৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	০০	২.০০	০০	০০	২.০০		--		০০	০০
৩৬৩১১৯৯	বিবিধ রক্ষণাবেক্ষণ	০০	০.০৫	০.০৫	১০০	০.০০		--		০.০৫	১০০
৪১১২১০১	মোটরযান (জীপ)	৪	১৯৮.২৭	১৯৮.২৭	১০০	০.০০		--		১৯৮.২৭	১০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	১৪	১৩.৬১	১৩.৬১	১০০	০.০০		--		১৩.৬১	১০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	০০	২০.৬৮	১৮.৭১	৯০.৪৭	০.০০		--		১৮.৭১	৯০.৪৭
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০০	৯.৯৫	৯.৯৫	১০০	০.০০		--		৯.৯৫	১০০
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন (মন্দির)	২৩৫১	২৪৮৩০.৭৫	৬৫৩৫.৯	২৬.৩২	১৪১৪০.০০	১২৩৩	৯৩৬৪.৬৮		১৫৯০০.৫৮	৬৪.০৩
	ভৌত কন্টিনজেন্সি		**০.০০**	০০	০০						
	মূল্য কন্টিনজেন্সি		**০.০০**	০০	০০						
	মোট		**২৬২৯৫.০০**	**৭২৮৪.৫৬**	**২৭.৭০**	**১৪৬৬৮.০০**	**৫৫.৭৮**	**৯৭১৩.৫৬**	**৩৬.৯৪**	**১৬৯৯৮.১২**	**৬৪.৬৪**

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৩ প্রকল্পের অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

প্রকল্পের প্রধান কাজ হলো সমগ্র দেশে বিভাগ,জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সর্বমোট ২৩৫১টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার করা। বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.৪ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে সর্বমোট ২৩৫১টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার করা। প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষাকালীন সময়ে মে-২০২২ পর্যন্ত ২৩৫১টি মন্দিরের মধ্যে ১৩৪২টি (৫৭.০৮%) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৪৫টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে এবং ৬৫০টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০%

এর নীচে। এছাড়া, ০৪টি মন্দিরের জরিপ চলমান যেগুলোর দরপত্র আহবান করা হয়নি। নিম্নের সারণি ৩.৪ এ প্রকল্পের প্রধান কাজ মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

সারণি: ৩.৪ প্রকল্পের প্রধান কাজ মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের অগ্রগতি

বিভাগ/মহানগর/পৌরসভা / জেলা সদর	উপজেলা (সংখ্যা)	মোট মন্দির সংখ্যা	টেন্ডারকৃত মন্দির সংখ্যা	১০০% সংখ্যা	৫০%(+) সংখ্যা	৫০%(-) সংখ্যা	জরিপ চলমান ও টেন্ডার না হওয়া মন্দির সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ	৮৯	৪০৪	৪০৩	২৫৫	৩৭	১১১	০১
বরিশাল বিভাগ	৪২	১৯০	১৯০	১২৯	০৮	৫৩	০০
সিলেট বিভাগ	৩৭	১৫৬	১৫৬	৯৭	২৮	৩১	০০
রংপুর বিভাগ	৫৮	২৪১	২৪১	১৬৫	১৫	৪৯	০০
রাজশাহী বিভাগ	৬৭	২৫২	২৫২	১৩৮	৬৫	৪৯	০০
খুলনা বিভাগ	৫৮	২৯৪	২৯২	১৫৪	৩৩	১০৪	০২
ময়মনসিংহ বিভাগ	৩৫	১৭৩	১৭৩	৭৭	৩৭	৫৯	০০
চট্রগাম বিভাগ	৯০	৩৫১	৩৫১	১৯১	৭১	৮৪	০০
পৌরসভা	৫৪	২০৭	২০৭	১০৯	২৯	৬৮	০০
মহানগর	১০	৮৩	৮২	২৭	২২	৩১	০১
মোট (১০টি)	৫৪০	২৩৫১	২৩৪৭	১৩৪২	৩৪৫	৬৫০	০৪

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

জরীপ চলমান ০৪টি মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রমিক নং	উপজেলা ও জেলা	মন্দিরের নাম	টেন্ডার না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
০১	দাকোপ, খুলনা	শ্রী শ্রী নিতাইগৌর সেবাশ্রম	প্রাক্কলন না পাওয়ায় দরপত্র আহবান করা যায়নি।	দ্রুত প্রাক্কলন প্রেরণের জন্য পরামর্শক ফার্মকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
০২	দাকোপ, খুলনা	লাউডোব মধ্যপাড়া সার্বজনীন শিব ও কালী মন্দির	প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মন্দিরের মূল কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী গত ৩০/০৫/২০২২ তারিখে মন্দির নির্মাণ এলাকা পরিদর্শন করেছে। মন্দির কমিটির কাছে জমির মূল কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে, কাগজপত্র পাওয়া গেলে যাচাই করে দরপত্র আহবান করা হবে।
০৩	ধনবাড়ী, টাংগাইল	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ সেবা শ্রম মন্দির	মন্দির করার মতো জায়গা নেই	মন্দিরের জন্য উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেলে টেন্ডার আহবান করা হবে।
০৪	মহানগর, সিলেট	শিব মন্দির	ডিপিপি ৭৪ এবং ডিপিপি ৭১ ক্রমিকরে মন্দিরের নাম (শিব মন্দির) একই হওয়ায় ডিপিপি ৭৪ নম্বর এর জরিপ প্রক্রিয়া চলমান এবং ডিপিপি ৭১ নম্বর মন্দিরের জরিপসহ অন্যান্য কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।	ডিপিপি এর ৭১ নং ক্রমিকের মন্দির না পাওয়ায় জরিপ, প্রাক্কলন করা সম্ভব হচ্ছে না।

একটি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য অনধিক ৩-৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় (সারণি-৩.৭) এ পর্যায়ে অনুমান করা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে চলমান সকল মন্দিরের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শেষ হবে।

৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পটির ডিপিপি /আরডিপিপি পর্যাযোলচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের অধিনে বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে (সারণি ১.৪ ও সারণি ১.৫) উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করে বিভিন্ন কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়েছে/হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্য (works), পণ্য ও সেবা ক্রয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৩.৫.১ যানবাহন ক্রয়ের অগ্রগতি

প্রকল্পটির অধীনে ২টি জীপ ও ২টি পিক-আপ ক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে মোট ১৯৮.২৭ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকল্প অফিস হতে ২টি জীপ ও ২টি পিক-আপ সরবরাহের জন্য প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড'কে গত ২০/০২/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ২টি জীপ (টয়োটা রাশ জীপ, ১৪৯৬ সিসি) ও ২টি পিকআপ (মিতঃ এল-২০০ ডাবল কেবিন পিক-আপ, ২৪৭৭ সিসি) সরবরাহের জন্য বিস্তারিত বিবরণসহ ০৩/০২/২০২০ তারিখে ১৯১.১২ লক্ষ টাকার কোটেশন দাখিল করে। অতঃপর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করে উক্ত সংস্থার অনুকূলে ১১/০২/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক ৪টি গাড়ী সরবরাহ করা হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে ১১/০৩/২০২০ তারিখে গাড়ী ৪টি গ্রহণ করে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে উক্ত সংস্থার অনুকূলে ৪টি গাড়ীর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করে ১,৮২,৮১,০৪৩ টাকা (এক কোটি বিরাশি লক্ষ একাশি হাজার তেতাল্লিশ টাকা) বিল পরিশোধ করা হয়েছে। নিম্নে যানবহান ক্রয়ের বিস্তারিত দেয়া হলো (সারণি ৩.৫)

যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২টি জীপ প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮.৪১ লক্ষ টাকার স্থলে ৯৬.০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ২.৪১ লক্ষ টাকা ২.৫% টাকা সাশ্রয় হয়েছে। অপরদিকে ২টি পিক-আপ ক্রয়ের জন্য ডিপিপিতে ৯৯.৮৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। পিক-আপ দুটি ক্রয়ে ৯৫.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ৪.৭৪ লক্ষ টাকা বা ৪.৭৫% অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। গাড়ী ৪টি আরডিপিপিতে নির্ধারিত তারিখ ২০.০২.২০২০ তারিখের মধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে এবং সরকারি নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

সারণি: ৩.৫ যানবাহন ক্রয়ের তথ্য

পর্যায়	প্যাকেজ নং	ডিপিপি (DPP) অনুযায়ী পণ্য ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	পরিমাণ ও একক	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
প্রাক্কলিত	জিডি-০১	(জীপ গাড়ি)	--	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	৯৮.৪১	০৯/০৯/১৯	২০/০২/২০
প্রকৃত	জিডি-০১	(জীপ গাড়ি)	২টি	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	৯৬.০০	০৩/০৩/২০	১১/০৩/২০
প্রাক্কলিত	জিডি -০২	(পিক-আপ)	--	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	৯৯.৮৬	০৯/০৯/১৯	২০/০২/২০
প্রকৃত	জিডি -০২	(পিক-আপ)	২টি	ডিপিএম	প্রকল্প পরিচালক	৯৫.১২	০৩/০৩/২০	১১/০৩/২০

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৫.২ ফটোকপিয়ার, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় পর্যালোচনা

প্রকল্পের অধীনে ফটোকপিয়ার, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, অফিস স্টেশনারী ও আসবাবপত্র ক্রয় কার্যক্রমের বিস্তারিত সারণি ৩.৬ এ দেয়া হলো-

সারণি : ৩.৬ প্রকল্পের অধীনে ফটোকপিয়ার, অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয়ের অগ্রগতি-

পর্যায়	প্যাকেজ নং	পণ্যের নাম	একক ও পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত খরচ (লক্ষ টাকা)	**মন্তব্য**
প্রাক্কলিত	জিডি -০৩	ফটোকপিয়ার	২	কোটেশন	৪.৩৪	৪.৩২	০.০৪% কমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে
প্রকৃত	জিডি -০৩	ফটোকপিয়ার	২	কোটেশন			
প্রাক্কলিত	জিডি -০৪	অফিস সরঞ্জাম	থোক	কোটেশন	২০.৭১	১৮.৭১	৯.৬৫% কম ব্যয় করা হয়েছে
প্রাক্কলিত	জিডি -০৫	কম্পিউটার	১২	কোটেশন	৯.২৫	৯.২১	০.৪৩% কমে ক্রয় করা হয়েছে
প্রকৃত	জিডি -০৫	কম্পিউটার	১২	কোটেশন			
প্রাক্কলিত	জিডি -০৬	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	কোটেশন	১১.৬৪	৫.৭৩	৫০.৭৭% ব্যয় হয়েছে
প্রাক্কলিত	জিডি -০৭	আসবাবপত্র	থোক	কোটেশন	৯.৯৫	৯.৯৫	প্রাক্কলিত মূল্যের শতভাগ ব্যয় হয়েছে
প্রকৃত	আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয়র সমান টাকা ব্যয় করা হয়েছে						

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

সারণি ৩.৬ হতে দেখা যায় যে, আরডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২টি ফটোকপিয়ার ০.০৪% কমে, অফিস সরঞ্জাম ৯.৬৫% কমে, কম্পিউটার ১২টি ০.৪৩% কমে ক্রয় করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত অফিস ষ্টেশনারী বাবদ ৫০.৭৭% অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায় যে, অফিস ষ্টেশনারী প্রয়োজন মোতাবেক ক্রয় করা হয়ে থাকে। তাই প্রকল্প শেষ পর্যন্ত অফিস ষ্টেশনারী বাবদ বাকি অর্থ ব্যয় হবে বলে। উল্লেখ্য যে, সকল অফিস সরঞ্জামাদির গায়ে প্রকল্পের নাম সংক্ষিপ্তভাবে লিখা হয়েছে এবং মজুদ বইতে (Stock register) উত্তোলন ও বিতরণর/ব্যবহারের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৩.৫.৩ প্রকল্পের অধীনে মন্দির সংস্কার/উন্নয়ন ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের অধীনে মন্দির সংস্কার/উন্নয়নের জন্য তিনটি প্যাকেজ, যথা উপজেলা পর্যায়ে প্যাকেজ নং ৬৪২ এর অধীনে ২০৬১টি মন্দিরের জন্য ১৯৮৪৯.০ লক্ষ টাকা (গড়ে প্রতিটির জন্য ৯.৬৩ লক্ষ), জেলা পর্যায়ে প্যাকেজ নং ৭০ এর অধীনে ২০৭ টির জন্য মোট ১৯৭৬.৭৫ লক্ষ টাকা বা গড়ে প্রতিটির জন্য ৯.৬৮ লক্ষ টাকা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্যাকেজ নং ৪৮ এর অধীনে ৮৩টি সর্বমোট ২০০৫.০ লক্ষ টাকা বা প্রতিটির জন্য ২৪.১৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি-১.৭)। প্রতিটি কাজ স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্দির সংস্কার/উন্নয়ন কাজ পর্যালোচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ক্রমে জানা গিয়েছে যে, উপজেলা পর্যায়ের মন্দির সংস্কার/উন্নয়ন কাজের জন্য প্রতিটির বাজেট ১০.০ লক্ষ টাকা, জেলা পর্যায়ে প্রতিটির জন্য ১৫.০ লক্ষ টাকা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিটির জন্য ২৫.০ লক্ষ টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনার প্রকল্প পরিচালকদের দপ্তর হতে ৬টি প্যাকেজের তথ্য CPTU এর ফরম্যাট অনুসরণে দৈব চয়ন ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য সারণি ৩.৭ প্রদান করা হলো:

সারণি: ৩.৭ মন্দির সংস্কার ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা লক্ষ টাকা

কাজের নাম ও প্যাকেজ নং	দরপত্র মূল্য		% উর্ধ্ব/নিম্ন হার	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সম্পাদনের তারিখ	সময় বৃদ্ধি	প্রাপ্ত বৈধ দরপত্রের সংখ্যা
	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১. দুর্গামন্দির , গলাচিপা, পটুয়াখালী DRHT/Bdr/POT/GALA/W-1096	২৯.৯৮	২৮.৪৮	৫% নিম্নদর	৫.৩.২০২০	১৯.১০.২০২০	২২.১২.২০২০	২৭ দিন	২৭ টি
২। DRHT/KHULNA/W-1	২৯.৯৯	২৮.৪৯	৫% নিম্নদর	৫.৩.২০২০	১৯.০৩.২০২০	৩০.৬.২০২১	২৭ দিন	২৭ টি
৩। শ্রী-নাথ মারুত্র ধাম	১৯.৯৮	১৮.৯৮	৫% নিম্নদর	০৯.৩.২০২১	২৮.৩.২০২১	২৯.৭.২০২১	-	২৪ টি
৪। বান্দুরা সার্বজনীন দূর্গা মন্দির Dhrt/Dhaka/Nawabgong- w-1234	১৯.৯৯	১৯.৯১	৫% নিম্নদর	০৩.৩.২০২১	০৭.৩.২০২১	১৩.৯.২০২১	৩০দিন	৪১
৫। কার্খিয়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির ও শিব মন্দির গোপালগঞ্জ (DRTH/Dha/Gopalgonj)	১৯.৯৯	১৮.৯৯	৫% নিম্নদর	৬.২.২০২২	২৮.২.২০২২	চলমান	-	৮
৬। সার্বজনীন হরি মন্দির, ঘাটাইল সদর, টাংগাইল DRHT/Dhaka, Tangail w-1230	৯.৯৯	৯.৪৯	৫% নিম্নদর	০৩.০৩.২০২১	৩১.৩.২০২১	১৬.১০.২০২১	-	৮

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

উপরের সারণি-৩.৭ এ উল্লেখিত কাজসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য প্রতিদিনের সংবাদ বাংলাদেশের আলো, কালের কণ্ঠ, আমাদের সময়, Dhaka Tribune, New Age ইত্যাদি, পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্য সর্বনিম্ন ৮টি হতে সর্বোচ্চ ৪১টি বৈধ দরপত্র (গড়ে প্রায় ২৫টি) পাওয়া গিয়েছে। দরপত্রসমূহ e-GP এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্রসমূহ তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি মূল্যায়ন ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছেন। দরপত্রসমূহ অনুমোদনের পর ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত ছয়টি প্যাকেজের কাজ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.০% নিম্নদরে সম্পাদন করা হয়েছে। কাজ সমাপ্তির পর কাজের পরিমাণ ও মূল্য Measurement Book উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের প্রত্যায়ন সাপেক্ষে ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। মোট ছয়টি প্যাকেজের মধ্যে তিনটি কাজের জন্য ২৭-৩০দিন পর্যন্ত যৌক্তিক কারণে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজের কাজ সম্পাদনে ৪-৭ মাস পর্যন্ত সময় ব্যয় হয়েছে। মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন ক্রয় কাজ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কাজসমূহ সরকারি বিধি-বিধান (পিপিএ-২০০৬- ও পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে বা হচ্ছে।

৩.৫.৪ কার্য ক্রয়ের কেইস স্টাডি

প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি সিপিটিইউ এর ফরম্যাট (সংযোজনী-৫) অনুসরণে সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে। নিম্নে কার্য ক্রয়ের দুইটি প্যাকেজের কেইস স্টাডি দেয়া হলো:

কেইস স্টাডি-১: DRHT/Rang/Dinaj/Birol 2/W-1256

ক্রমিক নং	বিষয়	মন্তব্য
১	প্রকল্পের নাম	"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)"
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	DRHT/Rang/Dinaj/Birol 2/W-1256 a)Dinaj-234-Construction of Dokhin Malijar Durga Mondir at Maljar under Birol Upazila, Dist-Dinajpur (Type-1B, 400sft) b) Dinaj-236-Construction of Batura Bazar Khishono Mondir at Batura under Birol Upazila, Dist-Dinajpur-(Type-1B, 400sft) c) Dinaj- 238-Construction of Kjapur Majapara Hori Mondir at Kojapur Under Birol Upazila, Dist-Dinajpur, Natt Temple, 1000 sft. Type 1C, (Without Shikara)
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	LTM
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	LTM (e-Gp)
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	✓ হ্যাঁ
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	✓ হ্যাঁ
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক কালের কণ্ঠ (০৫/০১/২২) ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) New Age (০৫/০১/২২)
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ	শুরুঃ ০৪/০১/২২ শেষঃ ২৩/০১/২২ তারিখ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	৭১টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	৭০টি
১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	০২/০২/২০২২
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ ২৩/০১/২০২২ সময়ঃ ২.০০ ঘটিকা
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	e-GP টেন্ডার
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	✓ ১. হ্যাঁ ২.না
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	২৮/০১/২০২২
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা: নাই
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা: নাই
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-	✓ হ্যাঁ

ক্রমিক নং	বিষয়	মন্তব্য
	অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	৭০ টি
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	৩১/০১/২০২২
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	০৭/০২/২০২২ তারিখ
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	২৯,৯৯,২১৩.৮৯ টাকা
২৫	চুক্তি মূল্য	২৮,৪৯,২৫৩.১৯ টাকা
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	কেয়ামনি স্টোর
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০৬/০৩/২০২২
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	৩০/০৬/২০২২
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	১৩/০৩/২০২২
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	১২/০৯/২০২২
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	চলমান
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি?	না
৩৩	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ ✓ না

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

এ প্যাকেজের আওতায় ৩টি মন্দির নির্মাণের জন্য ই-জিপিতে ২৯,৯৯,২১৩.৮৯ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৫/০১/২০২২ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইডে প্রকাশ করা হয়। যথাযথ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গত ০৭/০২/২০২২ তারিখে কেয়ামনি স্টোরকে NOA এবং ০৬/০৩/২০২২ তারিখে ২৮,৪৯,২৫৩.১৯ টাকার (প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ৫.০০% নিম্ন দরে) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হবে ১২/০৯/২০২২ তারিখে। উল্লেখ্য যে, ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ের মন্দির নির্মাণ কাজের শেষ তারিখ ৩০/০৬/২০২২ নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করা হলেও আরডিপিপিতে সংযুক্ত ক্রয় কার্যক্রম সংশোধন করা হয়নি।

কেইস স্টাডি-২:DRHT/Rang/Tha/Balia/W-1226

ক্র:নং	বিষয়	মন্তব্য
১	প্রকল্পের নাম	“সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)”
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং	DRHT/Rang/Tha/Balia/W-1226
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	LTM
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	LTM (e-Gp)
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	✓ হ্যাঁ
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	✓ হ্যাঁ
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট’এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা) দৈনিক বাংলাদেশের আলো (২৩/০১/২১) ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি) Dhaka Tribune (২৩/০১/২১)
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ	শুরুঃ ২১/০১/২১ শেষঃ ১১/০২/২১ তারিখ

ক্র:নং	বিষয়	মন্তব্য	
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	৩৬টি	
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	২৯টি	
১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	১৫/০২/২০২১	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ ১১/০২/২০২১	সময়ঃ ২.৩০ ঘটিকা
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	e-GP টেন্ডার	
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	✓ হ্যাঁ	
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	২৫/০২/২০২১	
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা: নাই	
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	৩ জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা: নাই	
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	✓ হ্যাঁ	
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	২৯ টি	
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	০৩/০৩/২০২১	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	০৭/০৩/২০২১ তারিখ	
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	১৯,৯৯,১০৬.৪৩ টাকা	
২৫	চুক্তি মূল্য	১৮,৯৯,১৫১.১০ টাকা	
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	মেঃ কামরুজ্জামান	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	২৫/০৩/২০২১	
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	৩০/০৬/২০২২	
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	০১/০৪/২০২১	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	৩১/১০/২০২১	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	৩০/০১/২০২২	
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;	হ্যাঁ (১২০ দিন- কোভিড-১৯ এর কারণে)	
৩৩	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ	
		✓ না	

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

এ প্যাকেজের আওতায় ২টি মন্দির নির্মাণের জন্য ই-জিপিতে ২৩/০১/২০২১ তারিখে ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় এবং সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইডে প্রকাশ করা হয়। প্রাক্কলিত মূল্য থেকে ৫.০% নিম্ন দরে যথাযথ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিকাদার জনাব কামরুজ্জামানের সাথে ২৫/০৩/২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষের পর কোভিড-১৯ এর কারণে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১২০দিন চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্দ্ধিত সময়ের মধ্যে মন্দির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

৩.৫.৫ সেবা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা:

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	মোট মন্দির	সংশোধিত মন্দির	মন্দির বৃদ্ধি (মূল ডিপিপি থেকে)	শতকরা ব্যয় বৃদ্ধি (মূল ব্যয় থেকে)
৪০০.০০	৪৪০.০০	৩৮০.৩৬	৪৩৭.৪১	১৮১৫টি	২৩৫১টি	৫৩৬টি	১৫%

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

প্রকল্পটির অধীনে মন্দির জরিপ, আর্কিটেকচারাল ড্রইং/ডিজাইনসহ প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য পরামর্শক সেবা ক্রয়ের জন্য আরডিপিপিতে উল্লিখিত QCBS পদ্ধতিতে গত ২৩.০১.২০২০ তারিখে "দৈনিক জনকণ্ঠ" "ঢাকা ট্রাইবুনসহ" হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্টের ওয়েবসাইটে EOI প্রকাশ করা হয়। মোট ০৮টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে EOI পাওয়া যায়। অতঃপর দাখিলকৃত EOI মূল্যায়নের জন্য ২৪.০৬.২০২০ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "সৃজনি উপদেষ্টা লি:" এর সাথে ২৬/০৮/২০২০ তারিখে নিগোসিয়েশন (Negotiation) সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত:পর ৩০/০৯/২০২০ তারিখে ১৮১৫টি মন্দিরের জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইন ও প্রাক্কলনের জন্য ৩৮০.৩৬ লক্ষ টাকায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ১৯ মাসের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়। গত ১৩/০৯/২০২১ তারিখে ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫৩৬টি মন্দির এবং ১ বছর বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প প্রথম সংশোধিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত ৫৩৬টি মন্দির নতুন করে জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান ডিজাইনসহ প্রাক্কলন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৫৩৬টি মন্দির জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইনসহ প্রাক্কলন করার জন্য সৃজনি উপদেষ্টা লিঃ এর সাথে ১৫% ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জুলাই/২০২২ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে একজন টীম লিডার (২০ জনমাস), ১জন আর্কিটেকচার (৫ জনমাস), একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার (৫জনমাস), ২জন সহকারী প্রকৌশলী (৪০ জনমাস), ৮জন রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (১৬০ জনমাস) এবং ১৬ জন ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার (২৯০ জনমাস) কাজ করছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সেবা প্রদানকারী সংস্থা নিয়োগের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হলেও ডিপিপি/আরডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২.৫ লক্ষ টাকা কম আছে।

৩.৬ লগ-ফ্রেমের আলোকে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও outputপর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আরডিপিপিতে উল্লিখিত লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও Output অর্জনের মাত্রা সারণি ৩.৭ এ দেয়া হলো-

সারণি-৩.৭ লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের অর্জনসমূহ

বর্ণনামূলক সারাংশ (Narrative Summary)	উদ্দেশ্য যাচাইযোগ্য সূচক (Objectively Verifiable Indicator)	যাচাইয়ের উপায়সমূহ (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
১	২	৩	৪
লক্ষ্য(Goal): সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধন	প্রকল্প শেষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ও সন্মানিত ট্রাস্টিগণের মতামত	--
ফলাফল পর্যালোচনা	উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা যাচাইয়ের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্ক্রমের অধীনে সুফলভোগীদের মতামত জরিপ এফজিডি, KII এবং স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে/পাবে বলে মতামত প্রদান করেছেন অনুচ্ছেদ ৩.১০, ৩.১১, ৩.১২ এবং ৩.১৩।	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, স্থানীয় সুফলভোগী, মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতির মতামত জরিপ করা হয়েছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।	লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূরণ অনুমান ডিপিপি/ আরডিপিপিতে প্রদান করা হয়নি।

উদ্দেশ্য **(Purpose/Out Come)** মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন।	প্রকল্প শেষে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বৃদ্ধি ।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমইডির মনিটরিং প্রতিবেদন।	সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার বলবৎ থাকা; সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ থাকা;
ফলাফল পর্যালোচনা	ডিপিপি/আরডিপিতে উল্লেখিত সূচকসমূহ সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট (specific) সূচক নয়। হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি, শিশু শিক্ষা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্দেশক নির্ধারণ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.১০, ৩.১১,৩.১২,এবং ৩.১৩) উক্ত ফলাফল অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।	মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমইডির মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সঠিক পাওয়া গিয়েছে	সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার বলবৎ আছে সংস্কার ও উন্নয়ণ কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে
আউটপুট **(Output)** • উপজেলা পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন • জেলা পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন • সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন।	প্রকল্প শেষেঃ ৪৭২ টি উপজেলায় ২,০৬১ টি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন; প্রকল্পের মেয়াদ শেষেঃ ৫৩টি জেলা সদরে অবস্থিত ২০৭ টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার; প্রকল্প শেষেঃ ১১টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৮৩টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমএডির মনিটরিং প্রতিবেদন।	সময়মত ডিপিপি অনুমোদন; এডিপিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা; নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল থাকা
ফলাফল পর্যালোচনা	উপজেলা পর্যায়ে ২,০৬১টি মন্দিরের মধ্যে ১,২০৬টি (৫৮.৫১%) মন্দির উন্নয়নের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯৪টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৫৫১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং ৩টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। জেলা পর্যায়ে ২০৭টি মন্দিরের মধ্যে ১০৯টি (৫২.৬৫%) মন্দির উন্নয়ন কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৬৮টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে। সিটি কর্পোরেশন/মহানগর এলাকায় ৮৩টি মন্দিরের মধ্যে ২৭টি (৩১.৩২%) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২টি মন্দিরের	মন্ত্রণালয়ের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন; আইএমইডির মনিটরিং এবং প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।	ডিপিপি সময়মত (০৫/০৩/২০১৯) তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ০১/০৩/২০১৯ তারিখ হতে করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে বরাদ্দ ও ছাড় করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

	ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৩১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং সিলেট মহানগরের ০১টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।		
ইনপুট **(Input)** • বাজেট; • জনবল; • নির্মাণ সামগ্রী; • যানবাহন ও অফিস; • যন্ত্রপাতি	প্রকল্প ব্যয়ঃ ২৬২.৯৫ কোটি টাকা। জনবলঃ ৩২ জন নির্মাণ সামগ্রী পরিমাণ মত। যানবাহন ৪টি যন্ত্রপাতি পরিমাণমত	অগ্রগতি প্রতিবেদন; অডিট রিপোর্ট; প্রকল্প পরিচালকের রিপোর্ট।	সময়মত ডিপিপি অনুমোদন; এডিপিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা
ফলাফল পর্যালোচনা	অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় করা হচ্ছে। আরডিপিপি অনুযায়ী ৩২ জনের মধ্যে ৩০ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। যানবাহন ৪টি ও যন্ত্রপাতি পরিমাণমত ক্রয় করা হয়েছে।	অগ্রগতি প্রতিবেদন; অডিট রিপোর্ট; প্রকল্প পরিচালকের রিপোর্টসমূহ সমীক্ষা দল পর্যালোচনা করে সঠিক পেয়েছে।	ডিপিপি সময়মত ০৫/০৩/২০১৯ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ০১/০৩/২০১৯ তারিখ হতে নির্ধারন করা হয়েছে। এডিপিতে যথাসময়ে অর্থ বরাদ্দ ও ছাড় করা হচ্ছে।

লগ-ফ্রেমে প্রকল্পের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য যাচাইয়ের সূচক এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণ এবং সামাজিক উন্নয়নের specific সূচকসমূহ নির্ধারণ নির্ণয় করা হয়নি।
সেবা ক্রয় ইনপুট হিসেবে লগ-ফ্রেমে প্রতিফলিত করা হয়নি। সামাজিক উন্নয়ন বলতে যে কোন সমাজের গুণগত এবং গঠনগত পরিবর্তন বুঝায়, যার ফলে সমাজের সকলের কল্যাণ, আর্থিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় ।

সমীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে ২,০৬১টি মন্দিরের মধ্যে ১,২০৬টি (৫৮.৫১%) মন্দির উন্নয়নের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯৪টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৫৫১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং ৩টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে।

জেলা পর্যায়ে ২০৭টি মন্দিরের মধ্যে ১০৯টি (৫২.৬৫%) মন্দির উন্নয়ন কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৬৮টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে।

সিটি কর্পোরেশন/মহানগর এলাকায় ৮৩টি মন্দিরের মধ্যে ২৭টি (৩১.৩২%) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৩১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং সিলেট মহানগরের ০১টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

৩.৭ প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা:

১) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন বিষয়ক পরিপত্র, ২০১৬ মোতাবেক ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা করা হয়নি। যার ফলে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের চাহিদা ও উপযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

২) প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি হলেও এ বিষয়ে আরডিপিপিতে সরাসরি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

৩) ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী সমগ্র দেশে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের জন্য মাত্র ৩২ জন জনবল নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৪ জন কারিগরি জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের গুণগত মান তদারকির জন্য উক্ত জনবলের সংস্থান অনেক কম প্রতীয়মান হচ্ছে।

৪) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও আরডিপিপিতে সংশোধিত ক্রয় কার্যক্রম পরিকল্পনা দেয়া হয়নি।

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন প্রতিবেদন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। এছাড়া, Needbase প্রাক্কলন প্রস্তুত না করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মহানগর, জেলা ও উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের জন্য থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে (মহানগর পর্যায়ে ২৫ লক্ষ, জেলা পর্যায়ে ২০ লক্ষ ও উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে ১৫ লক্ষ টাকা)। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে Needbase প্রাক্কলন প্রস্তুত করা বাঞ্চনীয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিষয়াদি নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত ২জন প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে পূর্ণদায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটি ০১ মার্চ ২০১৯ তারিখ হতে বাস্তবায়ন শুরু হলেও প্রকল্প পরিচালক প্রায় ৪ মাস বিলম্বে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ, দায়িত্ব পালনের সময় ইত্যাদি নিম্নের সারণি ৩.৮ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩.৮ পরিচালক নিয়োগ ও দায়িত্ব পালনের সময়

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বের প্রকৃতি	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা
				হইতে	পর্যন্ত	
০১	জনাব রণজিৎ কুমার	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অতিরিক্ত সচিব	প্রেষণে পূর্ণকালীন	০৭-০৮-২০১৯	২৩-১২-২০২১	না
০২	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যুগ্ম-সচিব	ঐ	২৩-১২-২০২১	বর্তমান সময়	না

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

৩.৮.২ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আরডিপিপিতে মোট ৩২ জন জনবল নিয়োগ দেয়ার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৩০ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ২জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। জনবল নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণী নিম্নে দেয়া হয়েছে।

সারণি- ৩.৯ প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	যোগদানের তারিখ	নিয়োগের ধরণ
১	প্রকল্প পরিচালক	০৭-০৮-১৯	প্রেষণে
২	উপ-প্রকল্প পরিচালক	১৩-১১-১৯	প্রেষণে
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী-১	০৫-০১-২০	প্রেষণে
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী-২	৩০-১২-১৯	প্রেষণে
৫	সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
৬	সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
৭	সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
৮	সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
৯	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১১-০৩-২০	প্রেষণে
১০	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১১	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	যোগদানের তারিখ	নিয়োগের ধরণ
১২	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৫	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৬	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৭	হিসাবরক্ষক	২৪-০৬-২০	প্রেষণে
১৮	সহকারী হিসাবরক্ষক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
১৯	কম্পিউটার অপারেটর	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২০	কম্পিউটার অপারেটর	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২১	ড্রাইভার	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২২	ড্রাইভার	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৩	ড্রাইভার	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৪	ড্রাইভার	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৫	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৬	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৭	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৮	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
২৯	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং
৩০	অফিস সহায়ক	০১-০৩-২০	আউটসোর্সিং

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক, ২ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং হিসাবরক্ষক প্রেষণে এবং অবশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৩০ জনের মধ্যে মাত্র ১৪ জন কারিগরি জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ জন প্রেষণে এবং অবশিষ্ট জনবল আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল অপ্রতুলতার কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু তদারকি ব্যাহত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৮.৩ প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিতে তিন মাস অন্তর পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। বাস্তবে প্রকল্পের অধীনে পিআইসি ও পিএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি পিএসসি সভা এবং ৯টি পিআইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং সভাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে। পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভাসমূহ, অনুষ্ঠানের তারিখ, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নে সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.১০-পিআইসি ও পিএসসি সভা সংক্রান্ত

সভার নাম	লক্ষ্যমাত্রা		সময়ের ধরন		প্রকৃত অর্জন (জুন-২০২১ পর্যন্ত)	চলতি ২০২১-২০২২ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	চলতি ২০২১-২০২২ বছরের অর্জন	মোট অর্জন
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পিআইসি সভা	১৩	১৩	৩ মাস অন্তর	৩ মাস অন্তর	০৭	০৪	০২	০৯
পিএসসি সভা	১৩	১৩	৩ মাস অন্তর	৩ মাস অন্তর	০৬	০৪	০৪	১০

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	পিএসসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্ত বাস্তবানের পদক্ষেপসমূহ
০১	১১/১১/২০১৯	১. বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা দ্রুততার সাথে চলতি অর্থবছরে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	১. বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা দ্রুততার সাথে উক্ত কাজ শুরু করা হয়েছে।
০২	২৩/০২/২০২০	২. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত জেলা, উপজেলা মন্দির মনিটরিং এর জন্য প্রস্তাবিত কমিটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হলো। বিধি মোতাবেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করতে হবে। ৩. প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্যাকেজ সংখ্যা বাড়াতে হলে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্যাকেজ সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং সংশোধিত ডিপিপিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	২. মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে এবং জেলা, উপজেলা ও সংশ্লিষ্ঠ মন্দির কমিটিসমূহের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়েছে। ৩. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ০৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	২৮/০৬/২০২০	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. প্রকল্পের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয়ের পরিবর্তে ডিপিপি সংশোধনকালীন পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতিক্রমে সংশোধিত ডিপিপিতে ভ্রমণভাতা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। ২. আগামী ফেব্রুয়ারী/২০২১ ডিপিপি সংশোধনকালীন ভ্রমণভাতা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৪	০৮/১০/২০২০	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. ২০২০-২১ অর্থ বছরে ADP-তে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। ২. ২০২০-২১ অর্থ বছরে ADP-তে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ছাড়ের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।
০৫	০২/০২/২০২১	১. প্রকল্পের বর্তমান কর্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে হবে। ২. প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত প্যাকেজ সংখ্যা বাড়াতে হলে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্যাকেজ সংখ্যা ৫০০ এর অতিরিক্ত ৭০টি বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	১. প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার কার্যক্রম চলমান। ২. প্যাকেজ সংখ্যা ৫০০ এর অতিরিক্ত ৫৬টি বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি সংশোধনে প্রতিফলন পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
০৬	১৩/০৬/২০২১	১. প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ঠিক রেখে (২২৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ৯৫টি মন্দির ও এর বিপরীতে ৩২টি প্যাকেজ সংযোজন করত: প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করতে হবে। ২. সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ঠিক রেখে (২২৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা) অতিরিক্ত ৯৫টি মন্দির ও এর বিপরীতে ৩২টি প্যাকেজ সংযোজন করত: প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম চালমান আছে। ২. প্রকল্প পরিচালক ও সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভাকে অবহিত করবেন।
০৭	২০/০৬/২০২১	১. ১৫% ব্যয় বৃদ্ধিপূর্বক ৩৪৩০.৩৫ লক্ষ টাকা দ্বারা প্রায় ৩৪০টি মন্দির সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম এবং ৫৫৬টি প্যাকেজের অতিরিক্ত ১৫০টি প্যাকেজ বৃদ্ধির	১. ০৯/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখ ডিপিপি সংশোধন করা হয় এবং সভায় সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিফলন ঘটানো

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	পিএসসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্ত বাস্তবানের পদক্ষেপসমূহ
		সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. সংশোধিত ডিপিপিতে ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।	হয়েছে।
০৮	২৮/১০/২০২১	১. কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও চলমান রয়েছে।
০৯	০৯/০২/২০২২	১. কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২. স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় ট্রাস্টি এবং প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণের সাহায্য নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।	১. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২. স্থানীয় ট্রাস্টিদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।
১০	২৮/০৪/২০২২	১. কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টিদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের নিয়ে অবিলম্বে একটি সভা করে বর্তমান অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ ০১টি ফলোআপ প্রকল্প আনার বিষয়ে আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নিয়ে সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২) মিটিং আয়োজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পিআইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	পিআইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপসমূহ
০১	১৪/১০/২০১৯	১. উপস্থাপিত খসড়া কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো। ২. কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদিত। ২. সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
০২	২১/১০/২০১৯	১. উপজেলা পর্যায়ে ৫০০টি, জেলা পর্যায়ে ৮০টি এবং বিভাগীয় ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫৭টি মন্দিরের সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের প্রক্রিয় শুরু করতে হবে। ২. গাড়ী ক্রয়ের সমুদয় অর্থ চলতি অর্থ বছরে ব্যয়ের প্রস্তাব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৩. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয়ে অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুযায়ী দরপত্র আহবান করতে হবে।	১. দরপত্র আহবানের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭৩টি প্যাকেজে ২৩৭টি মন্দিরের দরপত্র ই-জিপির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ২. প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৩. পিপিআর ২০০৮ অনুসারে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে ইওআই প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষ সময়সীমা ১৩/০২/২০২০ খ্রি: ২.০০ ঘটিকার মধ্যে মোট ০৮টি (আট) EOI আগ্রহী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে পাওয়া গেছে।
০৩	১০/০২/২০২০	১. প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং ও সুপারভিশন কমিটি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি গঠন এবং মনিটরিং ও সুপারভিশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	তারিখ	পিআইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদক্ষেপসমূহ
০৪	২২/০৬/২০২০	১. পরিস্থিতি অনুকূলে আসার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুয়াযী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	১. ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৩৮টি প্যাকেজের দরপত্র আহব্বান করা হয়েছে। যার মূল্যমান ৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে ১০০টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে এর মূল্যমান ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।
০৫	২৯/১০/২০২০	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। ২. নির্ধারিত অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আগামী ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম চলছে। ২. কর্ম পরিকল্পা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা স্মারক নং ১৬.০৫.০০০০.১০৩.১৮.০০১.১৯.১৪১ তারিখ ০৭/০৭/২০২০ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬	০৩/০১/২০২১	১. সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম চলছে।
০৭	২৪/০৫/২০২১	১. পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের স্মারক: ২০.০২.০০০০.০১৩.১৪.০০৯.২০১৮/৩৭৩, তারিখ ০৭ জুলাই, ২০২০ এর চিঠির প্রেক্ষিতে প্যাকেজ সংখ্যা ১৫৯টি থেকে ৫০০টিতে বৃদ্ধিকরণের অনুমোদন পাওয়া যায়। ২. প্রকল্পের শুরুতে আউটসোসিংয়ের জন্য অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ ছিল না। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে হায়ারিং চার্জ (৩২১১১০৭) হতে আউটসোসিং-এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তিতে হায়ারিং চার্জ (কোড-৩২১১১০৭) এর স্থলে আউটসোসিং (কোড-৩২১১১৩১) এর ব্যয় খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থসামাজিক অবকাঠামো বিভাগের ৭ জুলাই, ২০২০ চিঠির মাধ্যমে অনুমোদন পাওয়া যায় ।	১. ০৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। ২. ০৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।
০৮	০৫/১০/২০২১	১. প্রকল্পের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	১. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করার কার্যক্রম চলছে।
০৯	১৯/০৫/২০২২	১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. দ্রুত টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ে সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২. টেন্ডার আহবান কার্যক্রম চলমান।

উৎসঃ প্রকল্প অফিস

পর্যালোচনা: প্রকল্পটি ০৫/০৩/২০২১৯ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পের ১ম পিএসসি সভা গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে (প্রায় ৮ মাস পর)। দেখা যায় যে, অতঃপর প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০টি পিএসসি সভা এবং ০৯টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.৮.৪ আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন ও সুপারিশ

আইএমইডি'র সেক্টর-৭ কর্তৃক গত ২৪, ২৫ ও ৩০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ তরিখে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন পূর্বক নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১. প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ১৪ মাস এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবশিষ্ট আছে ৮৫%। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

২. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও সংস্কারকৃত মন্দিরের কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করণে বাস্তবায়নকরী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে মনিটরিং করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

৩. Project Management Information System (PMIS) এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য আপলোড ও নিয়মিত আপডেট রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

৪. চলতি বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (আইএমইডি/০৫ ও আইএমইডি/০৩ ছকে) নিয়মিত ভাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

৫. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল মালামাল ও আসবাবপত্রসমূহ প্রকল্পের নাম, প্রাপ্ত সাল উল্লেখপূর্বক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬. পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৪৬ (১) অনুযায়ী অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

৭. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো;

৮. চলতি এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়পূর্বক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

প্রকল্প অফিস সূত্রে জানা যায়, আইএমইডি'র সুপারিশসমূহ অনুসরণ করে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকরী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয় নির্মাণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং করছেন, Project Management Information System (PMIS) এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য আপলোড ও নিয়মিত আপডেট রাখা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি (আইএমইডি/০৫ ও আইএমইডি/০৩ ছকে) নিয়মিত ভাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডিতে প্রেরণ এবং নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল মালামাল ও আসবাবপত্রসমূহে প্রকল্পের নাম, প্রাপ্ত সাল উল্লেখপূর্বক রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আইএমইডি'র সুপারিশ অনুসরণে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আপত্তিসমূহ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

৩.৮.৫ অডিট আপত্তি পর্যালোচনা

সরকারি নিরীক্ষা কমিটি ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ৪টি অডিট আপত্তি প্রদান করেছেন। অডিট আপত্তিসমূহ এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিস/নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
২০২০-২০২১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর সরকার নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায়	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, হাতিরপুল, ঢাকা এর ২০১৯-২০২১ অর্থ বছর প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর সরকার নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৩,৬৩১/- টাকা।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ বিলের উপর প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ সংশ্লিষ্ট পত্রিকাসমূহ হতে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করা হচ্ছে । আপত্তিকৃত সকল সার্ভিস চার্জ সংগ্রহের পর সরকারি কোষাগারে জমাকরত: জানানো হবে।	ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়নি।	নিস্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিস/নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
	সরকারের ৫৩,৬৩১/- (তিপ্পান্ন হাজার ছয়শ একত্রিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	উক্ত প্রকল্পটির বিভিন্ন প্রচার ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর সরকার নির্ধারিত ২.০% হারে সার্ভিস চার্জ কর্তন করা হয়নি। বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা বৃহঃ মে, ২৯,২০০৮ মোতাবেক প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর ২% হারে সার্ভিস চার্জ কর্তন করতে হবে। **অনিয়মের কারণ:** বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা বৃহঃ মে, ২৯,২০০৮ এর লঙ্ঘন। **নিরীক্ষা মন্তব্যঃ** জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়; বর্ণিত প্রজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত টাকার উপর ২% হারে সার্ভিস চার্জ কর্তন করতে হবে। **নিরীক্ষা সুপারিশঃ** আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমানক নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করবার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।			
২০২০-২০২১	নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করে অনিয়মভাবে ব্যয় ১,৮৯,১৯,০০০/- (এক কোটি উননব্বই লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা।	প্রকল্প পরিচালক, সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ১,৮৯,১৯,০০০/-টাকা। সিপিডব্লিও এ কোডের বিধি ৩২ (এ) মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন ব্যয় করা যাবে না। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনু বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১); তারিখঃ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এর ৫(গ) অনুযায়ী বাজেটে বিভিন্ন কোডের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রকৃত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন না করে ১,৮৯,১৯,০০০/-টাকা। অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। **অনিয়মের কারণ:** সিপিডব্লিও এ কোডের বিধি ৩২(এ) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অণু বিভাগের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১); তারিখঃ১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: এর ৫(গ) এর লঙ্ঘন । **জবাব যথাযথ নয়;** বরাদ্দপত্র ছাড়া ব্যয় কাম্য নয়। **নিরীক্ষা সুপারিশঃ** ব্যয়োত্তর প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।	বিদ্যমান আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী আর্বতক ও মূলধন উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থনৈতিক কোর্ড রেঞ্জের মধ্যে পুনঃউপযোজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রধান ক্ষমতাবান। অর্থ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগের ১৯/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৫১১ নং স্মারকের মাধ্যমে দেখা যায় যে, আবর্তক ব্যয় থেকে মূলধন ব্যয় কিংবা মূলধন ব্যয় থেকে আবর্তক ব্যয়ে পুন:উপযোজনের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। অত্র প্রকল্পের কোন ব্যয়ই আবর্তক ব্যয় থেকে মূলধন ব্যয় বা মূলধন ব্যয় থেকে আবর্তক ব্যয়ে পুন:উপযোজন করা হয়নি। প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থসালে আবর্তক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫৫৭.৬৪ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ২৭৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং আবর্তক খাতে ব্যয় হয় ৮৮.২৭ লক্ষ টাকা। মূলধন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৪৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১৭২১.১৮ লক্ষ টাকা এবং মূলধন বাবদ ব্যয় হয় ২৮৬.৩১ লক্ষ টাকা। একইভাবে প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থসালে আবর্তক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ৫০৭.০৬ লক্ষ টাকা এবং আবর্তক খাতে ব্যয় হয় ৪১৯.৮০ লক্ষ টাকা। মূলধন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ৬৪৯২.৬৯ লক্ষ টাকা এবং মূলধন বাবদ ব্যয় হয় ৬৪৯০.১৮ লক্ষ টাকা। প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে পুন:উপযোজন করা হয়েছে।	ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়নি।	নিষ্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিস/নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
			তাই আপত্তিকৃত অর্থ কোনভাবেই বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে না মর্মে অত্র প্রকল্পের সাথে জড়িত আপত্তিটির অংশটুকু নিষ্পত্তিযোগ্য।		
২০২০-২০২১	অনুমোদিত Roof Slab এর উপর 38 mm Thick (1:1:5:3) cement concrete এর কাজ উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এম বিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের অনিয়মিত ব্যয় ৩৮,১১৭ (আটত্রিশ হাজার একশত সতেরো) টাকা	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প এর ২০১৯-২০২১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কালে শ্রী শ্রী কৃপাময়ী কালি মন্দির, জয়দেবপুর বাজার এ অনুমোদিত Roof Sale এর উপর 38 mm Thick (1:1:5:3) cement concrete এর কাজ উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও এম বিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৮,১১৭/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়। উক্ত চুক্তির কাজের বিল ভাউচার, এম বি নকশা, BOQ যাচাই কালে দেখা যায় যে, MB নং ২৪৪ পিঃ২৪৪ বিল আইটেম নং তে T9 no.63 Roof Slab এর উপর 38 mm Thick (1:1;5:3) Rcc এর (11.50*7.60)=87.40 sqm এর কাজ এমবিতে রেকর্ড করে প্রতি ব.মি. ৬৭৩.৯৪ টাকা হিসাবে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। যা সঠিক নয়। কারণ অনুমোদিত নকশা শীট নং 05/06 dt: oct/2020 এ Top Roof Slab উক্ত কাজের উল্লেখ্য নেই। কাজেই নকশা বহির্ভূত কাজ করাইয়া ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৮,১১৭/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়। **অনিয়মের কারণঃ** অনুমোদিত নকশা শীট নং 05/06 dt; oct/2020 এ Top roof slab উক্ত কাজের উল্লেখ্য নেই **নিরীক্ষা মন্তব্য:** প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশনে থাকলেও নকসায় থাকতে হবে। কেননা নকশা করণের পরই প্রাক্কলন করা হয়। **নিরীক্ষা সুপারিশ:** প্রমানকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক নতুবা সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য।	কাজের নাম :-(১) শ্রী শ্রী কৃপাময়ী কালী মন্দির (২) শ্রী শ্রী ইন্দ্রেশ্বর শিব মন্দির মহাশ্মশান (৩) মাধববাড়ি শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মন্দির Tender ID- 517830 কাজ বাস্তাবায়নের এলকা -গাজীপুর মহানগর package No-DRHT/Dha/Gazirpur/Mohanagor/w-1148 উপরি উল্লিখিত প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য-e-gp পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় এবং Evaluated Lowest Responsive bidder M/S s.s Enterprise কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং যথারীতি কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্যাকেজটির আওতায় তিনটি মন্দিরের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গত ২৫/১১/২০২১ইং তাং উক্ত প্যাকেজের ৬৩নং আইটেমের বিষয়ে অডিট আপত্তি দেওয়া হয় (কপি সংযুক্ত) আপত্তিতে উল্লেখ করা হয় SL NO-63 তে 38 mm thick Roof top cement concrete screed -আইটেম টি প্রাক্কলনে অন্তভুক্ত না থাকলেও MB NO-224 page No-10 এ লিপিবদ্ধ করে ঠিকাদার কে 11.50x7.60=87.40m2 বিল প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের অনুমোদিত প্রাক্কলনের SL NO-63তে (Item coad no5:12.15)38 mm thick on an average Roof top cement concrete screed in propontion (1:1.5:3) অনুমোদিত প্রাক্কলনে অন্তভুক্ত আছে 56.55 বর্গমিটার । প্রতিবর্গমিটার 673.94 দর হিসাবে অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য 56.559x673.94=Tk38117.37	ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়নি।	নিস্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিস/নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
			2। (প্রাক্কলন ও BOQ সংযক্ত)। MB No-244 page No-10 এ উক্ত কাজের বিল পরিশোধের জন্য 11.50x7.60=87.40 বর্গমিটার বিল রেকর্ড করা হয়। কিন্ত 87.40 বর্গমিটার BOQ এর অতিরিক্ত হওয়ার BOQ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে 56.559m2 x673.94= 38117.372 টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। উক্ত Roof top cement concrete screed প্রাক্কলনের পরিমান 56.553 বর্গমিটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সরকারের কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি। MB এর ছায়াকপি সংযুক্ত। উক্ত জবাবের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ হলো।		
২০২০-২০২১	আর্থ খনন ব্যতিরকে বেজফুটিং এর কাজ না থাকা সত্ত্বেও এমবিতে Rcc coloum, Rcc Roof slab সহ অন্যান্য কাজের মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৪,৯৯,০১৪ (চৌদ্দ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চৌদ্দ) টাকা অনিয়মিত ব্যয়	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প এর ২০১৯-২০২১ অর্থ বছরের এর কিশোরগঞ্জ-১৬ শ্রী শ্রী কালি বাড়ী বিডিং এর নির্মাণ কাজে আর্থ খনন ব্যতিরেকে বেজফুটিং এর কাজ না থাকা সত্ত্বেও এমবিতে Rcc coloum, Rcc Roof slab সহ অন্যান্য কাজের মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ব্যয় ১৪,৯৯.০১৫/৫৬ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। উক্ত কাজের এমবি যাচাই-কালে দেখা যে, এমবি নং-২৩৮ এমবি পৃষ্ঠা নং-২-৬ পর্যন্ত বিল আইটেম নং T-9; 1-5 বিভিন্ন কাজের মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে যা সঠিক নয়। কারণ উল্লেখিত কাজ করার পূর্বে earth excavation, base footing এর কোন কাজ করা হয় নাই। উক্ত কাজ ব্যতিরেকে Rcc coloum, Rcc Roof slab, F Beam ইত্যাদিসহ রড এর কাজ করার সুযোগ নাই। তথাপিও উল্লেখিত কাজের মাপ এমবিতে রেকর্ড করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৪,৯৯,০১৪/-টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। জিএফ আর ১০ অনুযায়ী একজন দূরদর্শী ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সকল সরকারি কর্মকর্তা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা অবলম্বন না করে ১,৬৯,০০০.০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষিতে উক্ত কাজ হয় নাই বলে প্রতীয়মান হয়। **অনিয়মের কারণ:** জিএফ আর ১০ এর লঙ্ঘন।	কাজের নাম :- কিশোরগঞ্জ -14 বত্রিশ শ্মশান ঘাট, আমলিতলা, কিশোরগঞ্জ -15 শ্যামসুন্দর আখড়া, স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ-16 শ্রী শ্রী কালী বাড়ী, কিশোরগঞ্জ সদর। Tender ID- 515470 কাজ বাস্তাবায়নের এলকা -কিশোরগঞ্জ পৌরসভা। package No-DRHT/Dha/Kishor Pourash/W-1140 উপরি উল্লিখিত প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য-e-gp পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয় এবং Evaluated Lowest Responsive bidder M/S Sathi Traders-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং যথারীতি কাজ সম্পাদিত হয়। শ্রী শ্রী কালিবাড়ী মন্দিরের ভিতরে বিদ্যমান হলরুমের দ্বিতীয় তলার কাজ অর্থাৎ হল রুমের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণসের জন্য মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন পাওয়া যায় (আবেদনের কপি সংযুক্ত)। বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখি সংম্প্রসারন (2য় তলার) কাজে মাটি খনন করার কোন প্রয়োজন হয়নি। তাই মাটি খনন, বেইজ ঢালাই প্রাক্কলনে	ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়নি।	নিস্পত্তি হয়নি।

অর্থ-বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিস/নির্বাহী প্রকৌশলীর জবাব	ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভার সিদ্ধান্ত	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায়
		নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব যথাযথ নয় কেননা earth excavation, Base footing ব্যতীত উল্লেখিত কাজ করার সুযোগ নাই। **নিরীক্ষা সুপারিশ:** অতিরিক্ত সম্পাদিত কাজের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমানক নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।	অন্তভূক্ত করা হয়নি । 14,99,014/56 টাকা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরনে বিধি মোতাবেক ব্যয়িত হয়েছে। উক্ত জবাবের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির অনুরোধ হলো।		

তথ্য সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

নিরীক্ষা আপত্তির জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট অডিট দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। দ্রুত ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৯ মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অগ্রগতি ফলাফল এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৯.১ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট পর্যালোচনা

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের সকল ক্ষেত্রেই ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে। বেশিরভাগ ল্যাব টেস্ট জেলা পর্যায়ে এলজিইডি'র ল্যাবে এবং হবিগঞ্জ পৌরসভা মন্দিরের ল্যাব টেস্ট হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে করা হয়েছে। সকল ল্যাব টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। দৈব চয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত সিলিন্ডার টেস্টের ৪টি এবং বালি টেস্টের ৩টি ফলাফলের অনুলিপি এবং বিস্তারিত ফলাফল সারণি ৩.৯.১ এ প্রদান করা হয়েছে:

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
TANGAIL
SIEVE ANALYSIS (FM of sand)

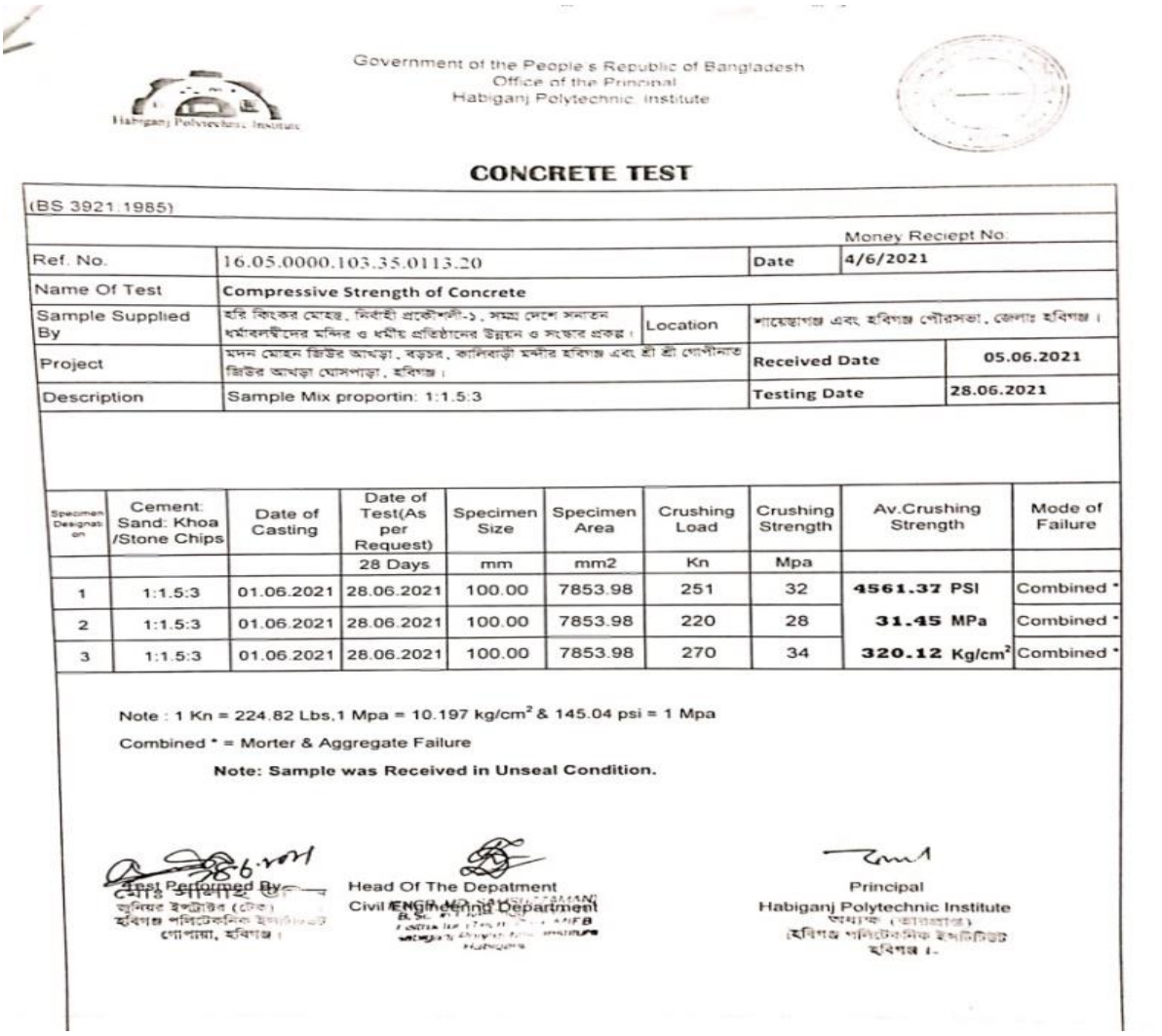
Client : নির্বাহী প্রকৌশলী-১, সমগ্র দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প
Ref. No. & Date : 16.05.0000.103.35.0119.20.354(1) Date= 13/12/2020
Name of Contractor : M/S S.F Enterprise.
Name of work : Const. of 1) Singjuri Kali Mondir,Mirzapur . 2) Gour Nitai Asram,Zamurki.
3) Shree Shree Loknath baba's Asram, Andhora, Mirzapur,Tangail.
Contract No. & Project : মান্দর ও ধর্মীও প্রাতষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প।
Sampl by & Date : XEN(Hindu Kallan Trust),04/10/21
Quantity collected from field : 10 Kg
Location : Site Date of Test : 05-01-21
Materials description : Course Sand
Purpose of Use : For RCC work. Lab. Regis. No.: EE/TANG./Lab-20/FM/705

SIEVE SIZE		WEIGHT OF RETAINED	PERCENTAGE RETAINED	CUMULATIVE PERCENT RETAINED	PERCENTAGE PASSING	SPECIFICATIONS
Inch	mm	(gm)				
3/4	19.00	0.00	0	0	100	2.50
3/8	9.50	0.00	0	0	100	
#4	4.75	0.00	0	0	100	
#8	2.36	5.00	1.83	1.83	98.17	
#16	1.18	48.00	17.58	19.41	80.59	
#30	0.600	158.00	57.88	77.29	22.71	
#50	0.300	35.00	12.82	90.11	9.89	
#100	0.150	15.00	5.49	95.6	4.4	
# 200	0.075	11.00	4.03	99.63	0.37	0-6
Pan		1.00	0.37	100		
Total wt.		273.00				

Applicable Only for Supplied Sample

FM= 2.84 Amount of silt and clay = 0.37 %
TESTED BY:- LT(PSRB).LGED,Tangail.
Comments of the Laboratory In-charge : OK.

18/01/21 Lab-Technician (PSRB) LGED,Tangail.
18.1.21 Lab-Technician LGED,Tangail.
18.1.21 Assistant Engineer LGED,Tangail.
Sr.Assistant Engineer LGED,Tangail.



Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Principal
Habiganj Polytechnic Institute

CONCRETE TEST

(BS 3921:1985)

Money Reciept No.

Ref. No.	16.05.0000.103.35.0113.20	Date	4/6/2021
Name Of Test	Compressive Strength of Concrete		
Sample Supplied By	হরি কিংকর মোহন্ত, নির্বাহী প্রকৌশলী-১, সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প।	Location	শায়েস্তাগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ পৌরসভা, জেলাঃ হবিগঞ্জ।
Project	মদন মোহন জিউর আখড়া, বড়ঘর, কালিবাড়ী মন্দীর হবিগঞ্জ এবং শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর আখড়া ঘোসপাড়া, হবিগঞ্জ।	Received Date	05.06.2021
Description	Sample Mix proportin: 1:1.5:3	Testing Date	28.06.2021

Specimen Designation	Cement: Sand: Khoa /Stone Chips	Date of Casting	Date of Test(As per Request)	Specimen Size	Specimen Area	Crushing Load	Crushing Strength	Av.Crushing Strength	Mode of Failure
			28 Days	mm	mm2	Kn	Mpa		
1	1:1.5:3	01.06.2021	28.06.2021	100.00	7853.98	251	32	**4561.37 PSI**	Combined *
2	1:1.5:3	01.06.2021	28.06.2021	100.00	7853.98	220	28	**31.45 MPa**	Combined *
3	1:1.5:3	01.06.2021	28.06.2021	100.00	7853.98	270	34	**320.12 Kg/cm²**	Combined *

Note : 1 Kn = 224.82 Lbs,1 Mpa = 10.197 kg/cm² & 145.04 psi = 1 Mpa

Combined * = Morter & Aggregate Failure

Note: Sample was Received in Unseal Condition.

Test Performed By
Head Of The Depatment
Civil Engineering Department
Principal
Habiganj Polytechnic Institute

চিত্রঃ ল্যাব টেস্টের রিপোর্টসমূহ

সারণি ৩.৯.১ ল্যাব টেস্টের ফলাফল

স্যাম্পল এর নাম	টেস্টের নাম	প্রাপ্ত ফলাফল	মন্তব্য
Cylinder [mix proportion (as quoted): 1:1.15:3	Compressive Strength of Concrete	Average Crushing Strength **4561 psi**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
Course Sand	Gradation of Aggregates	Fineness Modules **2.50**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
Crushed Stone (Stone Chips)	Gradation of Aggregates	Fineness Modules **7.50**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
Course Sand	Sieve Analysis of Sand	Fineness Modules **2.55**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
Cylinder [mix proportion (as quoted): 1:1.15:3 Aggregate Type: Stone Chips	Compressive Strength of Concrete	Average Crushing Strength **4361 psi**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক

স্যাম্পল এর নাম	টেস্টের নাম	প্রাপ্ত ফলাফল	মন্তব্য
Cylinder [mix proportion (as quoted): 1:1.15:3 Aggregate Type: Stone Chips	Compressive Strength	Average Crushing Strength **4009 psi**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
Crushed Stone (Stone Chips)	Los Angeles Abrasion Value	Los Angeles Abrasion Value **26%**	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
M.S. BARS	TEST OF DEFFORMED M.S. BARS [ASTM A 615M-16]	Average Tensile Strength (TS) **665** (97000 psi)	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক
M.S. BARS	TEST OF DEFFORMED M.S. BARS [ASTM A 615M-16]	Average Tensile Strength (TS) **690** (99500 psi)	প্রাপ্ত ফলাফল সন্তোষজনক

টেস্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে, Sample গ্রহণের সময় Unsealed Condition অবস্থায় ছিল। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ল্যাবে নেয়ার পূর্বে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারী খুলে দেখেন মূলত সব সঠিক রয়েছে কিনা যার জন্য যখন Sample ল্যাবে নেয়া হয় তখন Unsealed Condition অবস্থায় পাওয়া যায়। Testing of Compressive Strength for C.C Cylinder ল্যাব টেস্টের প্রাপ্ত ফলাফল Avg. Crushing Strength (psi) 4561.37, 4615.78, 4361, 4009 পাওয়া গিয়েছে, এ ক্ষেত্রে Avg. Crushing Strength কিছুটা কম তবে গ্রহণযোগ্য। বালির ল্যাব টেস্ট Fineness Modules (F.M) ২.৫০, ২.৫২, ২.৭৪ পাওয়া গিয়েছে যা সন্তোষজনক। রেইনফোর্সমেন্ট এর Deformed M.S.BARS (ASTM A 615M-16) টেস্ট রিপোর্টের Average Tensile Strength (TS) সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে।

৩.৯.২ সরেজমিনে ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা

চলমান কাজের ভৌত পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নির্মাণ উপকরণ এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং ড্রইং এ যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রয়েছে। প্রকল্প অফিস কর্তৃক জানা যায়, মন্দির কমিটির চাহিদার ভিত্তিতে ড্রইং/ডিজাইন করা হয়েছে/হচ্ছে।



চিত্রঃ ড্রইং পর্যালোচনা- **২১.০৩.২২ খ্রিঃ**

৩.৯.৩ সরেজমিনে মন্দির পরিদর্শনের ফলাফল

১) শ্রী শ্রী শিব-সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, শিববাড়ী, হিজুলী, মানিকগঞ্জ

সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ডিজাইন অনুযায়ী মন্দির নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। মন্দিরটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি হয় ৯,৪৯,৫৪৪.১৯ টাকা। মূলত মন্দির কমিটির চাহিদার ভিত্তিতে মূল মন্দিরের পাশে আরেকটি নতুন মন্দির স্থাপনের জন্য প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে গ্রাউন্ডফ্লোর, কলাম এবং সিঁড়ির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ মন্দির কমিটি কর্তৃক শেষ করা হবে বলে জানা যায়।



চিত্রঃ বরাদ্দকৃত অর্থের কাজ, শিববাড়ী, হিজুলি, মানকিগঞ্জ, ২১.০৩.২২ খ্রিঃ

২) প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত শ্রী শ্রী শিবমন্দির, ময়মনসিংহ মহানগর।

সরেজমিনে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ মহানগরের শ্রী শ্রী শিব মন্দিরটি প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির কমিটি জানায় যে, মন্দিরটি সংস্কারের ফলে পূর্বের থেকে আরও সুন্দর হয়েছে। বর্তমানে পূজা/অর্চনায় লোকসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্রঃ শ্রী শ্রী শিবমন্দির, ময়মনসিংহ মহানগর- ১৬.০৩.২২ খ্রিঃ

৩) শ্রী শ্রী কালী মন্দির, নান্দাইল, সদর উপজেলা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার নান্দাইল গ্রামের শ্রী শ্রী কালী মন্দিরটি অনেক পুরাতন (আনুমানিক ২০০-৩০০ বছর পুরানো)। প্রকল্প অফিস কর্তৃক বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে ১টি ৩ রুমের টিন সেড বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। জানা যায় যে, ভবনটিতে গীতা পাঠ ও বয়স্ক এবং শিশুদের শিক্ষা দেয়া হবে।




চিত্রঃ শ্রী শ্রী কালী মন্দির, নান্দাইল, সদর, ময়মনসিংহ- ১৬.০৩.২২ খ্রিঃ

৪) সৎ সংঘ আশ্রম , হেমায়েতপুর সদর, পাবনা।

সরেজমিনে দেখা যায় যে, পাবনা জেলার হেমায়েতপুর সদরের সৎ সংঘ আশ্রমটি প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির কমিটি জানায় যে, আশ্রমটি সংস্কারের ফলে পূর্বের থেকে আরও সুন্দর হয়েছে। বর্তমানে পূজা/অর্চনায় লোকসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্রঃ সৎ সংঘ আশ্রম, হেমায়েতপুর সদর, পাবনা- ১৬.০৩.২২ খ্রিঃ

৫) শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, বুধপাড়া, লালপুর, নাটোর

নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার বুধপাড়া ইউনিয়নের শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দিরটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। সরেজমিনে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে মন্দিরের স্ট্রাকচারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্লাস্টারিং এর কাজ চলমান রয়েছে।



চিত্রঃ শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, বুধপাড়া, লালপুর, নাটোর- ১৫.০৩.২২ খ্রিঃ

৬) শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, কালিয়া, নড়াইল।

সরেজমিনে দেখা যায় যে, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলায় শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দিরটি প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হয়েছে। মন্দির কমিটি জানায় যে, আশ্রমটি সংস্কারের ফলে পূর্বের থেকে আরও সুন্দর হয়েছে। বর্তমানে পূজা/অর্চনায় লোকসমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্রঃ শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দির, কালিয়া, নড়াইল- ১৫.০৩.২২ খ্রিঃ

৭) মিস্ত্রি পাড়া, সার্বজনীন মন্দির, কুড়িগ্রাম সদর

সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে মন্দির কমিটির চাহিদার ভিত্তিতে মূল মন্দিরের পাশে একটি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকায় (১০ লক্ষ) গ্রাউন্ডফ্লোর এবং কলাম এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, ঢালাই পরবর্তীতে কলামে হানিকম্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য নিয়মিত তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।



চিত্রঃ মিস্ত্রি পাড়া, সার্বজনীন মন্দির, কুড়িগ্রাম সদর- ১৫.০৩.২২ খ্রিঃ

৮) শিব মন্দির, দত্তগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট

সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। মন্দিরটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে নতুন মন্দির নির্মাণ করার লক্ষ্যে মন্দিরের গ্রাউন্ডফ্লোর এবং স্ল্যাবের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি কাজ মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণ করবে বলে জানা যায়।



চিত্রঃ শিব মন্দির, দত্তগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট- ১৪.০৩.২২ খ্রিঃ

৯) বাছাপাড় সার্বজনীন পূজা মন্দির, সিলেট সদর

সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রকল্প অফিস কর্তৃক ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। মন্দিরটির জন্য বরাদ্দ ছিলো ১০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে মন্দির কমিটির চাহিদা অনুযায়ী নতুন মন্দির নির্মাণ করার লক্ষ্যে মন্দিরের গ্রাউন্ডফ্লোর এবং কলামের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় জনসাধারণ করবে বলে জানা যায়। তবে সরেজমিনে গাথুনীর কাজে ব্যবহৃত ইটের মান উন্নত পাওয়া যায়নি।



চিত্রঃ বাছাপাড় সার্বজনীন পূজা মন্দির, সিলেট সদর- ১৪.০৩.২২ খ্রিঃ

১০) শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ নিবাস, সাব-রোড, বরিশাল সদর

সরেজমিনে দেখা যায় যে, চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা (১০ লক্ষ) দিয়ে পুরাতন মন্দিরের পাশে নতুন মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্প অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত টাকায় পুরো স্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্লাস্টারিং ও অন্যান্য কাজ মন্দির কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে বলে জানা যায়।





চিত্রঃ শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ নিবাস, সাব-রোড, বরিশাল সদর- ১৫.০৩.২২ খ্রিঃ

১১) শ্রী শ্রী যুগোল কিশোর মন্দির, দরগা পট্টি, সিরাজগঞ্জ

মন্দির নির্মাণের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২০.১০.২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু মন্দিরের কাজ শুরু হয়নি। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কিছু দিন পরেই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান জানায়, বর্তমান বাজার দর এবং চুক্তি অনুযায়ী বাজার দরের অনেক পার্থক্য। যার কারণে মন্দিরের কাজ এখনও শুরু হয়নি।



(শ্রী শ্রী যুগোল কিশোর মন্দির, দরগা পট্টি, সিরাজগঞ্জ-১৪.০৩.২২ খ্রিঃ)

১২) বারই পাড়া শ্মশানঘাট নাট মন্দির, তালা, সাতক্ষীরা।

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার বারইপাড়া শ্মশানঘাট নাট মন্দিরটির শতভাগ সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। মন্দিরটিতে বর্তমানে পূজা/অর্চনা হচ্ছে। সংস্কার কাজ ভাল দেখা গিয়েছে।



চিত্রঃ বারই পাড়া শ্মশানঘাট নাট মন্দির, তালা, সাতক্ষীরা-১৪.০৩.২২ খ্রিঃ

৩.৯.৪ সরেজমিনে ৬৪টি মন্দিরের উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ

বর্তমান অবকাঠামোগত অবস্থা যাচাই এর জন্য চেকলিস্ট (সংযুক্তি-৫) অনুযায়ী ৬৪টি মন্দির সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের বিস্তারিত ফলাফল নিম্নের সারণি ৩.১১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি-৩.১১: অবকাঠামোগত অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য (মার্চ-২০২২)

ক্রমিক নং	যাচাইতব্য আইটেমের নাম	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা (%)
১	মন্দিরের কাঠামো	বিল্ডিং	৬৪	১০০.০
		টিনসেড	-	-
২	মন্দিরের কাজ সম্পন্ন/অসম্পন্ন	সম্পন্ন	৩৮	৫৯.৩৭
		অসম্পন্ন	২৬	৪০.৬৩
৩	মন্দিরের জমি ব্যক্তিগত/দেবোত্তর (ওয়াকফ);	দেবোত্তর	৬৪	১০০.০
৪	উন্নয়ন/সংস্কার কাজ শুরুর পূর্বে নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব	হ্যাঁ	৬৪	১০০.০

ক্রমিক নং	যাচাইতব্য আইটেমের নাম	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা (%)
	টেস্ট করা হয়েছে কিনা?	না	-	
৫	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রেইনফোর্সমেন্ট (রড), ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদির গুণগত মান যাচাই করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	৬০	১০০.০
		না		
৬	মেঝে, প্রাচীর, কলাম ইত্যাদিতে ফাটল যাচাই	হ্যাঁ	৪	৬.২৫
		না	৬০	৯৩.৭৫
৭	মন্দিরে বাহ্যিক প্লাস্টার এবং পেইন্টিং এর অবস্থা	ভাল	১০	১৫.৬২
		এখনও করা হয়নি	৪৫	৭০.৩০
		খারাপ	-	--
		চলনসই	৯	১৪.০৭
৮	দরজা এবং জানালায় ব্যবহৃত কাঠের গুণগত মান যাচাই;	ভাল	৭	১০.৯৪
		এখনও করা হয়নি	৪৫	৭০.৩১
		খারাপ	-	--
		চলনসই	১১	১৭.৭৮
৯	স্যানিটারি জিনিসপত্রের অবস্থা (কমোড, বেসিন, প্যান, ট্যাপ ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ	ভাল	৭	১০.৯৪
		এখনও করা হয়নি	৪৫	৭০.৩১
		খারাপ	-	--
		চলনসই	১১	১৭.৭৮
১০	বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর অবস্থা (ফ্যান, সুইচ, সকেট ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ	ভাল	৭	১০.৯৪
		এখনও করা হয়নি	৪৫	৭০.৩১
		খারাপ	-	-
		চলনসই	১১	১৭.৭৮
১১	ভারী বৃষ্টি বা বন্যার সময় বন্যার জল মন্দিরের মেঝেতে প্রবেশ করে কিনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ	হ্যাঁ	-	-
		না	৬৪	১০০.০
১২	বন্যার সময় প্রবেশের রাস্তা প্লাবিত/বন্যার জল মন্দিরে প্রবেশ করে কিনা;	হ্যাঁ	-	-
		না	৬৪	১০০.০
১৩	ড্রেন ও পয়ঃনিষ্কাশন অবস্থা পর্যবেক্ষণ	ভাল	৫	৭.৮১
		এখনও করা হয়নি	৪৫	৭০.৩১
		খারাপ	-	-
		চলনসই	১২	৭৮.৭৫
১৪	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	ভাল	৬২	৯৭.০০
		খারাপ	-	-
		মোটামুটি ভাল	২	৩.০০
১৫	সীমানা প্রাচীর এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা	ভাল	৬১	৯৫.০০
		খারাপ	-	-
		চলনসই	৩	৫.০০
১৬	পানীয় জল সুবিধা	ভাল	৬০	৯৪.০০
		খারাপ	-	-
		চলনসই	৪	৬.০০
১৭	টয়লেট সুবিধা (পুরুষ/মহিলা আলাদা)	হ্যাঁ	৮	১২.৫
		না	৫৬	৮৭.৫

উপরের সারণি হতে দেখা যায় যে, ৬৪টি মন্দিরের সকল ভবনই পাকা এবং দেবোত্তর জমিতে নির্মিত হয়েছে/হচ্ছে। পরিদর্শনকৃত মন্দিরসমূহের মধ্যে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ৫৯.৩৭% মন্দিরের পুরো কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০.৬৩% মন্দিরের কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অনেক মন্দিরে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। তাই ভবিষ্যৎ প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

৩.১০ মন্দির সংস্কার/উন্নয়নের ফলে সুফলভোগীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল

সুফলভোগীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য প্রশ্নমালা সংযুক্তি-১ অনুসরণে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১) উত্তরদাতার লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং পেশা

উত্তরদাতাদের লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং পেশা নিম্নের সারণি-৩.১২ তে প্রদান করা হলো:

সারণি-৩.১২:উত্তরদাতাদের লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়স

লিঙ্গ	সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	৪৮৫	৭৫.৮
মহিলা	১৫৫	২৪.২
মোট =	৬৪০	১০০.০
শিক্ষাগত যোগ্যতা		
শ্রেণি ১ হতে ৫ম	১৪০	২১.৯
৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি	১১২	১৭.৫
দশম শ্রেণি পর্যন্ত	৮৫	১৩.৩
এসএসসি	১৪০	২১.৯
এইচ এসসি	১২০	১৮.৮
বি এ এবং এম এ	৪৩	৬.৭
মোট =	৬৪০	১০০.০
উত্তরদাতাদের বয়সের গড় (বছর)	৩৬.৫	
মোট =	৬৪০	১০০

উপরের সারণি ৩.১২ হতে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার শতকরা হার যথাক্রমে ৭৫.৮ ও ২৪.২%। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল সুফলভোগী শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সংখ্যকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১ম হতে ৫ম শ্রেণি এবং এসএসসি গড়ে ২১.৯%। উত্তর দাতাদের মধ্যে সর্বোচ্চ গ্রাজুয়েট ছিল ৬.৭%। সকল উত্তরদাতার গড় বয়স ৩৬.৫ বছর।

২) মন্দিরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পূজা পার্বণ এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয়ে মতামত

মন্দিরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের বিষয়ক মতামত নিম্নের সারণি ৩.১৩ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি-৩.১৩:বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও অনুষ্ঠানে মন্দিরে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত যাতায়াত	৩২০	৫০.০
মাঝে মধ্যে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে	২১০	৩২.৮
কদাচিৎ	১১০	১৭.২
মোট	৬৪০	১০০.০

উপরের সারণি ৩.১৩ হতে দেখা যায় যে ৫০% সুফলভোগী নিয়মিতভাবে, ৩২.৮% মাঝে মধ্যে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং ১৭.২% কদাচিৎ মন্দিরে যাতায়াত করেন।

৩) মন্দির সংস্কার হওয়ার ফলে সুফলভোগীদের উপকার সম্পর্কিত মতামত

এ বিষয়ে সুফলভোগীদের মতামত নিম্নের সারণি ৩.১৪ এ প্রদান করা হয়েছে। জরীপে অংশগ্রহণকারী ৭৯.৭% সুফলভোগী মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মন্দিরসমূহ সংস্কারের ফলে মন্দিরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে, ৫৩.৯% নিরাপদে

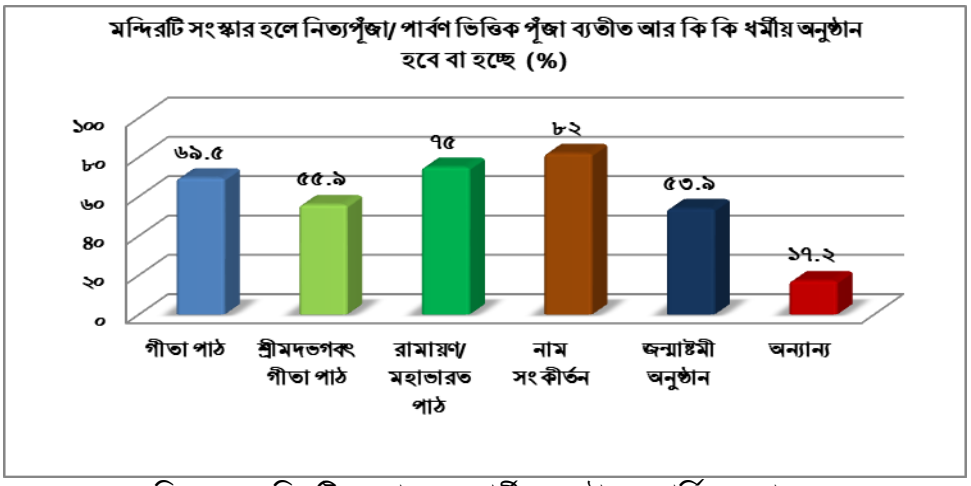
উপাসনা করা যাবে, ৭১.৬% স্থায়ী প্রার্থনার ব্যবস্থা হয়েছে, ৩২.৮% মন্দিরের আশে পাশের গরীব লোকদের কর্মসংস্থান হয়েছে, ৬৬.৬% সকলে একসাথে প্রার্থনা করার সুযোগ হয়েছে এবং ৫০% ধর্মচর্চা বৃদ্ধি পাবে বলে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও ৩৫.২% মন্দিরে বিচার সালিশ, ২৮.১% বিয়ের অনুষ্ঠান, ৮৭.৫% বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সারণি-৩.১৪:মন্দিরটি সংস্কার হওয়াতে অথবা সংস্কার হলে উপকার সম্পর্কিত মতামত

উপকারসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে বা পাবে	৫১০	৭৯.৭
নিরাপদে উপাসনা করা যাবে	৩৪৫	৫৩.৯
স্থায়ী প্রার্থনার ব্যবস্থা হয়েছে	৪৫৮	৭১.৬
মন্দিরের আশে পাশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে	২১০	৩২.৮
সবাই এক সাথে প্রার্থনা করার সুযোগ তৈরি হবে	৪২৬	৬৬.৬
ধর্ম চর্চা বৃদ্ধি পাবে	৩২০	৫০.০
মন্দিরে বসে বিচার সালিশ করা যাবে	২২৫	৩৫.২
বিয়ের অনুষ্ঠান করা যাবে	১৮০	২৮.১
বয়স্ক শিক্ষা, গীতা শিক্ষাএবং চারু-কারু কলা শিক্ষার ব্যবস্থা হবে	৫৬০	৮৭.৫
বিভিন্ন শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ তৈরি হবে	৪২৮	৬৬.৯
একাধিক উত্তর=৬৪০		

৪) মন্দির সংস্কার হলে পূজা-অর্চনা ব্যতীত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

এ বিষয়ে সর্বোচ্চ ৮২.০% নাম সংকীর্তন, ৬৯.৫% গীতাপাঠ এবং ৭৫.০% রামায়ণ/মহাভারত পাঠ, ৫৫.৯%শ্রী-মদ ভগবৎ গীতা পাঠ এবং অবশিষ্ট ৫৩.৯% ও ১৭.২% যথাক্রমে জন্মাষ্ঠমী এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয় বলে মতামত প্রদান করেছেন (চিত্র-৩.২)।



চিত্র-৩.২:মন্দিরটি সংস্কার হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

৫) মন্দিরটি সংস্কার করার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত মতামত

এ বিষয়ে সর্বাধিক ৭৬.৪% জানিয়েছেন প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, ৭৫.০% গীতা শিক্ষা, এবং অবশিষ্ট ৩৯.১% ও ১৩.৮% যথাক্রমে চারু-কারুকলা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা অনুষ্ঠান করার সুযোগ সৃষ্টি হবে (সারণি-৩.১৫)।

সারণি-৩.১৫:মন্দিরটি সংস্কার করার জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠান হয় সম্পর্কিত মতামত

শিক্ষা কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
প্রাক পাথমিক শিশু শিক্ষা	৪৮৯	৭৬.৪
বয়স্ক শিক্ষা	৩৫৪	৫৫.৩
গীতা শিক্ষা	৪৮০	৭৫.০
চারু-কারু কলা শিক্ষা	২৫০	৩৯.১
অন্যান্য	৮৮	১৩.৮
একাধিক উত্তর=৬৪০		

৬) মন্দিরটি সংস্কারের পর মন্দির প্রাঙ্গণে সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

এ বিষয়ে ৯৯.০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, সংস্কারের পর মন্দির প্রাঙ্গণে সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠান হচ্ছে বা হবে এবং অবশিষ্ঠ ১.০% নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭৩.২% অন্নপ্রাশন, ৫৩.৯% পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ নিরসনে বিচার/সালিশ, ৩৩.১% বিবাহ অনুষ্ঠান এবং ১৯.৭% শিক্ষার জন্য হাতে খড়ি অনুষ্ঠান হচ্ছে বা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। (সারণি-৩.১৬)।

সারণি-৩.১৬: সংস্কারের পর মন্দির প্রাঙ্গণে সামাজিক/ পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬৩৫	৯৯.০
না	৫	১.০
কখনো কখনো	-	
মোট	৬৪০	১০০.০
পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের নাম		
বিবাহ অনুষ্ঠান	২১০	৩৩.১
পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ নিরসনে বিচার/সালিশ	৩৪২	৫৩.৯
অন্ন প্রাশন	৪৬৫	৭৩.২
শিক্ষার জন্য হাতে খড়ি	১২৫	১৯.৭
একাধিক উত্তর=৬৩৫		

৭) মন্দিরটি সংস্কারের পূর্বে এ ধরনের সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

এ বিষয়ে ৬০.৩% না সূচক, ৩৩.৬% হ্যাঁ সূচক এবং ৬.৯% কখনো কখনো হতো বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন, (সারণি-৩.১৭)।

সারণি-৩.১৭: মন্দিরটি সংস্কারের পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২১৫	৩৩.৬
না	৩৮৬	৬০.৩
কখনো কখনো	৩৯	৬.১
মোট	৬৪০	১০০.০

৮) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পূজা/পার্বণ কেন্দ্র করে মন্দির সংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি

মন্দির সংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ৬৮.৮% সুফলভোগী কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হবে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে ৩২.০% সুফলভোগী তেমন কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হবে না বলে তাদের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। (সারণি-৩.১৮)।

সারণি-৩.১৮: মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পূজা/পার্বণ' কেন্দ্র করে মন্দির সংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৩৫	৬৮.০
না	২০৫	৩২.০
মোট	৬৪০	১০০.০
হ্যাঁ হলে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বা হবে		
পুঁজাকে কেন্দ্র করে ব্যবসার প্রসার হয়েছে	৩২১	৭৩.৮
মন্দির উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ	৩৮৮	৮৯.২
যানবাহন চালনা	২১০	৪৮.৩
একাধিক উত্তর=৪৩৫		

৯) হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন্দির ভিত্তিক কার্যক্রম যুক্তকরণ

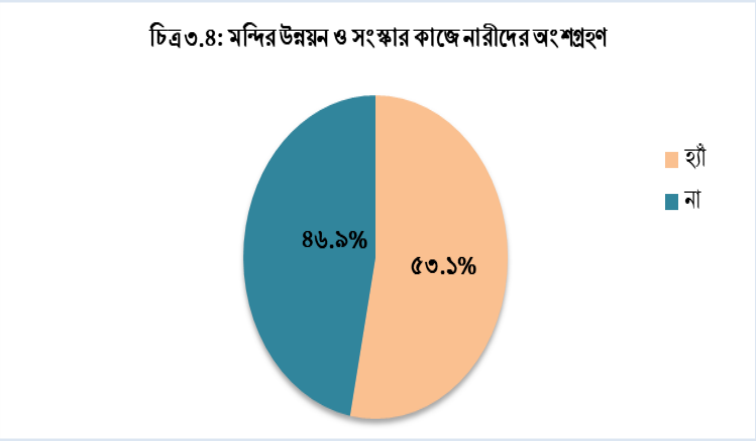
এ বিষয়ে ৭১.৬% উত্তরদাতা মহিলাদের জন্য সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা, ৬০.৬% ধর্মীয় আলোচনা সভা, ৫৭.৩% সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ৪৩.৮% হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬০.২% প্রাক-প্রাথমিক ও গীতা শিক্ষা চালু করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন (সারণি-৩.১৯)

সারণি-৩.১৯: হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন্দির ভিত্তিক কাজ যুক্তকরণ

মন্দির ভিত্তিক কাজের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ	৪৫৮	৭১.৬
ধর্ম ভিত্তিক আলোচনা সভা	৩৮৮	৬০.৬
চারু-কারু কলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩৪৫	৫৩.৯
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	৩৬৫	৫৭.০
হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২৮০	৪৩.৮
প্রাক প্রাথমিক স্কুল ও গীত স্কুল পরিচালনা	৩৮৫	৬০.২
একাধিক উত্তর=৬৪০		

১০) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে নারীদের অংশগ্রহণ

এ বিষয়ে ৫৩.৯% উত্তরদাতা মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে নারীগণ অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অবশিষ্ট ৪৬.৯% অংশগ্রহণ করেননি বলে মতামত প্রদান করেছেন।



১১) সংস্কারকৃত মন্দির টেকসই ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুফলভোগীদের মতামত/সুপারিশ

সংস্কারকৃত মন্দির টেকসই ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুফলভোগিগণ যে সকল মতামত প্রদান করেছেন তা নিম্নের সারণি ৩.২০ তে প্রদান করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ৭৬.৪% সুফলভোগী মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ, ৬১.৭% পুরোহিত নিয়োগ, ৫১.২% এবং ৫০% যথাক্রমে মন্দিরের দেয়াল রংকরণ, মন্দিরের প্রবেশপথ উচূকরণ এবং ২১.০% শক্তিশালী কমিটি গঠন ও মন্দির চালনা/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল গঠনের পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

সারণি ৩.২০: সংস্কারকৃত মন্দিরটি টেকসই, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য মতামত

মতামতসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
মন্দিরের প্রবেশ পথ উচুকরণ	২১০	৫০.০
চারদিকে প্রাচীর নির্মাণ	৩২১	৭৬.৪
নিয়মিত একজন পাহাড়াদার নিয়োগ	১৮৯	৪৫.০
পুরোহিত নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন	২৫৯	৬১.৭
শক্তিশালী কমিটি গঠন ও পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সৃষ্টি	৮৮	২১.০
দেয়াল রং করতে হবে	২১৫	৫১.২
একাধিক উত্তর=৪২০		

১২) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ প্রত্যাশামত হয়েছে কি না? না হলে কারণ কি?

এ বিষয়ে ৯২.৮% মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৭.২% মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ তাদের প্রত্যাশ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়নি বলে জানিয়েছেন। এর প্রধান কারণ মন্দির সংস্কার কাজের বাজেট বরাদ্দ কম বলে জানিয়েছেন (সারণি ৩.২১)।

সারণি-৩.২১: মন্দির সংস্কার / উন্নয়নের কাজ আপনার প্রত্যাশা মত হয়েছে কি না? না হলে কারণ কি?

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৫৩৫	৯২.৮
না	১০৫	৭.২
মোট	৬৪০	১০০.০
উত্তর না হলে, কারণ কি		
বাজের বরাদ্দ কম তাই সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি	১০৫	১০০.০
একাধিক উত্তর=১০৫		

৩.১১ কেআইআই থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রকল্পটির নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য মোট ৪৮ জন প্রধান তথ্য দাতার সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হয়েছে। কেআইআইসমূহ প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে ৪টি, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ১২টি এবং মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সচিব এর সাথে ১২টি কেআইআই করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ:




চিত্র: নিবিড় আলোচনা (প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে-১৯.০৪.২০২২ খ্রিঃ)

নিবিড় আলোচনার ফলাফলসমূহ:

১) প্রকল্পের অধীনে আপনার এলাকার মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করা হয়েছে

এ বিষয়ে ২১ জন (৪৩.৮%) তথ্য দাতা জানিয়েছেন যে প্রকল্পটির অধীনে নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। উত্তর দাতাদের মধ্যে ৪.২% বাউন্ডারি ওয়াল, ৩৩.৪ মূল মন্দির সংস্কার, ১০.৪% মন্দিরের বেইজ, বীম কলাম, ছাদ প্লাস্টার এবং ৮.৩% ওয়াল করে পিলার তৈরী করা হয়েছে (সারণি-৩.২২)

সারণি-৩.২২: প্রকল্পেরঅধীনেআপনারএলাকার মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কি কাজ করা হয়েছে?হচ্ছে/

মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ	সংখ্যা	শতকরা হার
নতুন মন্দির করা হয়েছে	২১	৪৩.৮
বাউন্ডারী ওয়াল করা হয়েছে	২	৪.২
মন্দির পুরোটা বেইজ, ভীম, কলাম, ছাদ প্লাষ্টার করা হয়েছে	৫	১০.৪
ওয়াল করে পিলার করা হয়েছে	৪	৮.৩
মূল মন্দির সংস্কার করা হয়েছে	১৬	৩৩.৪
একাধিক উত্তর=৪৮	**৪৮**	**১০০.০**

২) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারকাজ ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে/হয়েছে কিনা?

এ বিষয়ে ৮১.২৫% উত্তর দাতা হ্যাঁ সূচক এবং অবশিষ্ট ১৮.৭৫% নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

৩) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের গুণগতমান

এ বিষয়ে ৯৫.৪% উত্তরদাতা মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ গুণগতমান বজায় রেখে করা হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট ৪.৬% উত্তরদাতা নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন (সারণি-৩.২৩)

সারণি-৩.২৩ : মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কাজের গুণগত মান

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৪২	৯৫.৪
না	২	৪.৬
মোট	৪৮	১০০.০

৪) মন্দির সংস্কার কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটি/ব্যক্তিগত দান-অনুদান

মন্দির সংস্কার উন্নয়ন কাজে সরকারি বরাদ্দ ব্যতীত মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্থানীয় ব্যক্তি বর্গের দান অনুদান আছে কিনা এবিষয়ে ৩৭.৫% উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক এবং অবশিষ্ট ৬২.৫% না সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। এরূপ দান অনুদানের পরিমাণ গড়ে ৬১৯৪.৪৪ টাকা (সারণি-২৪)

সারণি-২৪: মন্দির সংস্কার কাজে ব্যবস্থাপনা কমিটি/ব্যক্তিগত দান

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৮	৩৭.৫
না	৩০	৬২.৫
মোট	৪৮	১০০.০
হলে, কত টাকা প্রদান করা হয়েছে		
গড় টাকা	৬,১৯৪.৪৪	

৫) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের সময় কোন সমস্যা /প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে কি না

এই বিষয়ে শতভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে কোনরূপ সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

৬) মন্দির সংস্কারের ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ কি কি
এ বিষয়ে ৬৬.৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি, ৪৭.৯% অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ, মন্দিরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি (২৫.০%), হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোবল বৃদ্ধি এবং স্থায়ী উপাসনালয়ের ব্যবস্থা হয়েছে (সারণি-২৫)।

সারণি-২৫: মন্দির সংস্কারের ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ

সার্বিককল্যাণের ক্ষেত্রসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি পাবে	৩২	৬৬.৭
অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ	২৩	৪৭.৯
মন্দিরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে	১২	২৫.০
স্থায়ী উপাসনালয়ের ব্যবস্থা হবে	২৭	৫৬.৩
হিন্দু সম্প্রাদয়ের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে	২২	৪৫.৮
একাধিক উত্তর=৪৮		

৭) মন্দির সংস্কারের ফলে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কি ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বা হবে।

এ বিষয়ে অধিকাংশ (৫৮.৩%) মেলার দিনে ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিশু শিক্ষা, ক্ষুদ্র যানবাহন চালনা, শিক্ষক নিয়োগ, ব্রাহ্মণদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন (সারণি-২৬)।

সারণি-২৬: মন্দির সংস্কারের ফলে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রসমূহ

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
মেলার দিনগুলোয় ব্যবসা	২৮	৫৮.৩
শিশু শিক্ষা বৃদ্ধি	২২	৪৫.৮
শিক্ষক নিয়োগ পাবে। ক্ষুদ্র যানবাহন চালনা	১২	২৫.০
ব্রাহ্মণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৮	১৬.৭
একাধিক উত্তর=৪৮		

৮) মন্দির সংস্কার করার ফলে মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষামূলক ও অন্যান্য সামাজিক/ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত

এ বিষয়ে ৪৩.৮% মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু, অনেক লোক একত্রিত হয়ে ধর্মীয় আচরণ পালন, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি (৫৮.৩%) এবং ৭৫.০% উপসনালয়ের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে মতামত প্রদান করেছেন। (সারণি-৩.২৭)

সারণি-৩.২৭: মন্দির সংস্কার করার ফলে মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষামূলক ও অন্যান্য সামাজিক/ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে/হবে

শিক্ষামূলক সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা চালু হয়েছে	২১	৪৩.৮
বহুলোক একত্রিত হয়ে ধর্মীয় আচরণ পালন করছে	১৬	৩৩.৩
পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধের সৃষ্টি হয়েছে	২৮	৫৮.৩
উপাসণার জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে	৩৬	৭৫.০
একাধিক উত্তর=	৪৮	

৯) মন্দিরের পরিবেশ টেকসই করার ব্যবস্থাসমূহ

মন্দিরের পরিবেশ টেকসই করার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৩৩.৩%) পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা (৪৩.৮%), দরজা-জানালার গ্রীল স্থাপন (২০.৮%), গেট স্থাপন (১৮.৮%) এবং স্থায়ীভাবে সেবক ও নৈশ প্রহরী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন বলে যথাক্রমে ১২.৫% এবং ৩১.৩% উল্লেখ করেছেন (সারণি-৩.২৮)।

সারণি-৩.২৮: মন্দিরের পরিবেশ টেকসই করার ব্যবস্থাসমূহ

ব্যবস্থাসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা	১৬	৩৩.৩
প:য়নিস্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করা	২১	৪৩.৮
দরজা, জানালার গ্রীল এবং রং করা	১০	২০.৮
মেইন গেইট স্থাপন করা	৯	১৮.৮
স্থায়ীভাবে সেবক নিয়োগ দেয়া	৬	১২.৫
নৈশ প্রহরী নিয়োগ দেয়া	১৫	৩১.৩
একাধিক উত্তর=৪৮		

১০) প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

প্রকল্পের সবল দিক সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রতিভাব নিম্নের সারণি-৩.২৯ এ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ৬৪.৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ, হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ও ঐক্যবোধ জাগরণ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি, মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের সবল দিক।

সারণি-৩.২৯: প্রকল্পের সবলদিকসমূহ সম্পর্কে মতামত

সবলদিকসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা চালু	৩১	৬৪.৬
হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি	৩৬	৭৫.০
হিন্দু সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠা	১৬	৩৩.৩
প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য উন্নত পরিবেশ	২৭	৫৬.৩
মন্দিরের অবকাঠামো উন্নয়ন	৩৬	৭৫.০
সামাজিক উন্নয়ন	১০	২০.৮
একাধিক উত্তর=৪৮		

১১) প্রকল্পের দূর্বলদিক সম্পর্কে মতামত

প্রকল্পটির দূর্বলদিকসমূহের মধ্যে চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম (৬০.৪%), নির্মাণ কাজের দূর্বল তদারকি (৩১.৩%), ঠিকাদার যথাসময়ে কাজ শেষ না করা (২৫.০%), দেয়ালে রং এবং আস্তর না দেওয়া (৩৫.৪%), অনেক মন্দিরে টয়লেট ব্যবস্থার অভাব (৫৪.২%) এবং সংস্কার কাজের ধীরগতি উল্লেখ করেছেন (সারণি-৩.৩০)।

সারণি-৩.৩০: প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে মতামত

দুর্বলদিকসমূহ	সংখ্যা	শতকরা হার
চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ অনেক কম	২৯	৬০.৪
দুর্বল তদারকি	১৫	৩১.৩
ঠিকাদার সঠিক সময়ে কাজ শেষ না করা	১২	২৫.০
দেওয়ালে রং এবংআস্তর না করা	১৭	৩৫.৪
অনেক স্থানে টয়লেটের অভাব	২৬	৫৪.২
কাজ ধীর গতিতে হওয়া	১৯	৩৯.৬
একাধিক উত্তর=৪৮		

৩.১২ দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠান ও ফলাফল

মন্দির সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজনের মতামত সংগ্রহের জন্য ৮টি বিভাগে, ৮টি দলীয় আলোচনা (FGD) অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আলোচনা সভায় মোট ১০৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন (সারণি-৩.২৭)। আলোচনা সভায় বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার লোকজন উপস্থিত থাকায় মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ে স্থানীয় জ্ঞান (Local Knowledge) প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত ১২টি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এছাড়া সভায় উপস্থিত অনেকেই তাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন। দলীয় আলোচনার স্থান, উপস্থিতি এবং পেশা বিষয়ক তথ্য সারণি ৩.৩১ এ প্রদান করা হয়েছে।



চিত্র: এফজিডি আলোচনা সভা, বরিশাল সদর (১৪.০৩.২২ খ্রিঃ)



চিত্রঃ এফজিডি আলোচনা সভা, মিস্ত্রি পাড়া, কুড়িগ্রাম সদর (১৪.০৩.২২ খ্রিঃ)



চিত্র: এফজিডি আলোচনা সভা, দত্তগ্রাম, বিয়ানীবাজার, সিলেট (১৫.০৩.২২ খ্রিঃ)



চিত্রঃ এফজিডি আলোচনা সভা, সাভার, ঢাকা (১৬.০৩.২২ খ্রিঃ)

সারণি: ৩.৩১ এফজিডির স্থান, বয়স ও পেশা

ক্র নং	দলীয় আলোচনার স্থান	বয়স	পেশা								
			কৃষি	ব্যাবসা	পুরোহিত	চাকুরি	ছাত্র	শিক্ষক	গৃহিণি	অন্যান্য	মোট
১	২২ নং ওয়ার্ড, ময়মনসিংহ সদর	২০-৬৬	১	৫	-	৬		-	৩	-	১৫
২	৭ নং ওয়ার্ড সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সদর	২০-৭১	-	৪	২	-	১	২	-	-	৯
৩	কানাইখালি, জেলে পাড়া, নাটোর সদর	২০-৬৮	১	৭	১	২	-	-	১	২	১৪
৪	পুর্বশানবান্দা, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ	২০-৬১	-	৪	১	-	-	১	৪	৫	১৫
৫	ছিলেখালা শ্রী শ্রী হরি মন্দির, বাগেরহাট	২০-৭২	-	২		৬	-	-	-	৫	১৩
৬	চুকনগর বাজার, খুলনা	২০-৭১	-	৫	২	৪	-	-	-	৪	১৫
৭	রামগড়, চট্রগ্রাম	২০-৬৮	২	২	১	৬		১	১	২	১৫
৮	শ্রী-মঙ্গল, মৌলভীবাজার	২০-৬৬	১	৫	১	২	১	-	১	২	১৩

দলীয় আলোচনার ফলাফল

১) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা

- একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে;
- মন্দিরের আড়চালার আংশিক ও সীমানা প্রাচীরের এক অংশ নির্মাণ করা হয়েছে;
- পিলার তৈরী, মেঝেতে ভালু ভরাট এবং ছাদ তৈরির কাজ চলছে;
- পুরাতন মন্দিরের টাইলস, কলাপসিবল গেট, দেয়াল, জানালা, দরজার কাজ চলছে;
- মন্দির নির্মাণ, মূল মন্দিরের উন্নয়ন, ফ্লোর ও সিড়ি টাইলস, চারদিকে গ্রীল নির্মাণ কাজ করা হয়েছে; এবং
- পুরাতন মন্দির সম্পূর্ণভাবে মেরামত ও উন্নয়ন এবং মন্দিরের চারপাশে দেওয়াল নির্মাণ, মন্দিরের ভিটি উচুকরণ, মাঠে বালি ভরাট ও নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

২) মন্দিরটি সংস্কারের ফলে মন্দিরের পরিবেশের পরিবর্তন

- মন্দিরের জায়গা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ফুলের গাছ রোপণের ফলে পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক হয়েছে;
- বসার স্থান হয়েছে, কীর্তন করার সুবিধা হয়েছে;
- গীতা পাঠ, ধর্মীয় শিক্ষার জায়গা বেড়েছে, সামাজিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মন্দিরের নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে; এবং
- মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩) মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সামাজিক উন্নয়ন

- মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রের মধ্যে সু-সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে, ধর্মীয় আলোকে নারীর প্রতি মর্যাদা এবং নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ হ্রাস পাবে। ক্রমান্বয়ে নারী পুরুষ সমতা বৃদ্ধি পাবে;
- সনাতন ধর্ম অনুসারীদের বর্ণগত সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে;
- সনাতন ধর্ম অনুসারীদের মিলনমেলা, নির্বিঘ্নে পূজা অর্চনা করতে পারছেন; এবং
- শিশু শিক্ষা, হস্তশিল্প, কুটির শিল্পের বিকাশ এবং ছোট ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে।

৪) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের পূর্বে মন্দিরে সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠান

- নিত্য পূজা, নাম সংকীর্তন, অন্নপ্রাশন, জন্মাষ্ঠীর অনুষ্ঠান ইত্যাদি;
- শিশু শিক্ষা
- পার্বণ ভিত্তিক বিভিন্ন পূজা-অর্চনা।

৫) মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিবর্তন

- মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান সুন্দর পরিবেশে করা যাচ্ছে;
- সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক জায়গা হতে লোকজন পূজায় অংশগ্রহণ করছে;
- সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নিয়মিত বিভিন্ন পুজা অর্চনা অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় ভাব বজায় থাকবে;
- ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গীতা পাঠ ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে হচ্ছে;
- মন্দিরের পরিবেশ উন্নয়নের ফলে ভক্ত সমাবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মন্দির ভিত্তিক বিবাহ অনুষ্ঠান, শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, চারু কারুকলা শিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ হ্রাস, নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি, ধর্মীয়ভাবে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে বাধা-বিঘ্ন

সকল উত্তরদাতা/আলোচক জানিয়েছেন যে, মন্দির সংস্কার কাজে কোনোরূপ বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

৭) এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণ কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক

- মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন;
- বয়স্ক শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, গীতা শিক্ষা ইত্যাদি চালুকরণ;
- মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চারু কারুকলা শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

- পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানের পূর্বে সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান;
- পূজা/বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হলে স্থানীয় লোকজনের কর্মসংস্থান এবং গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে;
- প্রধান পূজা অনুষ্ঠানের সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত করে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি/আর্থিক অনুদান প্রদান;
- গরীব দুঃখীদের বস্ত্র/পোশাক প্রদান;
- বাৎসরিক মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা; এবং
- সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, টয়লেট সুবিধা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং টেইলারিং ও কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮) মন্দির পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা;
- ড্রেনের ব্যবস্থা;
- মন্দির পরিচালনা ব্যবস্থাপনার জন্য দান অনুদানের ভিত্তিতে আর্থিক তহবিল সৃষ্টি;
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক দান-অনুদান প্রদান;
- স্থায়ী/প্রধান পুরোহিতের ব্যবস্থা;
- সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
- সিসি ক্যামেরা স্থাপন; এবং
- মন্দির সংলগ্ন দিঘির ঘাট ও প্রবেশ পথ নির্মাণ ও উন্নয়ন, টয়লেট ও বিশ্রামাগার নির্মাণ, পরিচালন কমিটি গঠন।

৯) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ তদারকি

সকলেই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মন্দির সংকার ও উন্নয়ন কাজ প্রকল্পের প্রকৌশলী এবং মন্দির পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হয়েছে।

১০) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে নারীদের কর্ম-সংস্থান হয়েছে কি না?

- মন্দির সংস্কার কাজে অল্প সংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

১১) মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়েছে/হচ্ছে কিনা?

- প্রত্যাশা অনুযায়ী হচ্ছে (৬০%);
- প্রত্যাশা অনুযায়ী পূর্ণ মাত্রায় হচ্ছে না। ঠিকাদার বালু, ইট উচ্চমানের দিচ্ছে না (২০%);
- প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি, বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল (২০%)

১২) মন্দিরটির বর্তমান সমস্যাসমূহ

- পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা নেই, ড্রেনে সমস্যা আছে;
- মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- মন্দিরে দরজা জানালা, ভিতরে বাহিরে প্লাস্টার, টয়লেট, আলোর ব্যবস্থা নেই।
- মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক জায়গা নিচু, ভরাট করা প্রয়োজন।
- সুপেয় পানীর ব্যবস্থা, টয়লেট ও লাইব্রেরীর অভাব।

৩.১৩ আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠানের ফলাফল

নিবীড় পরিবীক্ষণ কর্মসূচীর অংশ বিবেচনায় ১৩ ই এপ্রিল ২০২২ খ্রি: তারিখে সকাল ১১.০০ হতে দুপুর ১.০ টা পর্যন্ত শ্রী শ্রী গোপাল আখড়া, ঘোষ পাড়া, সাভার উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। কর্মশালায় আইএমইডির সেক্টর-৭ এর মহাপরিচালক, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব দীপঙ্কর মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)। অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সম্মানিত অতিথি বৃন্দের মধ্যে জনাব হরি কিংকর মোহন্ত, নির্বাহী প্রকৌশলী; জনাব এস.এম মাহবুবুল হক, সহকারী পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), আইএমইডি সেক্টর ৭; হাজী মোহাম্মদ আব্দুল গনি, মেয়র সাভার পৌরসভা; জনাব নূরে আলম সিদ্দিকি, পৌরসভার কাউন্সিলর; হরি আখড়া পূজা কমিটির সম্পাদক প্রদীপ কুমার দাস; বাবু চন্দ্র রায়, মন্দিরের পুরোহিত এবং সমীক্ষা দলের টিম লিডার, ড.জি.সি হালদার; এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোস্তাক আহমেদ সহ সভায় প্রায় ৫০ জন নারী ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।




চিত্রঃ আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান, ঘোষ পাড়া, সাভার উপজেলা, ঢাকা (১৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ)

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য ও কর্মশালার আলোচ্য বিষয়ে আলোকপাত করেন সমীক্ষা দলের টিম লিডার ড. জি সি হালদার। অতপর প্রধান অতিথি অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কর্মশালা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপটের বিষয়ে আলোকপাত করেন। কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন হিন্দু ও বৌদ্ধ কল্যাণ ঐক্য পরিষদের সাভার উপজেলার সভাপতি। সাভার পৌরসভার মেয়র জানান যে, জননেত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে তুলছেন এবং সকল ধর্ম অনুসারীদের প্রার্থনার স্থান মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি উন্নয়ন সংস্কার করছেন যাতে সকল ধর্ম অনুসারিগণ সৃষ্টি কর্তার প্রার্থনা সুন্দর পরিবেশে করতে পারেন। এছাড়া তিনি আরও জানান যে, সাভার পৌর সভা এবং উপজেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন নিরাপদে বসবাস এবং নিবিঘ্নে ধর্ম পালন করছেন। এ উপজেলায় কোন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি নেই। তিনি পৌর সভাস্থিত তিনটি মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং সরকারকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা স্থাপন করেন।

কর্মশালার সভাপতি জানান যে, সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য মন্দির প্রতি বাজেট নির্ধারিত থাকায় কিছু কিছু মন্দির উন্নয়নের পুরা কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত মন্দিরগুলো স্থানীয় হিন্দু ধর্ম অনুসারীগণ মিলে শেষ করার আহবান জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয় কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ

- **কর্মশালার নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে সকলেই মতামত প্রদান করেন যে**, মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে মন্দিরের পরিবেশ উন্নত হচ্ছে।
- মন্দিরে অনুষ্ঠিত পূজা পার্বণে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি লোক অংশ গ্রহণ করছেন। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্দিরের অনেক ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। এছাড়াও অনেক মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, গীতা পাঠ হচ্ছে।
- প্রধান পূজা/ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় মন্দির প্রাঙ্গণ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে স্থানীয় মেলায় হস্ত শিল্প, কুটির শিল্পের দ্রবাদি ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। ফলে স্থানীয় জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও প্রকল্পটি অবদান রাখছে।
- মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অধিকাংশ অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন্দির সংস্কারের বাজেট নির্ধারিত থাকায় অনেক মন্দিরের সংস্কার কাজ পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সংস্কার কাজের বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- মন্দিরের প্রাঙ্গণে টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যত প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের সাথে টয়লেট ও পানির ব্যবস্থা করা দরকার।
- অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন্দির সংস্কারের সংখ্যা কম হলেও পূর্ণ মাত্রায় সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন। এছাড়া আদর্শ মডেল ও ডিজাইন অনুসরণে মন্দির সংস্কার ও নির্মাণ করা হলে আরও বেশি ভাল হবে এবং স্থায়ীভাবে মন্দিরের পুরোহিত নিয়োগের বিষয়ে ও আলোকপাত করেন।

৩.১৪ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাধি টেকসই করার জন্য মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং মন্দিরগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ডিপিপি/আরডিপিপিতে নেই। এছাড়া, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কোন দিক নির্দেশনা নেই। এ প্রেক্ষাপটে মন্দিরসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ টেকসই করণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে-

(১) যেসকল মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত আছে সেসকল মন্দিরের কাজ সমাপ্ত করার জন্য মন্দির কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

(২) স্থানীয় সুফলভোগীদের আশা-প্রত্যাশা অনুযায়ী মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন করার ফলে যে সকল মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত আছে সেসকল মন্দিরের তালিকা প্রস্তুত করে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্দিরের কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ নিম্নে ৪ X ৪ মেট্রিক্স আকারে প্রদান করা হয়েছে।

সবল দিকসমূহ	দুর্বল দিকসমূহ
১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২. প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ ফলাফল ও প্রভাব লগ-ফ্রেমে প্রদান করা হয়েছে। ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন-ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, ক্রয়, সম্পদ সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ ডিপিপিতে প্রদান করা হয়েছে। ৪. পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। ৫. প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা ও প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন। ৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	১. ডিপিপি প্রণয়নের সময় মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে Need Base মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত না করা। ২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক কোন জনবল মাঠ পর্যায়ে নেই। মন্দির সংস্কার কাজ চুক্তিভিত্তিক প্রকৌশলী নিয়োগ করে তদারকি করা হচ্ছে। ৩. প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং জনবলের প্রয়োজনীয় যানবাহন/ভ্রমণ ভাতা না থাকা। ৪. ডিপিপি/আরডিপিপি'তে মন্দিরের সংখ্যা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে কারিগরি জনবল না থাকা। ৫. ডিপিপি/ আরডিপিপিতে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন কর্ম-পরিকল্পনা প্রদান না করা।
সুযোগসমূহ	**ঝুঁকিসমূহ**
১. সংস্কারকৃত মন্দিরে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সবাই এক সাথে ধর্মাচরণ ও প্রার্থনা করছেন। ২. সংস্কারকৃত মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের সময় অন্য ধর্ম অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত থাকেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। ৩. মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে/হচ্ছে। ৪. সংস্কার ও উন্নয়নকৃত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ৫. মন্দির সংস্কারের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সাধারণ মানুষের সাময়িক আশ্রয়স্থল হতে পারে।	১. বর্তমানে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাজের অনীহা সৃষ্টি। ২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে সংস্কারকৃত মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহ পর্যালোচনা

১. **প্রকল্প প্রণয়ন কাঠামোঃ** পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে পকল্পের ভিত্তি শক্তিশালী হয়েছে।

২. **প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভিষ্ঠ ফলাফল ও প্রভাব লগ-ফ্রেমে প্রতিফলন:** এসকল বিষয়াবলী ডিপিপির লগ-ফ্রেমে প্রদান করা হয়েছে। তবে লগ ফ্রেমে সামাজিক উন্নয়নের সূচক প্রদান করা হয়নি।

৩. **প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ক্রয় সম্পদ সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ:** ডিপিপিতে এ সকল বিষয়াবলী যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের সম্পদ সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৪. **পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ:** পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক ও প্রায় সকল জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

৫. **সম্পদ সংগ্রহ:** প্রকল্পের সূচনালগ্নে সকল সম্পদ ক্রয় করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের ফলাফল অর্জনে সহয়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬. **প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠান ও অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল:** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা ও প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়মিতভাবে এবং যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, আইএমইডিসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেছেন। ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা সহজ হয়েছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

১. ডিপিপি প্রণয়নের সময় মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে Need Base এ মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়নি। প্রকল্পের অধীনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্কার কাজ থোক বরাদ্দের ভিত্তিতে (উপজেলার মন্দিরের জন্য ১০.০ লক্ষ, জেলা ও বিভাগীয় স্তরের মন্দিরের জন্য যথাক্রমে ১৫.০ লক্ষ ও ২৫.০ লক্ষ টাকা) সংস্কার ও উন্নয়ন করা হচ্ছে। ফলে মন্দির ভিত্তিক অর্থের চাহিদা ও অর্থ যোগানে সমন্বয় হচ্ছে না এবং অনেক মন্দিরের সংস্কার কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করণের দিক নির্দেশনা ডিপিপি/আরডিপিপিতে নেই।

২. প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক কোন জনবল মাঠ পর্যায়ে নেই। মন্দির সংস্কার কাজ চুক্তিভিত্তিক প্রকৌশলী নিয়োগ করে তদারকি করা হচ্ছে। যার ফলে মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজের গুণগত মান তদারকির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩. প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং জনবলের প্রয়োজনীয় যানবাহন/ভ্রমণ ভাতা না থাকা। আউটসোর্সিং জনবলের প্রয়োজনীয় যানবাহন/ভ্রমণ ভাতা না থাকায় তাঁরা সারা দেশে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতে পারেন না। যার ফলে, মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি কিছুটা ব্যহত হয়েছে।

৪. ডিপিপি/আরডিপিপি'তে মন্দিরের সংখ্যা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে কারিগরি জনবল নেই এবং জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক অফিস না থাকায় ঠিকাদার বা মন্দির কমিটিকে কাঙ্ক্ষিত সেবা দানে অসুবিধা হচ্ছে।

৫. প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি হলেও ডিপিপি/ আরডিপিপিতে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন কর্মপরিকল্পনা বা নকশা প্রদান করা হয়নি। ফলে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে না।

প্রকল্পের সুযোগসমূহ

১) সংস্কারকৃত মন্দিরে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সবাই এক সাথে ধর্মাচরণ ও প্রার্থনা করছেন। যার ফলে সংস্কারকৃত মন্দিরে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সকল জাতি/বর্ণ, গোষ্ঠীর লোকজনের এক সাথে ধর্মাচরণ ও প্রার্থনার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে "গুরুভাই" ভাব সৃষ্টি হচ্ছে এবং সকল প্রকার দ্বন্দ্ব হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য যা অত্যন্ত অপরিহার্য।

২) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে/হচ্ছে। হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের বিভিন্ন পূজা ও পার্বণে বহুবিধ উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। এসব উপকরণ ও উপাদান স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়। এছাড়া অনেক পূজা/ পার্বণে মেলার আয়োজন করা হয়। এসব মেলায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের চাহিদার বহুবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। উৎসব মুখর পরিবেশে পূজা অর্চনা করার ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া হিন্দু সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী যেমন কামার, কুমার, মালাকার, ইত্যাদি শ্রেণির উৎপাদিত দ্রব্যাদি পূজায় ব্যবহার করা হয়। ফলে তাদের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে মন্দিরসমূহ ভূমিকা পালন করছে।

৩) সংস্কার ও উন্নয়নকৃত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সংস্কার ও উন্নয়নকৃত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, দুস্থ ও অবহেলিত শিশুদের আশ্রয় ও বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষা সুলভ ও সাশ্রয়ী হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৪) মন্দির সংস্কারের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সাধারণ মানুষের সাময়িক আশ্রয়স্থল হতে পারে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় উন্নয়ন ও সংস্কারকৃত মন্দিরগুলোতে দেশে দুর্যোগ প্রবণ এলাকাগুলোর বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজে আসবে।

প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

১. বর্তমানে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাজের অনীহা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি: প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে সংস্কারকৃত মন্দিরের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, উদ্দেশ্য অর্জন, হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সামাজিক উন্নয়ন, ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্পের কাজ টেকসই করার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

৫.১ ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন প্রতিবেদন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। ডিপিপি/আরডিপিপি'তে প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩৫১টি মন্দিরের জন্য প্রতি উপজেলা মন্দিরের বরাদ্দ জন্য ১০ লক্ষ টাকা, জেলা সদরের প্রতি মন্দিরের জন্য বরাদ্দ ১৫ লক্ষ টাকা এবং মহানগর এর প্রতি মন্দিরের জন্য বরাদ্দ ২৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন প্রতিবেদন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ মাঠ জরীপ করে Need Basis এ মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ হাতে নেয়া বঞ্চনীয়। এছাড়া, প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন হলেও ডিপিপিতে সরাসরি এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি এবং হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য থাকলেও বাস্তবে কোন কার্যক্রম প্রকল্পের অধীনে গ্রহণ করা হয়নি (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৭ ও ৩.৮)

৫.২ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরের এডিপিতে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ১৪৬৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ৫৫.৭৮% নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মে-২০২২ পর্যন্ত চলতি অর্থ-বছরের আর্থিক অগ্রগতি ৯৭১৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.৯৪%। মে-২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬৯৯৮.১২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৪.৬৪% (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.১ ও ৩.২)।

৫.৩ অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ:৩.৩)।

৫.৪ প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে ২৩৫১টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার করা। মে/২০২২ পর্যন্ত সমগ্র দেশে মোট ২৩৫১টি মন্দিরের মধ্যে ১৩৪২টি মন্দিরের (৫৭.০৮%) কাজ শেষ হয়েছে, ৩৪৫টি মন্দিরের (১৪.৬৭%) উন্নয়ন কাজ ৫০% এর অধিক এবং ৬৫০টি মন্দিরের (২৭.৬৪%) কাজ ৫০% এর নিম্নে অর্জিত হয়েছে, ১০ টি (৫.০১%) মন্দির সংস্কারের জন্য দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে এবং জরিপ চলমান ও দরপত্র না হওয়া মন্দিরের সংখ্যা ০৪টি (০.০১%)। প্রকল্পের প্রধান কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয় (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৪)

৫.৫ ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

কার্য ক্রয়: সমীক্ষা-কালীন দৈব চয়নের মাধ্যমে ৬টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি দরপত্র প্রতিদিনের সংবাদ বাংলাদেশের আলো, কালের কণ্ঠ, আমাদের সময়, Dhaka Tribune, New Age ইত্যাদি, পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিটি কাজের জন্য সর্বনিম্ন ৪টি হতে সর্বোচ্চ ৪১টি বৈধ দরপত্রের গড়ে প্রায় ২৫টি পাওয়া গিয়েছে। দরপত্রসমূহ e-GP এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ছয়টি প্যাকেজের কাজ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ৫.০% নিম্নদরে সম্পাদন করা হয়েছে। সরকার বিধি বিধান (পিপিএ-২০০৬- ও পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করে কার্য ক্রয় সম্পাদন করা হয়েছে বা হচ্ছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৫.৩)।

সেবা ক্রয়ঃ মন্দির জরিপ, আর্কিটেকচার প্লান, ডিজাইন সহ প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য সৃজনী উপদেষ্টা লিমিটেড কে ৩০-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ১৮১৫টি মন্দিরের জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইন ও প্রাক্কলনের জন্য ৩৮০.৩৬ লক্ষ টাকায় ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত ১৯ মাসের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করা হয়। গত ১৩/০৯/২০২১ তারিখে ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫৩৬টি মন্দির এবং ১ বছর বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প প্রথম সংশোধিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত ৫৩৬টি মন্দির নতুন করে জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান ডিজাইনসহ প্রাক্কলন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে ৫৩৬টি মন্দির জরিপ, আর্কিটেকচার প্ল্যান, ডিজাইনসহ প্রাক্কলন করার জন্য সৃজনি উপদেষ্টা লিঃ এর সাথে ১৫% ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আগষ্ট/২০২২ পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের প্রধান কাজ মন্দির সংস্কার, উন্নয়ন হলেও কোভিড-১৯ এর কারণে এ সকল সেবা ক্রয়ে প্রায় ১ বৎসর বিলম্ব হয়েছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৫.৫)।

যানবাহন ক্রয়ঃ প্রকল্পের অধীনে ২টি জীপ ও ২টি পিক আপ ক্রয়ের জন্য মোট ১৯৮.২৭ টাকার সংস্থান ছিল। বাস্তবে প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি এবং সরকারি নির্দেশনা অনুসরণে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে উক্ত ৪টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৫.৫)।

পণ্য ক্রয়ঃ আরডিপিপির ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২টি ফটোকপিয়ার ০.০৪% কমে, অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৯.৬৫% কমে, কম্পিউটার ১২টি বাবদ ০.৪৩% কমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রমে ব্যত্যয় পরিলক্ষীত হয়নি (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৫.৫)।

৫.৬ প্রকল্পের লগ ফ্রেম অনুযায়ী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন পর্যবেক্ষণ

লক্ষ্য অর্জন: প্রকল্প শেষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি
মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে/পাবে বলে আশা করা যায়।

উদ্দেশ্য অর্জন: মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন।

ডিপিপি /আরডিপিতে উপরে উল্লেখিত সূচকসমূহ সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের কোন নির্দিষ্ট specific সূচকনয়। হিন্দু অনুসারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শিশু শিক্ষা বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্দেশক নির্ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদনের সন্নিবেশ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩.১০ ,৩.১১,৩.১২,এবং ৩.১৩) ডিপিপি/আরডিপির উদ্দেশ্য সংযোজন করা যায়নি স্বাভাবিকভাবে যাচাইয়ের সূচকও নির্ধারণ করা হয়নি (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৬)।

আউটপুট অর্জন:

উপজেলা পর্যায়ে ২,০৬১টি মন্দিরের মধ্যে ১,২০৬টি (৫৮.৫১%) মন্দির উন্নয়নের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯৪টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৫৫১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং ৩টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে।

জেলা পর্যায়ে ২০৭টি মন্দিরের মধ্যে ১০৯টি (৫২.৬৫%) মন্দির উন্নয়ন কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ২৯টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৬৮টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে।

সিটি কর্পোরেশন/মহানগর এলাকায় ৮৩টি মন্দিরের মধ্যে ২৭টি (৩১.৩২%) মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২২টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর উপরে, ৩১টি মন্দিরের ভৌত অগ্রগতি ৫০% এর নিচে এবং সিলেট মহানগরের ০১টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে আশা করা যায় (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৬)।

৫.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২ জন প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে পূর্ণ দায়িত্বে (০৭-৮-১৯ হতে ২৩-১২-২১ ও ২৩-১২-২১ হতে চলতি মাস) নিয়োগ করা হয়েছে। তবে প্রকল্প শুরুর তারিখ ১ মার্চ ২০১৯ হলেও প্রথম প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প শুরুর প্রায় ৫ মাস বিলম্বে নিয়োগ করা হয়েছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৮.১)

জনবল নিয়োগ: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আরডিপিপিতে মোট ৩২ জন জনবল নিয়োগ দেয়ার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবে ৩০ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ২জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৩০ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৪ জন কারিগরি জনবল। কারিগরি জনবলের ৬জন প্রেষণে এবং অবশিষ্ট জনবল আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল কমতির কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া প্রকল্পটির শুরুর তারিখ ০১-০৩-২০১৯ হলেও অধিকাংশ পদে জনবল প্রায় ১ বৎসর বিলম্বে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পের কাজ শুরুতে ১ বছর বিলম্ব হয় (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৮.২)।

পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠান: প্রকল্পের অধীনে ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০টি পিএসসি সভা এবং ৯টি পিআইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভাসমূহের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৮.৩)।

আইএমইডির সুপারিশ বাস্তবায়ন: প্রকল্পের কাজ আইএমইডি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত মনিটরিং বা তদারকি করছেন। দেখা যায় যে, আইএমইডি'র পরিদর্শন হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ প্রকল্প অফিস কর্তৃক যথাযথ পালন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৮.৪)।

অডিট আপত্তি পর্যবেক্ষণ: সরকারি নিরীক্ষা কমিটি ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে ৪টি অডিট আপত্তি প্রদান করেছেন। অডিট আপত্তিসমূহ এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার (বিস্তারিত- অনুচ্ছেদ: ৩.৮.৫)।

৫.৮ সরেজমিনে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের সকল ক্ষেত্রেই ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে। সকল ল্যাব টেস্টের ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৩.৯.১)।

সরেজমিনে ৬৪টি মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ অনুমোদিত ড্রইং/ডিজাইন অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং ড্রইং এ যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর রয়েছে। সংস্কারকৃত মন্দিরগুলোর বর্তমান অবস্থা ভাল দেখা গিয়েছে। তবে, সিলেট (শিব মন্দির, দত্তগ্রাম, বিয়ানীবাজার ও বাছাপাড় সার্বজনীন পূজা মন্দির) এবং কুড়িগ্রাম সদরের মিস্ত্রি পাড়া, সার্বজনীন মন্দির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত ইটের মান খুব উন্নত পাওয়া যায়নি। মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অনেক মন্দিরে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। তাই ভবিষ্যৎ প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজের পাশাপাশি টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৩.৯.২ ও ৩.৯.৩)।

৫.৯ মন্দির সংস্কার হওয়ার ফলে সুফলভোগীদের উপকারসমূহ

মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের ফলে ধর্মীয় জ্ঞানের আলোকে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি হবে (বিস্তারিত সারণি- ৩.৩ ও ৩.১৭)।

৫.১০ সংস্কারকৃত মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের সুযোগ

এ বিষয়ে সুফলভোগীগণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, গীতা শিক্ষা, চারু-কারু কলা শিক্ষা ইত্যাদি চালু করার সুপারিশ করেছেন।

৫.১১ মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন বিষয়ে KII হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ

মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে এবং সংস্কার কাজের গুণগত মান সন্তোষজনক। মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে হিন্দুধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ, মন্দির সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান, মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষামূলক ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং মন্দিরের পরিবেশ উন্নয়ন হচ্ছে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৩.১১)।

৫.১২ প্রকল্পের কাজ টেকসইকরণ পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং মন্দিরগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ডিপিপি/আরডিপিপিতে নেই। মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মন্দির কমিটিগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হবে বলে আশা করা যায়।

এছাড়া, স্থানীয় সুফলভোগীদের আশা-প্রত্যাশা অনুযায়ী মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন করার ফলে যে সকল মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত আছে সেসকল মন্দিরের তালিকা প্রস্তুত করে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্দিরের কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ: ৩.১৪)।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশসমূহ ও উপসংহার

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, সুফলভোগীদের তথ্য জরীপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার (KII), সংস্কার/উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন এবং আঞ্চলিক কর্মশালা হতে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

৬.১ সুপারিশসমূহ

১. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

২. প্রকল্পের আওতায় যে ০৪টি মন্দিরের জরিপ কাজ চলমান উক্ত ০৪টি মন্দিরের জরিপ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দরপত্র আহবান করা প্রয়োজন;

৩. যে সমস্ত মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে সে সমস্ত মন্দির টেকসই করার জন্য মন্দির কমিটি কর্তৃক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৪. ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মাঠ পর্যায় জরীপ করে মন্দির ভিত্তিক/Need base প্রাক্কলন প্রস্তুত করে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ হাতে নেয়া বাঞ্ছনীয়;

৫. প্রকল্পের নির্ধারিত বাজেট অনুযায়ী সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ শেষ হলেও যে সকল মন্দির/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সুফলভোগীদের চাহিদা/প্রত্যাশা অনুযায়ী করার ফলে সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ অসম্পূর্ণ আছে সে সকল ক্ষেত্রে সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি/হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৬. প্রকল্পের আওতায় কারিগরি জনবলের অপ্রতুলতায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক কারিগরি জনবল নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন;

৭. ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু বাস্তবে এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৮. প্রকল্পের অধীনে সংস্কার/উন্নয়নকৃত মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৯. অনেক মন্দিরে টয়লেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যৎ অনুরূপ প্রকল্পে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের সাথে টয়লেট ও ড্রেনেজ উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে; এবং

১০. প্রকল্পের অধীনে ৪টি অডিট আপত্তি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ত্রি-পক্ষীয় অডিট সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬.২ উপসংহার

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেইজলাইন প্রতিবেদন কিংবা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি। এছাড়া, Needbase প্রাক্কলন প্রস্তুত না করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী মহানগর, জেলা ও উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ নির্দিষ্ট বাজেটের মাধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সুফলভোগীদের চাহিদা অনুযায়ী করা হচ্ছে/হয়েছে (মহানগর পর্যায়ে ২৫ লক্ষ, জেলা পর্যায়ে ২০ লক্ষ ও উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে ১৫ লক্ষ টাকা)। Needbase প্রাক্কলন প্রস্তুত না করে মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নে থোক বরাদ্দ রাখায় অনেক মন্দির উন্নয়নের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত টাকায় মন্দিরের বেইজমেন্ট, কলাম, সিড়ি ইত্যাদি কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ঠ কাজ মন্দির কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে বল জানা যায়। উক্ত অবশিষ্ঠ নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব না হলে, প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকার অংশের কাজ ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকবে। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে Needbase প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রকল্প গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। তবে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের মাঝে আত্ম-বিশ্বাস এবং সমাজ সংস্কারের চেতনা-বোধ জাগ্রত হচ্ছে। প্রকল্পটি হিন্দু সমাজের কল্যাণে অবদান রাখছে বা রাখবে। সংস্কারকৃত মন্দিরসমূহে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সহজ হবে। এছাড়া, প্রধান পূজাসমূহের আগমনী/সমাপনি অনুষ্ঠানের পূর্বে সমাজ সংস্কার বিষয়ক আলোচনা সভা, প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে নতুন পোশাক, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি বিতরণ করা যেতে পারে। সার্বিকভাবে প্রকল্পটি হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণে অবদান রাখছে/রাখবে।

রেফারেন্সসমূহ:

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি।
- টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- PPA-2006, Public Procurement Act-2006, Ministry of Law, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- PPR-2008, Public Procurement Rule-2008, Ministry of Law, Justice and Perlamentary Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- Bangladesh Bureau of the Statistic-2017, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, এফজিডি, কেআইআই ও সুবিধাভোগীদের মতামত ও জরীপ প্রশ্নমালা।
- বিভিন্ন ল্যাব টেস্টের রিপোর্টসমূহ।
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/পত্র।
- স্থীর চিত্র।

সংযুক্তি-১, নমুনা সংগ্রহের বিভাগ, জেলা, উপজেলা/পৌরসভা পর্যায়ে মন্দিরের নাম

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা	মন্দিরেরনাম	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড
১	২	৩	৪	৫
ঢাকা	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ	তরঙ্গাতলা স্বপ্ন বিলাসী দেব মন্দির	তরঙ্গাতলা
			আতাভব বুড়াবুড়ি মায়ের মন্দির	আতাভবা
		সাভার	শ্রী শী গোপীনাথ জিউর মন্দির	সাভার দক্ষিণ পাড়া
			শ্রী শ্রী গোপাল আখড়া	সাভার ঘোষপাড়া
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	সাহাপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	কানাইপুর
			কৃষ্ণনগর স্কুল প্রাঙ্গণ সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	কৃষ্ণনগর
		মধুখালি	শ্রী শ্রী বাবা সার্জজনীন লোকনাথ মন্দির	চিনিকল
			শ্রী শ্রী প্রভু জনবন্ধু অঙগন	জগন্নাথদি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির	নামা কাতলাসেন
			শ্রীকৃষ্ণ মন্দির	বয়ড়া
		নান্দাইল	শ্রী শ্রী কালী মন্দির	সদর
			জাঙ্গালিয়া শ্রী শ্রী কালী মন্দির	দেওয়ানগঞ্জ
	নেত্রকোণা	কেন্দুয়া	শ্রী শী হরিসভা দুর্গা মন্দির	সদর
			ফতেপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	ফতেপুর
		দুর্গাপুর	শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম	কুল্লাঘড়া
			শ্রী শ্রী কালী মন্দির	মধ্যবাজার
চট্রগ্রাম	খাগড়াছড়ি	রামগড়	বামগড় সার্বজনীন শ্রী শ্রী লোকনাথ ধাম	সদর এলাকা
			শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম	সদর এলাকা
		মানিকছড়ি	তিনটহরী হরি মন্দির	সদর
			শ্রী শ্রী বাসুদেব স্বরূপ গীতা আশ্রম	সদর এলাকা
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির	উত্তর কৃষ্ণপুর আমরাতলি
			শ্রী শ্রী লক্ষীনারায়ন মন্দির	বানাসুয়া (বেপারী বাড়ী)
		দাউদকান্দি	সার্বজনীন রাধাগোবিন্দ জিও মন্দির	হাটখোলা
			ইলিয়গঞ্জ শ্মাশান কালী মন্দির	ইলিয়টগঞ্জ
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	বাছাপাড় সার্বজনীন পূজা মন্দির	শিবের বাজার
			শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখড়া	পুড়াবাড়ি
		বিয়ানীবাজার	দত্তগ্রাম শিব মন্দির	দত্তগ্রাম
			শ্রী শ্রী কালী মন্দির	দত্তগ্রাম
	মৌলভীবাজার	শ্রী-মঙ্গাল	রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম	গন্ধর্বপুর
			শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রক্ষচারী আশ্রম	জয়নগরপাড়া
		বড়লেখা	শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখকড়া	টুকা দাসের বাজার
			শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির	সমনবাগ চাবাগান
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর	শ্রী শ্রী রাধা গোপীনাথ জিও মন্দির	আলমনগর, তাজহাট
			শ্রী শ্রী পার্থ সারথি মন্দির	ফতেপুর , ভুরাঘাট
		মিঠা পুকুর	মিঠাপুকুর কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী মন্দির	সদর
			পুটিমারী রাধাগোবিন্দ মন্দির	মির্জাপুর ইউপি
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির	হরিকেশ
			কুড়িগ্রাম দক্ষিনপাড়া সার্বজনীন মন্দির	মিস্ত্রি পাড়া
		উলিপুর	দেবোত্তর উলিপুর শ্রী শ্রী গোবিন্দ জিও মন্দির	উলিপুর পৌরসভা
			উলিপুর উপজেলা কেন্দ্রীয় শ্মশান	সদর
রাজশাহী	নাটোর	নাটোর সদর	জেলে পাড়া দুর্গা মন্দির	কানাইখালি
			জমিদার জে এন লাহিড়ি কালি ও দুর্গা মন্দির	বাবুরহাট, কাফুরিয়া
		লালপুর	শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সার্বজনীন পৌর কেন্দীয় মন্দির	গোপালপুর

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা	মন্দিরেরনাম	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড
			শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির	বুধপাড়া
	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	হরিনা কালী মন্দির	হরিনা
			শ্রীশ্রী যুগোল কিশোর মন্দির	দরগা পট্টি
		রায়গঞ্জ	আটঘরিয়া শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির	আটঘরিয়া
			শ্রী শ্রী গোপাল জিউ বিগ্রহ নাট মন্দির	রায়গঞ্জ বাজার
খুলনা	খুলনা	পাইকগাছা	শ্রী শ্রী পণব মঠ	লেবুবুনিয়া
			শীমা সারদা আশ্রম	আমিরপুর, হাতিরডাঙ্গা
		ডুমুরিয়া	চুকনগর শ্রী শ্রী সর্ব মঙ্গালা মাতৃ তীর্থ কমপ্লেক্স	আটলিয়া ইউপি
			শ্রী শ্রী বঙ্গীয়মাতা সেবাধাম আশ্রম	কাঠালিয়া-বারুইকাঠি
	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	ছিলেখানা শ্রী শ্রী হরি মন্দির	পূর্ব সারেড়া
			কার্তিকানিয়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী শীতলা মন্দির	কার্তিকানিয়া
		মোল্লাহাট	কাকরী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	কাকরী চাদেরহাট
			হরিবিলাশ বাবার ধাম ও আশ্রম	জয়ডিহি
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর	আস্থাকাঠী সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি মন্দির	আস্থাকাঠী ৬নং জাগুরা
			শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ নিবাস	সব-রোড
		মেহেন্দীগঞ্জ	মদনমোহন মন্দির	পাতারহাট
			চর হোগলার কালী মন্দির	চর হোগলা
	পটুয়াখালি	পটুয়াখালি সদর	লাউকাঠি সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি আশ্রম ও ধর্মসভা	লাউকাঠি
			নীলখোলা সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির	নীলখোলা, ধারব্ধী বাজার
		কলাপাড়া	শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির	কুয়াকাটা
			শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির ও তীর্থ যাত্রী সেবাশ্রম	কলাপাড়া বাজার
৮	১৬	৩২	৬৪	

সংযোজনী-১

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

হিন্দু ধর্ম অনুসারী সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা

A. তথ্যসংগ্রহের এলাকা			
১। বিভাগ :	২। জেলা:	৩। উপজেলা/পৌরসভা:	
৪। ইউনিয়ন:	৫। গ্রাম/মহল্লা:		
B. উত্তরদাতার পারিবারিক তথ্য:			
১। উত্তরদাতার নাম:			
২। পুরুষ/মহিলাঃ	১. পুরুষ ২. মহিলা		
৩। পিতা / মাতার / স্বামীর নাম:			
৪। বয়স (বছর):			
৫। ফোন/মোবাইল: ----------			
৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা- *১. অক্ষরজ্ঞানহীন ২. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩. ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শ্রেণি ৪. দশম শ্রেণির নিচে* *৫. এসএসসি/দাখিল/সমমান পাশ ৬. এইচএসসি/সমমান পাশ ৭. স্নাতক বা তার উপরে*			
C. প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য			
১। প্রকল্পের অধীনে আপনার এলাকার মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ চলমান নাকি শেষ হয়েছে? ১.চলমান আছে ২, সমাপ্ত হয়েছে			
২। আপনি কি বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও অনুষ্ঠানে মন্দিরে যান? ১) নিয়মিত ২) মাঝে মধ্যে ৩) অন্যান্য-----			
৩। মন্দিরটি সংস্কার হওয়াতে অথবা সংস্কারের ফলে আপনাদের কি কি উপকার হয়েছে বা হবে বলে মনে করেন? ---------- ---------- ----------			
৪। মন্দিরটি সংস্কার হলে নিত্য পূজা/ পার্বণ ভিত্তিক পূজা ব্যতীত আর কি কি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে বা হচ্ছে? (একাধিক উত্তর হবে) (১)গীতা পাঠ (২)শ্রীমদভগবৎ গীতা পাঠ (৩) রামায়ণ/ মহাভারত পাঠ (৪) নাম সংকীর্তন (৫) জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান (৬) অন্যান্য ----------			
৫। মন্দিরটি সংস্কার করার ফলে মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠান হয় বা হবে কি না? (১) প্রাক পাথমিক শিশু শিক্ষা (২)বয়স্ক শিক্ষা (৩) গীতা শিক্ষা, (৪) চারু –কারু কলা শিক্ষা, (৫) অন্যান্য----------			
৬। মন্দিরটি সংস্কারের পর মন্দির প্রাঙ্গণে কোন সামাজিক/ পারিবারিক অনুষ্ঠান হচ্ছে/হবে কিনা? ১) হ্যাঁ ২) না ৩) কখনো কখনো			

৭। হ্যাঁ হলে, কি ধরনের অনুষ্ঠান? (১) বিবাহ অনুষ্ঠান (২) পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধ নিরসনে বিচার/সালিশ (৩) অন্ন প্রাশন, (৪) শিক্ষার জন্য হাতে খড়ি, (৫) অন্যান্য----------	
৮। মন্দিরটি সংস্কারের পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে এধরণের সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান হোত কিনা? ১) হ্যাঁ ২) না ৩) কখনো কখনো না	
৯। সংস্কারকৃত মন্দিরে অনুষ্ঠিত পূজা, অর্চনায় হিন্দুধর্মের সকল গোত্র/বর্ণের লোক উপস্থিত হয় কিনা? ১) হ্যাঁ ২) না ৩) মাঝে মধ্যে	
১০। মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি হচ্ছে/হবে? (একাধিক উত্তর) (১) সম্প্রদায় ও বিভিন্ন গোত্রের লোকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রতি বৃদ্ধি; (২) ধর্মীয় আলোকে নারীর প্রতি মর্যাদা বৃদ্ধি; (৩) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি হ্রাস; (৪) নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি; (৫) সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি; (৬) নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি; (৭) অন্যান্য উল্লেখ করুন----------	
১১। মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন পূজা/পার্বণ'কে কেন্দ্র করে মন্দির সংলগ্ন এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে/পাবে কি না? ১) হ্যাঁ ২) না	
১২। হ্যাঁ হলে, কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?	
১২। হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন্দির ভিত্তিক আর কি কি কাজ যুক্ত করার প্রয়োজন? আপনার পরামর্শ প্রদান করুন	
১৩। মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে নারীদের অংশগ্রহণ হয়েছে কিনা? ১) হ্যাঁ ২) না	
১৪। সংস্কারকৃত মন্দিরটি টেকসই, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার জন্য আপনার মতামত উল্লেখ করুন	
১৫। মন্দির সংস্কার / উন্নয়নের কাজ আপনার প্রত্যাশা মত হয়েছে কি না ? ১) হ্যাঁ ২) না ১৬। না হলে, আর কি কি প্রত্যাশা করেন?	

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

সংযোজনী-২

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

Key Informant Interview (KII) গাইডলাইন:

(মন্ত্রণালয়/হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট/প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার)

তারিখঃ

নাম:	
পদবি:	
শাখা/সংস্থা:	
দপ্তর/মন্ত্রণালয়:	
ফোন/মোবাইল:	

১. প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা? মতামত প্রদান করুন।

২. বছর-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া হচ্ছে কিনা- ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সমস্যা আছে কি? থাকলে কি কি?

৪. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা?

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কীভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে?

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি রোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?

৭. প্রকল্পের আওতায় মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রমসমূহের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

৮. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

৯. প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগে কোন ধরণের সমস্যা আছে কিনা? থাকলে কি কি?

১০. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন কিনা? হলে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন? সমস্যা সমাধান/উত্তরণের উপার কি?

১১. প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেন এবং আইএমইডি'র সুপারিশগুলো যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কিনা-উল্লেখ করুন।

১২. মন্দিরের টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি ধরণের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে মতামত প্রদান করুন।

১৩. সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে কি কি সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে বা হবে? মতামত প্রদান করুন।

১৪. হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জন্য মন্দির ভিত্তিক আর কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন?

১৫. প্রকল্পের দুর্বলদিকগুলো সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

১৬. প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার

কেআইআই গাইডলাইন:

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মন্দির কমিটির সভাপতি/সেক্রেটারী সাক্ষাৎকার)

তারিখঃ

উত্তরদাতার নাম:

পদবি:

ফোন/মোবাইল:

১. প্রকল্পের অধীনে আপনার এলাকার মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কি কাজ করা হয়েছে/হচ্ছে?

২. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ প্রকল্প অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ডিজাইন অনুযায়ী হচ্ছে কি না?
১. হ্যাঁ, ২. না
না হলে, কি কি পরিবর্তন করা হয়েছে

৩. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কাজ হয়েছে/হচ্ছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

৪. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য সরাকারি বরাদ্দ ব্যতীত মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মন্দিরে অনুদান/দান প্রদান করেছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

হলে, কত টাকা প্রদান করা হয়েছে?----------টাকা

৬. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের সময় কোন সমস্যা হয়েছে/হচ্ছে কি না? ১. হ্যাঁ, ২. না

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের সমস্যা হয়েছে/হচ্ছে?

৭. মন্দির সংস্কারের ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোন কোন ক্ষেত্রে সার্বিক কল্যাণ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে?

৮. মন্দির সংস্কারের ফলে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কি ধরণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে/হবে?

৯. মন্দির সংস্কার করার ফলে মন্দির প্রাঙ্গণে কি ধরণের শিক্ষামূলক ও অন্যান্য সামাজিক/ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে/হবে?

১০. মন্দিরের পরিবেশ টেকসই রাখার জন্য কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

১১. প্রকল্পের সবলদিকগুলো সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

১২. প্রকল্পের দুর্বলদিকগুলো সম্পর্কে মতামত প্রদান করুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
এফজিডি (FGD) গাইডলাইন:

মন্দিরের নাম:

বিভাগ: **জেলা:** **উপজেলা:**

ইউনিয়ন: **গ্রাম/ওয়ার্ড:**

দলীয় আলোচনা **(FGD)** অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়ঃ

১. আপনার এলাকায় প্রকল্পের অধীনে মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কারের কি কি কাজ করা হয়েছে/হচ্ছে?
২. মন্দিরটি সংস্কারের ফলে মন্দিরের পরিবেশের কি ধরনের পরিবর্তন আসছে/আসবে বলে মনে করেন?
৩. মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে হিন্দু ধর্ম অনুসারীদের কি ধরণের সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে/হবে বলে মনে করেন?
৪. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের পূর্বে মন্দিরে কি ধরণের সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠান হতো?
৫. মন্দিরটি সংস্কার ও উন্নয়নের ফলে সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠানে কি ধরণের পরিবর্তন আসছে/আসবে বলে মনে করেন?
৬. মন্দিরটি সংস্কার কাজে কোনরকম বাধা/ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে/হচ্ছে কি না?
৭. মন্দির প্রাঙ্গন ব্যবহার করে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে হিন্দু ধর্ম অনুসারীসহ মন্দির সংলগ্ন এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতী হবে?
৮. মন্দির পরিচালনা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে মনে করেন?
৯. মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ নিয়মিত তদারকি করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা?

১০. মন্দির উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে নারীদের কেমন কর্ম-সংস্থান হয়েছে?
১১. মন্দির সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়েছে/হচ্ছে কিনা?

১২. মন্দিরটির বর্তমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:

তারিখ:

"সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী.দের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার
ভৌত পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট

মন্দিরের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ (মন্দিরে নাম, আয়তন, প্রাঙ্গণের আয়তন, বিল্ডিং/টিনসেড ইত্যাদি)

১. **মন্দিরের জমি ব্যক্তিগত/দেবোত্তর (ওয়াকফ); ----------**

২. **উন্নয়ন ও সংস্কারকালীন পুরাতন মন্দিরের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে/হচ্ছে কিনা;** ১. হ্যাঁ, ২. না

৩. উন্নয়ন/সংস্কার কাজ শুরুর পূর্বে নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে কিনা; ১. হ্যাঁ, ২. না

৪. নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রেইনফোর্সমেন্ট (রড), ইট, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদির গুণগত মান;

১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

৫. মেঝে, প্রাচীর, কলাম ইত্যাদিতে ফাটল; ১. হ্যাঁ, ২. না

৬. মেঝে সমান বা অসমতল?----------

৭. মন্দিরে বাহ্যিক প্লাস্টার এবং পেইন্টিং এর অবস্থা? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

৮. দরজা এবং জানালায় ব্যবহৃত কাঠের গুণগত মান? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

৯. স্যানিটারি জিনিসপত্রের অবস্থা (কমোড, বেসিন, প্যান, ট্যাপ ইত্যাদি)? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১০. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর অবস্থা (ফ্যান, সুইচ, সকেট ইত্যাদি)? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১১. ভারী বৃষ্টি বা বন্যার সময় বন্যার জল মন্দিরের মেঝেতে প্রবেশ করে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

১২. বন্যার সময় প্রবেশের রাস্তা প্লাবিত / বন্যার জল মন্দিরে প্রবেশ করে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

১৩. ড্রেন ও পয়ঃনিষ্কাশন অবস্থা? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১৪. মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১৫. সীমানা প্রাচীর এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১৬. পানীয় জল সুবিধা কেমন? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি, ৪. পানীয় জল সুবিধা নেই

১৭. বসা এবং প্রার্থনা ব্যবস্থা? ১. ভাল, ২. খারাপ, ৩. মোটামুটি

১৮. মন্দিরে অডিও ভিজ্যুয়াল সিস্টেম সংযুক্ত আছে কি না? ১. হ্যাঁ, ২. না

১৯. লাইব্রেরি, পড়ার ঘর এবং পড়ার উপাদান আছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

২০. টয়লেট সুবিধা (পুরুষ/মহিলা আলাদা) আছে কিনা? ১. হ্যাঁ, ২. না

২১. মন্দির প্রাঙ্গণে প্রকল্পের সাইনবোর্ড আছে কি না? ১. হ্যাঁ, ২. না

সংযুক্তি-৫

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট
(প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা আলাদা চেক লিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে)

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
১	প্রকল্পের নাম	
২	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	
৪	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও লট/প্যাকেজ নং (ক্রমিক অনুসারে)	
৫	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	
৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	
৭	দরপত্র প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৮	নির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	১. হ্যাঁ ২.না
৯	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)**	১।পত্রিকার নামঃ (বাংলা)---------- তারিখঃ---------- ২।পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)---------- তারিখঃ---------- ৩। সিপিটিইউ ওয়েব সাইট ---------- তারিখঃ----------
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	শুরু----------শেষ----------তারিখঃ সময়ঃ
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	----------টি
১৩	মুল্যায়ন সমাপ্তির তারিখ	
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	----------জন
১৬	সিএস কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	/ /
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	----------জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	---------- জন, বহিঃ সদস্য সংখ্যা----------জন
২০	জামানত রাখা হয়েছিল কি না? (ব্যাংক পে-অর্ডার, চালান ইত্যাদি)	১. হ্যাঁ ২.না
২১	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	
২৩	Notification of Award প্রদানের তারিখ	----------তারিখ
২৪	প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)	----------টাকা
২৫	চুক্তি মূল্য	----------টাকা
২৬	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম	
২৭	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	

ক্রমিক নং	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য লিখুন
২৮	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
২৯	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ	
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ	
৩১	প্রকৃত কাজ শেষের তারিখ	
৩২	সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে কি? হলে কতদিন বৃদ্ধি ; এবং সময় বৃদ্ধির কারণ;	
৩৩	সরবরাহকৃত পণ্য/মালামালের ওয়ারেন্টি আছে কিনা ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৪	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছে কি না?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৫	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ	----------
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	১. হ্যাঁ ২.না
৩৭	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি	
৩৮	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট আছে কিনা?	হ্যাঁ না
৩৯	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি আছে এবং কতটি নিস্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা----------টি নিষ্পত্তির সংখ্যা----------টি
৪০	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তার কারণ?	---------- ----------

প্রণয়নে



এএসডি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস

বাসা # ৬১, রোড # ৬, ব্লক-এ, সেকশন # ১২,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬